Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১১তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
জুন ২০০৮

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

১১তম বর্ষঃ	৯ম সংখ্যা
জুমাঃ উলাঃ-জুমাঃ ছানী	১৪২৯ হিঃ
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	১৪১৫ বাং
জুন	২০০৮ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি

ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক

ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক

মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার

আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার

শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

সার্বিক যোগাযোগঃ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক, মোবাইলঃ ০১৭১৬-০৩৪৬২৫
সার্কুলেশন ম্যানেজার, মোবাইলঃ ০১৭১১-৯৪৪৯১১
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
Web: www..at-tahreek.com
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোনঃ ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিঃ ডাকে) ২৫০/= টাকা এবং ষান্মাসিক ১৩০/= টাকা।

● হাদিয়াঃ ১৪ টাকা মাত্র ॥ ●

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২

✡ **প্রবন্ধঃ**

❑ গৃহে প্রবেশের আদব ০৩
-রশীদ আহমাদ

❑ ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার ও পাশ্চাত্যে নারী স্বাধীনতার চালচিত্র ০৬
- নূরুল ইসলাম

❑ সচ্চরিত্র : মানব উন্নতির অন্যতম সোপান ১৫
- ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর

❑ আলপনা ও বাংলার সংস্কৃতি ২১
- মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান

❑ সাত বছর বয়সে ছালাতের নির্দেশ দান ও তার মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ২৩
- আতাউর রহমান

✡ **অর্থনীতির পাতাঃ** ২৫

◆ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইমামদের ভূমিকা
- শাহ্ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান

✡ **নবীনদের পাতাঃ** ২৮

◆ ইসলামে পানাহারের বৈশিষ্ট্য *- হাফেয মুকাররম*

✡ **চিকিৎসা জগতঃ** ৩৩

◆ পুদিনার ঔষধিগুণ

◆ নীরব ঘাতক 'হেপাটাইটিস বি' ভাইরাস

✡ **ক্ষেত-খামারঃ** ৩৪

◆ উপকারী ভেষজ বৃক্ষ মেহগনি

✡ **কবিতাঃ** ৩৬

◆ কথা কিন্তু বলতে মানা ◆ আজব দেশ

◆ বন্দি নেতা ডঃ গালিব

✡ **সোনামণিদের পাতা** ৩৭

✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৮

✡ **মুসলিম জাহান** ৪২

✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩

✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৪

✡ **প্রশ্নোত্তর** ৪৮

Contents

বিনা বিচারে দীর্ঘ কারাভোগঃ হারানো বছরগুলি ফিরিয়ে দেবে কে?

বিনা বিচারে দীর্ঘ ১৪ বছর কারাবন্দী থাকার পর অবশেষে গত ২৬ মে বাগেরহাট যেলা কারাগার থেকে যামিনে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসেন পিরোজপুর যেলার মঠবাড়িয়া থানার শাখারিকাঠি গ্রামের মৃত ইসহাক বিশ্বাসের পুত্র মুসলিম বিশ্বাস (৬০)। জানা যায়, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের কারণে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ১৯৯৪ সালের ১২ আগষ্ট তিনি গ্রেফতার হন। তার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা অস্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু এই মামলার অন্য আসামীরা তাদের যামিনের জন্য হাইকোর্টে আবেদন করলে মামলার মূল নথি হাইকোর্টে চলে যায় এবং সেখানে ফাইল ধামাচাপা পড়ে। সেই থেকে আর এই মামলার বিচারকার্য শুরু হয়নি। অন্য আসামীরা বেরিয়ে আসলেও মামলা পরিচালনার সামর্থ্য না থাকায় বের হ'তে পারেননি দরিদ্র মুসলিম বিশ্বাস। দীর্ঘ ১৪টি বছর ধরে পড়ে ছিলেন কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে। বিস্ময়কর যে, এক যুগেরও বেশী সময় বন্দী থাকলেও তাকে আদালতে হাযিরা দিতে হয় মাত্র একবার। অবশেষে গত বছর ১৮ জুলাই বাগেরহাটের যেলা প্রশাসক শহীদুল ইসলাম কারাগার পরিদর্শনে গেলে বিষয়টি তাঁর গোচরীভূত হয়। তিনি 'বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট' (ব্লাস্ট)-এর সহযোগিতায় তার মুক্তির ব্যবস্থা করেন। ব্লাস্টের আইনী সহায়তায় গত ৫ মে তিনি হাইকোর্ট থেকে যামিন লাভ করেন এবং ২৬ মে কারাবন্দী জীবন থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসেন।

উল্লেখ্য যে, শুধু এক মুসলিম বিশ্বাসই নয়, এরকম কত মুসলিম বিশ্বাস যে বিনা বিচারে কারাগারে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন তার কোন ইয়ত্তা নেই। বলা যায়, বাংলাদেশে এটি এক প্রকার ট্র্যাডিশন হয়ে গেছে। যতদূর মনে পড়ে নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে এরকম আরেকটি খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। জনৈক হতভাগ্য ব্যক্তি ২৪ বছর বিনা বিচারে কারাভোগের পর অবশেষে মুক্তি পেয়েছিলেন। যৌবনের টগবগে সুঠাম দেহ নিয়ে জেলখানায় প্রবেশ করলেও জীবনের একেবারে প্রান্তসীমায় এসে মুক্তি পান তিনি। তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলোই হারিয়ে যায় জেলখানার চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী থেকে। এতদ্ব্যতীত ১৮ বছর বিনা বিচারে কারাগারে কাটিয়ে ২১ মার্চ ২০০১ সালে মুক্তি পান ঢাকার আনোয়ার হোসাইন। অপরদিকে ঠিকানা জটিলতার কারণে চট্টগ্রামের ৮০ বছরের বৃদ্ধ আব্দুল মালেকের ১০ বছর যাবৎ কারাভোগের খবরও পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হয় দু'বছর আগে। এরকম জানা-অজানা অগণিত নিরপরাধ মানুষ বিনা বিচারে বছরের পর বছর কারা নির্যাতন ভোগ করছেন। যার দু'একটি ছিটেফোঁটা খবরই কেবল পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হচ্ছে। অধিকাংশ ঘটনাই থেকে যাচ্ছে অজানা। প্রশ্ন হ'ল হারিয়ে যাওয়া এই বছরগুলোর জন্য দায়ী কে? কে ফিরিয়ে দেবে মুসলিম বিশ্বাসের মত নিরপরাধ কারাবন্দীদের জীবনের হারিয়ে যাওয়া বছরগুলো? স্বামীর সাহচর্য বঞ্চিত অসহায় স্ত্রী এবং পিতার স্নেহ-মমতা বঞ্চিত সন্তানদের কী অপরাধ ছিল? কেন তাদেরকে বঞ্চিত করা হ'ল এই দীর্ঘ সময়? কেন ধ্বংস করা হ'ল তাদের সুসজ্জিত শান্তিনীড়কে? কে দেবে এর জবাব? সরকার, আদালত, নাকি কারা কর্তৃপক্ষ? দেশবাসী জানতে চায় এর দায়বদ্ধতা কার? জানতে চায় নিরপরাধ মানুষের উপর এরকম নির্যাতন আর কতকাল চলবে স্বাধীন এই বাংলাদেশে?

আমরা বিচার বিভাগ নিয়ে কত কথাই না শুনছি, বলছি। স্বাধীনতার ৩৬ বছর পর অনেক আন্দোলন-সংগ্রামের বিনিময়ে বিচার বিভাগ স্বাধীন হয়েছে বলে আমরা গর্ববোধও করছি। স্বাধীন বিচার বিভাগ কি পারবে মুসলিম বিশ্বাসের হারিয়ে যাওয়া ১৪টি বছর ফিরিয়ে দিতে? পারবে কি মুসলিম বিশ্বাসের মত অসহায় মানুষের জন্য সুবিচার নিশ্চিত করতে? বিচার বিলম্বিত না করে দ্রুত বিচারকার্য সম্পন্ন করে নিরপরাধ মানুষকে মুক্তি ও প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি দিতে? কেননা নির্দোষ ব্যক্তিকে অযথা হয়রানি এবং বিচারকার্যে দীর্ঘসূত্রতাও একপ্রকার জঘন্য অবিচার। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, Justice delayed justice denied 'বিলম্ব বিচার অবিচারের নামান্তর'। অথচ আমাদের দেশে প্রতিনিয়ত তাই ঘটছে। বিচার শুরু হওয়ার পূর্বেই বছরের পর বছর হাজত খাটতে হচ্ছে। অবশেষে অভিযোগ সত্য প্রমাণিত না হ'লে অভিযুক্ত ব্যক্তি যখন মুক্তি পান, তখন দেখা যায় ইতিমধ্যেই তার বেশ কয়েকবছর সাজা ভোগ হয়ে গেছে। অথচ সংশ্লিষ্ট মামলায় দোষী প্রমাণিত হ'লেও হয়তো তার এত বছর সাজা হ'ত না। এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ও নিষ্ঠুরতা আর কি হ'তে পারে? প্রকৃত অপরাধীর শাস্তি হৌক এটি সকলেরই কাম্য। কিন্তু একজন নির্দোষ ব্যক্তি স্রেফ সন্দেহবশত কেন বছরের পর বছর কারাবন্দী থাকবেন? কেন দ্রুত তার বিচার সম্পন্ন করা হয় না? বিচারের দীর্ঘসূত্রতার জন্য দায়ী কে? এসবই কি বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা হারানোর কারণ নয়? সদ্য বিদায়ী প্রধান বিচারপতির ভাষণ থেকেও যার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। আমরা মনে করি বিচার বিভাগকে আধুনিকীকরণ করার পাশাপাশি বিচারকার্যের দীর্ঘসূত্রতার অবসান ঘটাতে হবে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। সংস্কার করতে হবে বর্তমান এই পদ্ধতির। বৃটিশ আইনের পরিবর্তে প্রবর্তন করতে হবে ইসলামী আইন। কোন নিরপরাধ মানুষ যেন অযথা হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। তবেই নিশ্চিত হবে সুবিচার। আমরা দৃঢ়তার সাথে এ কথাও বলছি যে, দেশে সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য শুধু বিচার বিভাগের স্বাধীনতাই যথেষ্ট নয়। এজন্য প্রয়োজন বিচারকদের মধ্যে তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি, সততা, আন্তরিকতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার মনোভাব সৃষ্টি হওয়া। যে দায়বদ্ধতা কোন মানুষের কাছে নয়; বরং তা হবে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নিকটে। কেননা ন্যায় বিচারকদের জন্য যেমন মহা পুরস্কারের সুসংবাদ রয়েছে, তেমনি অন্যায় বিচারকারীদের জন্যও প্রস্তুত আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বিচারক তিন প্রকারের হয়ে থাকে। এক প্রকারের বিচারক জান্নাতে যাবে এবং দুই প্রকারের বিচারক জাহান্নামে যাবে। যিনি সত্য বুঝবেন ও সে অনুযায়ী সঠিক বিচার করবেন, তিনি জান্নাতে যাবেন। আর যিনি সত্য অনুধাবন করবেন কিন্তু অন্যায় বিচার করবেন, তিনি জাহান্নামে যাবেন এবং যিনি সত্য অনুধাবন না করে মূর্খতার সাথে বিচার করবেন তিনিও জাহান্নামে যাবেন' *(আবূদাঊদ, তিরমিযী)*।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান পরিচালিত হ'লেও তা আদালত অঙ্গনকে তেমন প্রভাবিত করতে পেরেছে বলে পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন না। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের হালচিত্র পর্যবেক্ষণ করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। সেখানে একটি মামলার ফাইলিং থেকে শুরু করে অর্ডার পাসিং পর্যন্ত প্রতিটি ধাপেই উপরি খরচ করতে হয়। অন্যথায় মাসের পর মাস পড়ে থাকলেও হয়ত নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোন মামলার কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। এ্যাডভোকেট, মুহুরী, এভিডেভিট ফী ইত্যাদির মাধ্যমে ফাইলিং সম্পন্ন হ'লেও তা সিরিয়ালে আনার জন্যও খরচ করতে হয় মোটা অংকের অর্থ। অতঃপর আরেক বিড়ম্বনা হ'ল অর্ডার পাসিং বা সংশ্লিষ্ট যেলা আদালতে অর্ডার পাঠানো। এই দায়িত্বটি স্বয়ং আদালতের হ'লেও তদবির ব্যতীত মাসের পর মাস পড়ে থাকলেও অর্ডার যথাস্থানে পৌঁছে না। হাইকোর্টে যামিন হওয়ার পর ২/৪ মাসেও জেলখানা থেকে বের হ'তে পারেনি এরকম ঘটনাও প্রতিনিয়ত ঘটছে। আবার উপরি খরচের মাধ্যমে সপ্তাহ ঘুরতেই বেরিয়ে আসার সংবাদও বিচিত্র নয়। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের এই করুণ হালচিত্রের কারণে বন্ধুবর এক এ্যাডভোকেটের রূঢ় মন্তব্য হ'ল- 'এখানে আল্লাহ্‌র গযব নেমে আসা উচিত'। 'আদালত পাড়ার ইট-সুরকিও ঘুষ খায়' এই আপ্তবাক্যই যেন আজ নিষ্ঠুর বাস্তবতা।

আমরা সরকারের নিকটে আদালত অঙ্গনকে স্বচ্ছতায় রূপদান করার দাবী জানাচ্ছি। ঘুষ ও দুর্নীতিমুক্ত এমন আদালত দেশবাসীর প্রত্যাশা, যেখানে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে। হয়রানির শিকার হবে না কেউ। আমরা এই দাবীও পেশ করছি যে, নিরপরাধ নির্দোষ ব্যক্তিদের যেমন দ্রুত মুক্তি দেওয়া উচিত, তেমনি মিথ্যা মামলার মাধ্যমে হয়রানির জন্য একই রায়ে মিথ্যা মামলা দায়েরকারীরও শাস্তির বিধান রাখা উচিত। ফলে উল্টো শাস্তির ভয়ে একদিকে যেমন কেউ মিথ্যা মামলা করতে উদ্যত হবে না, তেমনি আদালতে মামলার বোঝাও কমবে। সর্বোপরি মুসলিম বিশ্বাসদের মত আর কারো জীবন থেকে হারিয়ে যাবে না গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলো। আমরা সকল নিরপরাধ কারাবন্দীর মুক্তির দাবী জানাচ্ছি। বিশেষত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** নিঃশর্ত মুক্তিদানের জোর দাবী জানাচ্ছি। যিনি ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলার শিকার হয়ে বিনা বিচারে দীর্ঘ তিন বছর তিন মাস যাবৎ কারারুদ্ধ আছেন। তাঁর ইলমী ও দ্বীনি খিদমত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে জাতি। তাঁর স্নেহের পরশ থেকে মাহরূম করা হয়েছে তাঁর সন্তানদেরকে। ভ্রাতৃশোকে তাঁর অসুস্থ বড় বোন এখন মৃত্যুপথযাত্রী। প্রায় দেড় বছর যাবৎ বর্তমান নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় থাকলেও তাঁর ব্যাপারে নিরপেক্ষতার প্রমাণ রাখতে এই সরকার ব্যর্থ হয়েছে। বিগত সরকারের অনেক অপকীর্তির ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হ'লেও এক্ষেত্রে তারা থেকেছেন নিশ্চুপ। যা সচেতন দেশবাসীকে শুধু হতবাকই করেনি, বরং রীতিমত বিস্মিত করেছে। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অপরাধ প্রমাণিত হয়ে শাস্তি হওয়ার পরও মুক্তি দেয়া হয়েছে। অথচ একই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সিনিয়র প্রফেসর হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ব্যাপারে করা হয়েছে চরম বৈষম্য। আমরা এই সরকারের নিকটে তাঁর বিরুদ্ধে বিগত সরকারের দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা সমূহ প্রত্যাহার করে তাঁকে অনতিবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দানের জোর দাবী জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা যালেমদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, কিন্তু যখন তিনি পাকড়াও করেন তখন আর ছাড়েন না' *(বুখারী, মুসলিম)*। অতএব তাঁর ব্যাপারে ষড়যন্ত্রকারী, পরিকল্পনাকারী এবং বাস্তবায়নকারী সকলকেই একদিন আল্লাহর আদালতে উপস্থিত হ'তে হবে। সেদিন যালেমদের কোন বন্ধু ও সুপারিশকারী থাকবে না *(মুমিন ১৮)*। বান্দা সেদিন ন্যায়বিচার প্রাপ্ত হবে। পুরস্কৃত হবে সকল নির্যাতিত মানবতা। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন - আমীন!!

গৃহে প্রবেশের আদব

*রশীদ আহমাদ**

গৃহ হচ্ছে মানুষের বসবাসস্থল। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলার ঘর মসজিদও গৃহ। গৃহ নিজেরও হ'তে পারে আবার অপরেরও হ'তে পারে। আর এসবই আল্লাহ্ প্রদত্ত নে'মত। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لاَتُحْصُوْهَا. 'যদি তোমরা আল্লাহ্র নে'মতরাজী গণনা করতে চাও, তাহ'লে তা গুণে শেষ করতে পারবে না' *(ইবরাহীম ৩৪)*।

ঘর-বাড়ী তৈরী না হ'লে মানুষ কত যে কষ্টের শিকার হ'ত, একটু ভাবলেই তা অনুমিত হয়। আল্লাহ মানুষের উপর অনুগ্রহ করে ঘর-বাড়ী নির্মাণের ব্যবস্থা করে দিলেন। যার মাধ্যমে মানুষ তার মান-সম্ভ্রমের হেফাযত করতে পারে এবং জীব-জন্তু, বিষাক্ত প্রাণী ও কীট-পতঙ্গ ইত্যাদির অনিষ্ট থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। সর্বোপরি প্রশান্তির সাথে বসবাস করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন, وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا. 'আল্লাহ তোমাদের গৃহকে তোমাদের আবাসস্থল করেছেন' *(নাহল ৮০)*।

আল্লাহ্র অসংখ্য নে'মত আমরা উপভোগ করছি। সে সব নে'মতের শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আল্লাহ বলেন, لَئِنْ شَكَرْتُم لَأَزِيْدَنَّكُمْ. 'যদি তোমরা আমার শুকরিয়া আদায় কর তাহ'লে (আমার নে'মত) তোমাদেরকে আরো বাড়িয়ে দেব' *(ইবরাহীম ৭)*। যদি আমরা আল্লাহ্র বিধান মেনে চলি তবেই তাঁর নে'মতের শুকরিয়া আদায় হবে । গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রেও আল্লাহ বিধান প্রণয়ন করেছেন। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা গৃহে প্রবেশের শারঈ বিধান আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। প্রসঙ্গত যে, মহান আল্লাহ তা'আলার ঘর মসজিদ হচ্ছে মুসলমানদের ইবাদত গৃহ। সেকারণ প্রবন্ধের প্রথমাংশে আল্লাহ্র গৃহে প্রবেশের আদব এবং শেষাংশে নিজ গৃহ সহ অন্যান্য গৃহে প্রবেশের শারঈ পদ্ধতি তুলে ধরা হ'ল।-

আল্লাহ্র ঘরে প্রবেশের বিধান :

মসজিদ হচ্ছে আল্লাহ্র ঘর। যাতে আল্লাহ্র ইবাদত করা হয়। আল্লাহ বলেন, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوْا مَعَ اللهِ أَحَدًا. 'নিশ্চয়ই মসজিদগুলি আল্লাহ্রই জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র সাথে আর কাউকে ডেকো না' *(জিন ১৮)*।

মুসলিম ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের জন্য মসজিদে গমন করেন। এটি তাঁর উপর ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন যে, وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ 'তোমরা রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' কর' *(বাক্বারাহ ৪৩)*। এমনকি জিহাদের ময়দানেও আল্লাহ জামা'আতের সাথে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন' *(নিসা ১০২)*। যদি জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব না হ'ত তাহ'লে এরূপ কঠিন অবস্থাতে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দেয়ার প্রয়োজন ছিল না।

জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা যরূরী না হ'লে এত সব মসজিদ নির্মাণেরই বা কি প্রয়োজন ছিল? অথচ যারা মসজিদ নির্মাণ করে তাদের প্রশংসা করতঃ আল্লাহ পাক বলেছেন,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَي الزَّكَاةَ وَلم يَخْشَ إِلاَّ اللهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ.

'মসজিদ তো তারাই নির্মাণ করে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্র উপর, শেষ দিবসের উপর, ছালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। বস্তুতঃ এ সকল লোক সম্বন্ধে আশা করা যায় যে, তারা হেদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(তওবা ১৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদ তৈরীর জন্য উৎসাহ প্রদান করে বলেছেন, مَنْ بَنَي لِلَّهِ مَسْجِدًا، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরী করবেন'।[১] বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِىْ بِهِ وَجْهَ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِى الْجَنَّةِ. 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে তার অনুরূপ প্রাসাদ তৈরী করবেন'।[২] উক্ত হাদীছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের কথা এসেছে। সুতরাং মসজিদ নির্মাণ করলেই হবে না; বরং তা অবশ্যই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই হ'তে হবে।

মসজিদে গিয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করা :

মসজিদে গিয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

* *উনাইযাহ ইসলামিক সেন্টার, সঊদী আরব।*

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৬৯৭ 'ছালাত' অধ্যায়।*
২. *বুখারী হা/৪৫০ 'ছালাত' অধ্যায়।*

Contents

إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَ صَلاَةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّىَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِىْ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمٌ مِّنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَيَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ.

'মুনাফিকদের জন্য সর্বাধিক ভারী ছালাত হচ্ছে ফজর ও এশার ছালাত। তারা যদি এ দু'ছালাতের গুরুত্ব কতটুকু তা জানত, তাহ'লে হামাগুড়ি দিয়ে হ'লেও তাতে উপস্থিত হ'ত। নিশ্চয়ই আমার ইচ্ছে হয় যে, আমি ছালাত কায়েমের নির্দেশ দেব আর এক ব্যক্তিকে বলব, লোকজনকে নিয়ে যেন সে ছালাত আদায় করে। অতঃপর এমন কিছু লোক, যাদের সাথে জ্বালানী কাঠ থাকবে, তাদের নিয়ে আমি ঐসব লোকের বাড়ীতে গিয়ে আগুন দ্বারা তাদের সহকারে তাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেব, যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ছালাতে উপস্থিত হয়নি'।[৩]

উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব। অন্যথা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এ রকম ধমক প্রদান করতেন না। অন্যত্র আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে,

أَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى, فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِىْ قَائِدٌ يَقُوْدُنِىْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُّرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ.

'জনৈক অন্ধ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার কাছে এমন কোন লোক নেই যে আমাকে মসজিদে নিয়ে আসবে। তিনি তাঁর বাড়ীতে ছালাত আদায় করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে অনুমতি দিলেন। পরে যখন তিনি যেতে লাগলেন তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে ডেকে বললেন, তুমি কি ছালাতের আযান শুনতে পাও? তিনি বললেন, হ্যাঁ শুনতে পাই। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে তুমি জামা'আতে হাযির হও'।[৪] উক্ত হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, পুরুষদের জন্য মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব। যদি ওয়াজিব না হ'ত তাহ'লে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এ অন্ধ ব্যক্তিকে বাড়ীতে ছালাত আদায়ের অনুমতি দিতেন। যখন অন্ধ ব্যক্তির জন্যও মসজিদে এসে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব প্রমাণিত হ'ল, তখন যারা সুস্থ ও সবল তাদের জন্য তো অবশ্যই জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব।

মসজিদ হ'ল সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান আর বাজার হ'ল সর্বনিকৃষ্ট স্থান:

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا.

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় স্থান হচ্ছে মসজিদ। আর সবচেয়ে অপসন্দনীয় স্থান হচ্ছে বাজার'।[৫]

মসজিদে প্রবেশের আদব :

(১) মসজিদে প্রবেশকালে নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করতে হবে। (ক) আবু হুমায়দ আস-সায়েদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِىْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করে অতঃপর যেন বলে, 'আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়া-বা রাহমাতিকা'। অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বার সমূহ খুলে দাও'। আর বের হওয়ার সময় যেন বলে, 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাযলিকা'। অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি'।[৬]

(খ) ফাতিমা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُوْلُ بِسْمِ اللهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ, وَإِذَا خَرَجَ قَالَ بِسْمِ اللهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ.

---

৩. *বুখারী হা/৬৫৭ 'আযান' অধ্যায়, 'জামা'আতে এশার ছালাত আদায়ের ফযীলত' অনুচ্ছেদ; মুসলিম; নায়লুল আওত্বার ২/৩৬৬, হা/১০২৯।*

৪. *মুসলিম; মিশকাত হা/১০৫৪ 'ছালাত' অধ্যায়, 'জামা'আতে ছালাত আদায়ের ফযীলত' অনুচ্ছেদ।*

৫. *মুসলিম; মিশকাত হা/৬৯৬ 'ছালাত' অধ্যায় 'মসজিদ ও ছালাতের স্থানসমূহ' অনুচ্ছেদ।*

৬. *ইবনু মাজাহ হা/৭৭২, হাদীছ ছহীহ।*

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন, 'বিসমিল্লাহি ওয়াস-সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহি আল্লাহুম্মাগফিরলী যুনূবী ওয়াফতাহলী আবওয়া-বা রাহমাতিকা'। অর্থঃ 'আল্লাহ্র নামে (প্রবেশ করছি)। শান্তি বর্ষিত হৌক আল্লাহ্র রাসূলের উপর। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোনাহসমূহ মাফ করে দাও এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলি খুলে দাও'। আর যখন মসজিদ থেকে বের হ'তেন তখন বলতেন, 'বিসমিল্লা-হি ওয়াস-সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহি আল্লাহুম্মাগফিরলী যুনূবী ওয়াফতাহলী আবওয়া-বা ফাযলিকা'। অর্থঃ 'আল্লাহ্র নামে (বের হচ্ছি)। শান্তি বর্ষিত হৌক আল্লাহ্র রাসূলের উপর। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোনাহ সমূহ মাফ করে দাও এবং আমার জন্য তোমার অনুগ্রহের দরজাগুলি খুলে দাও'।[৭]

(২) মসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা আগে ঢুকাবে আর বের হওয়ার সময় বাম পা আগে বের করবে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُسْرَى.

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, 'সুন্নাত হ'ল যখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে তখন ডান পা আগে রাখবে আর যখন বের হবে তখন বাম পা আগে বের করবে'।[৮]

(৩) মসজিদে প্রবেশের পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় না করে বসবে না। তবে যদি ফরয বা সুন্নাত ছালাত আদায় করে বসে তাহ'লে তা আদায় হয়ে যাবে। আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ. 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন দু'রাক'আত ছালাত আদায় ব্যতীত না বসে'।[৯]

খুৎবা চলাকালেও তাহিইয়াতুল মসজিদ আদায় করবে :

খুৎবা চলাকালে কথা বলা তো নিষিদ্ধই এমনকি সাধারণ ছালাত আদায় করাও নিষিদ্ধ। তবে তাহিইয়াতুল মসজিদ অবশ্যই আদায় করতে হবে। কারণ এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْخَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

'তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি ইমামের খুৎবা চলাকালীন সময় কিংবা বের হয়ে যাওয়ার সময় মসজিদে আসে তবুও যেন দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়'।[১০]

উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খুৎবা চলাকালে মসজিদে আসলে দু'রাক'আত তাহিইয়াতুল মসজিদ অবশ্যই আদায় করতে হবে। যিনি খুৎবা চলাকালে কথা বলতে নিষেধ করেছেন, তিনিই আবার তাহিইয়াতুল মসজিদ আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং নবী করীম (ছাঃ) থেকেই এ বিষয়ে ব্যাখ্যা নেয়া উচিত। আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَانَهَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوْا. 'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক' *(হাশর ৭)*।

তাহিইয়াতুল ওযূ যেকোন সময় পড়া বৈধ :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের ছালাতের সময় বিলালকে বললেন, 'হে বিলাল! ইসলামে তোমার সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক আমল কি বল তো? কারণ আমি জান্নাতে আমার আগে আগে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছি'। তিনি (বিলাল) বললেন, আমার কাছে সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক আমল হচ্ছে, 'আমি দিন বা রাতের যখনই ওযূ করি তখনই আল্লাহ যা তাক্বদীরে লিখেছেন সে অনুযায়ী ছালাত আদায় করি'।[১১] মুসনাদে আহমাদে একটি বর্ণনা আছে যে, তিনি বলেছেন, مَا أَحْدَثْتُ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ. 'যখনই আমার ওযূ নষ্ট হয়, তখনই আমি ওযূ করি এবং দু'রাক'আত ছালাত আদায় করি'।[১২]

মসজিদে গিয়ে তাহিইয়াতুল মসজিদ আদায় না করে ফিরে আসা ক্বিয়ামতের আলামত :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ مَرْفُوْعًا إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَّمُرَّ الرَّجُلُ فِى الْمَسْجِدِ لاَ يُصَلِّىْ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত আছে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের আলামত হচ্ছে যে, মানুষ মসজিদের পাশ দিয়ে যাবে, কিন্তু তাতে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে না'। =*(সিলসিলা ছহীহা হা/৬৪৯)*।

[চলবে]

---

৭. *ইবনু মাজাহ হা/৭৭১, হাদীছ ছহীহ।*
৮. *হাকিম; সিলসিলা ছহীহা হা/৭৩৮।*
৯. *বুখারী; নায়লুল আওত্বার ২/২৯০, হা/৯৬৩।*
১০. *বুখারী হা/১১৬৬; মুসলিম হা/৮৭৫।*
১১. *বুখারী ও মুসলিম; ইরওয়াউল গালীল হা/৪৬৮।*
১২. *মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৬০, সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল হা/৪৬৮।*

ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার ও পাশ্চাত্যে নারী স্বাধীনতার চালচিত্র

*নূরুল ইসলাম**

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

পাশ্চাত্যে নারী স্বাধীনতা ও নির্যাতনের চালচিত্র :

ইসলাম নারীর স্বাধীনতা হরণ করেছে, তাকে চার দেয়ালের মধ্যে অবরোধবাসিনী করে রেখেছে, তার অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে, পাশ্চাত্যের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা ইসলামের বিরুদ্ধে ইত্যাকার অভিযোগ উত্থাপন করে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে। কিন্তু উন্নত সভ্যতার দাবীদার ঐসব পণ্ডিতদের দেশে নারীর অবাধ স্বাধীনতার নামে তার নারীত্বকে টুটি চেপে হত্যা করা হয়েছে। তাকে পণ্যের চটকদার বিজ্ঞাপনের মডেল ও ভোগের সস্তা সামগ্রীতে পরিণত করে সুকৌশলে তার সতীত্বকে লুণ্ঠন করা হয়েছে। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোতে যুবতীদের এতটাই স্বাধীনতা প্রদান করা হয় যে, প্রাপ্তবয়স্ক যুবতী তার পসন্দ অনুযায়ী যে কোন পুরুষের সাথে অবাধে মেলামেশা ও রাত্রি যাপন করতে পারে। সেসব দেশে নারী সহজলভ্য হওয়ায় পারিবারিক বন্ধন বালির বাধের মত ঠুনকো হয়ে গেছে। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর কোন একজনের ঘুমের মধ্যে নাক ডাকায় অন্যজন বিরক্ত হওয়া অথবা তাদের একজনের কুকুর আরেকজনের পসন্দ না হওয়ার মত তুচ্ছ কারণেও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে থাকে।[১৫] পাশ্চাত্যে স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি অবিশ্বাস-সন্দেহ এতটাই প্রকট যে, তাদের পৃথক ব্যাংক একাউন্ট পর্যন্ত থাকে।[১৬] যদি কোন পুরুষের গার্লফ্রেন্ড বাড়ীতে আসে তাহ'লে সে তার স্ত্রীকে বলে, আজ সে তার বান্ধবীর সাথে রাত্রি যাপন করবে। অনুরূপভাবে স্ত্রীরও যদি বয়ফ্রেন্ড আসে তাহ'লে সেও স্বামীকে ছেড়ে তার সাথে অবাধ যৌনতার সাগরে ডুবে যায়। এটা হচ্ছে তাদের কাছে স্বাধীনতা। এই অবাধ নারী স্বাধীনতার ফলে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে খুন, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন ও আত্মহত্যা বেড়েই চলেছে। অযত্নে-অবহেলায় মমতাময়ী মায়ের স্নেহের পরশবঞ্চিত শিশুরা ডে-কেয়ারে প্রতিপালিত হচ্ছে। বাড়ছে শিশুদের আত্মহত্যার প্রবণতা। আমেরিকাতে ২০০৩ থেকে ২০০৪ সালে ১০-১৪ বছর বয়সী মেয়ে শিশুদের আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়েছে ৭৬%।[১৭] অন্য এক পরিসংখ্যান মতে আমেরিকাতে ২০০৪ সালে ১৫-১৯ বছর বয়সী ছেলে এবং মেয়েদের আত্মহত্যার পরিমাণ বেড়েছে যথাক্রমে ৩২.৩% ও ৯%।[১৮]

আমেরিকার করুণ অবস্থা: ১৯৯০ সালে 'নিউজ উইক' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারী নির্যাতনের উপর এক জরিপ পরিচালনা করে। জরিপে দেখা যায়, সেখানে প্রতি ১৮ সেকেন্ডে ১ জন নারী নির্যাতনের শিকার হয়, প্রতি ৬ মিনিটে একজন নারী ধর্ষিতা হয়, প্রতি ১ ঘণ্টায় ১৬ জন নারীকে ধর্ষণের মোকাবিলা করতে হয়। উল্লেখ্য, সারা বিশ্বে নারী নির্যাতনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শীর্ষস্থানে রয়েছে। এমনকি দেশটি এক্ষেত্রে ব্রিটেনের ১৩ গুণ, জার্মানী থেকে ৪ গুণ ও জাপান থেকে ২০ গুণ বেশী। ১৯৭৭ সালে অল্প সময় বিদ্যুৎ না থাকায় কেবলমাত্র নিউইয়র্ক শহরেই ৭০ হাযার নারী ধর্ষণের শিকার হয়।[১৯]

আমেরিকার ওকলাহোমা নগরীতে প্রতি ৪ জন শিশুর ১ জন ১০-১৪ বছর বয়সী অবিবাহিত নারীর গর্ভে জন্মলাভ করে। ১৯৭৭ সালে আমেরিকায় পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, ১৯৭২-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক বছর ৬ লক্ষ ৪৩ হাযার নারীর গর্ভপাত ঘটানো হয়েছে। ১৯৭৬ সালে এ সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় এক মিলিয়নের বেশী। পরিসংখ্যান থেকে আরো জানা যায়, ৭০ শতাংশ গর্ভপাত ঘটানো হয়েছে অবিবাহিত নারীদের।[২০] যুক্তরাষ্ট্রের 'গুটম্যাচার ইনষ্টিটিউট' প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী সেখানে প্রতিবছর ১৫-১৭ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে প্রায় ৭ লাখ ৫০ হাযার অবিবাহিত নারী গর্ভবতী হয়। আর সেদেশের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে বছরে ১ লাখ ১৩ হাযার কিশোরী গর্ভ ধারণ করে।[২১] যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল ক্রাইম ভিক্টিমাইজেশন সার্ভে'র রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৯৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বলপূর্বক যৌন নিপীড়নের ঘটনা ঘটে ১ লাখ ৩৩ হাযার। আর ধর্ষণের ঘটনা ঘটে প্রায় ২ লাখ। দেশটির শতকরা ৫০ ভাগ নারী কর্মক্ষেত্রে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। আর বাকী ৫০ ভাগের যে এ ধরনের অভিজ্ঞতা নেই তা নয়। তবে চাকরি হারানোর ভয়ে তারা মুখ বুঁজে নীরবে সব নির্যাতন সহ্য করে যায়।[২২]

নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গলাবাজি করলেও খোদ আমেরিকাতেই নারীরা কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার। শুধুমাত্র নারী হবার কারণে একই কাজের জন্য তাকে

* এম.এ (শেষ বর্ষ), আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১৫. ডঃ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুহসিন আত-তুর্কী, মিনহাজুল ইসলাম ফী বিনায়িল উসরাহ (সঊদী আরবঃ ওয়ারাতুশ শুউন আল-ইসলামিইয়াহ ওয়াল-আওক্বাফ ওয়াদ-দাওয়াহ ওয়াল-ইরশাদ, ১৪১৮ হিঃ), পৃঃ ৮৩।

১৬. প্রফেসর ডঃ আব্দুর রউফ যুফার, 'ইসলাম মেঁ খাওয়াতীন কী আহাম্মিয়াত আওর উনকে হুকূক কা তাহাফ্ফুয', মাসিক 'মা'আরিফ' (উর্দূ), আযমগড়, ইউ.পি, ভারত, খণ্ড ১৮১, সংখ্যা ৩, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ১৮১।

১৭. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ১৫ মে ২০০৮, পৃঃ ১৪।

১৮. নুসরাত জাহান, 'বাড়ছে আত্মহত্যা দায়ী কে' ঐ, ৮ মে, পৃঃ ১৫।

১৯. ড. মুহাম্মদ আবু ইউসুফ, 'উন্নত বিশ্বে নারী অধিকারের স্বরূপ', মাসিক পৃথিবী, বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৪, জানুয়ারী ২০০৭, পৃঃ ৬২।

২০. মিনহাজুল ইসলাম ফী বিনায়িল উসরাহ, পৃঃ ৮৬।

২১. ইনকিলাব, ৫ এপ্রিল ২০০৮, পৃঃ ১৪।

২২. ঐ, ২৬ মার্চ ২০০৮, পৃঃ ১৬। গৃহীত: ওম্যান ভায়োলেন্স এন্ড মেইল পাওয়ার, পৃঃ ৫৭।

পুরুষের চাইতে অনেক কম অর্থ দেয়া হয়। এখন থেকে প্রায় ৪০ বছর আগে প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডি যুক্তরাষ্ট্রে 'ইক্যুয়েল পে অ্যাক্ট' আইন পাস করলেও এখনও ১৫ বছর ও তার ঊর্ধ্বে কর্মরত নারীরা একই কাজের জন্য পুরুষদের চাইতে প্রতি ডলারে ২৩ সেন্ট কম উপার্জন করে। ইউএস গভর্ণমেন্ট অ্যাকাউন্টেবিলিটি অফিস-এর জরিপ থেকে দেখা যায়, সে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা বিভাগের মোট কর্মচারীর প্রায় ৭০ ভাগ নারী হ'লেও নারী ব্যবস্থাপকরা পুরুষের চেয়ে অনেক কম অর্থ পেয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, ১৯৯৫-২০০০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে নারী-পুরুষের উপার্জনের এই বৈষম্য ক্রমান্বয়ে বেড়েছে।[২৩] অথচ পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদের তৈরী 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ' (সিডও)-এর ১১ (ঘ) ধারায় নারীর 'বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাসহ সমান পারিশ্রমিক, একই মানের কাজের ক্ষেত্রে একই আচরণ, সেই সাথে কাজের মান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমান আচরণ পাওয়ার অধিকার' পাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

সিএনএন পরিবেশিত এক খবরে বলা হয়েছে, ২৯ শতাংশ আমেরিকান পুরুষ জীবনে ১৫ জন বা ততোধিক নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। অপরদিকে ৯ শতাংশ নারী তাদের জীবনে ১৫ বা ততোধিক পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। ১৫ বছর বয়সের আগে যৌনতার স্বাদ উপভোগ করে ১৬ শতাংশ। মাত্র ২৫ শতাংশ নারী এবং ১৭ শতাংশ পুরুষ বলে যে, তাদের ১ জনের বেশী জীবনসঙ্গী নেই।[২৪]

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১৮ সেকেন্ডে একজন নারী স্বামী কর্তৃক প্রহৃত হয়। ইউএস জাষ্টিস ডিপার্টমেন্ট এর ১৯৯৮ সালে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর ৯ লাখ ৬০ হাযার পারিবারিক সহিংসতার ঘটনা ঘটে। আর প্রায় ৪০ লাখ নারী তার স্বামী অথবা বয়ফ্রেন্ডের দ্বারা শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়।[২৫] 'হেরাল্ড ট্রিবিউন' এর এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, ১৯৯০ সালের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ড শহরে ১৯৯১ সালে একটি মহিলা কলেজে সহশিক্ষা চালু করা হ'লে সেখানকার ছাত্রীরা কান্না জুড়ে দেয় এবং চিৎকার করে বলতে থাকে, **'সহশিক্ষার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল'**। তারা তাদের গায়ের জামায়ও একই কথা লেখে। এমনকি সহশিক্ষা বিরোধী লেখা দিয়ে ক্যাম্পাস ভরে দেয়। এর একটিমাত্র কারণ তাহ'ল, পুরুষের যৌন নির্যাতন।[২৬]

১৯৭৯ সালে আমেরিকায় ২৩,৩১,০০০ টি বিয়ের মধ্যে ঐ বছরই ১১,৮১,০০০টি তালাক হয়ে যায়।[২৭] ১৯৮৩ সালে আমেরিকায় প্রতি ১ হাযার বিয়ের মধ্যে ১১৪টি বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে।[২৮] আমেরিকায় বর্তমানে বিবাহ বিচ্ছেদের হার ৩৮%।[২৯] আমেরিকায় এখন পর্যন্ত এমন কিছু সম্প্রদায় রয়েছে যারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্ত্রী বিনিময় করে। নির্দিষ্ট সময়ের পরে প্রত্যেকে তাদের ধার দেয়া স্ত্রী ফেরৎ নেয়।[৩০]

ইংল্যান্ডের নগ্ন অবয়বঃ ব্রিটেনের 'অফিস ফর ন্যাশনাল ষ্টাটিষ্টিকস' পরিচালিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ২০৩১ সাল নাগাদ ব্রিটেনে বৈধ মা-বাবার সংখ্যা ব্যাপকহারে কমে যাবে। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, বিগত এক দশকে অবৈধ জুটির সংখ্যা ৬৫ ভাগ বেড়ে ২.৩ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। শুধু লন্ডনের পরিবারগুলোর মধ্যে 'সিঙ্গেল মাদার' বা স্বামীহীন মায়ের পরিবার রয়েছে ২২ ভাগ, যা ব্রিটেনের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বেশী।[৩১] ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক জরিপে দেখা যায়, পুলিশ বিভাগে পুরুষ সহকর্মীদের দ্বারা মহিলারা ব্যাপকহারে যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। ঐ গবেষণায় ৮ শতাধিক মহিলা পুলিশ তাদের সহকর্মী কর্তৃক যৌন নির্যাতনের শিকারের বিষয়টি রেকর্ড করা হয়। ১৯৯২ সালে 'পুলিশ রিভিউ' ম্যাগাজিনে জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হ'লে দেখা যায়, পুলিশের মধ্যে ৮ শতাংশ মহিলা পুলিশ সরাসরি যৌন নিপীড়নের শিকার হন এবং বাকী ৯২ ভাগকে কুৎসিত ও অশ্লীল কথাবার্তা দ্বারা উত্যক্ত করা হয়।[৩২]

ব্রিটেনে ৫০ লাখ শ্রমিকের মধ্যে ৭% মহিলা হ'লেও তাদের জন্য বীমার সুবিধা, অসুস্থতাজনিত ও বেকার ভাতার ব্যবস্থা নেই। এক জরিপে দেখা যায়, ব্রিটেনে প্রতি ১০ জন নির্যাতিতা মহিলার ৩ জনই স্বামী কর্তৃক মারধরের শিকার।[৩৩] লন্ডনের 'গার্ডিয়ান' পত্রিকার মতে, ইংল্যান্ডে অতি আধুনিকা নারীদের ধর্ষিতা হওয়ার সম্ভাবনা প্রতি পাঁচজনে একজন।[৩৪] সেখানে প্রতি ২০ জনের মধ্যে একজন নারী ধর্ষিতা হয় এবং মাত্র ১০০ জনের মধ্যে একজন ধর্ষক ধরা পড়ে। 'ইউরোপিয়ান উইমেনস লবি'র প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ব্রিটেনে ৪০-৫০% নারী তার পুরুষ সহকর্মীর কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের যৌন হয়রানির শিকার হয়।[৩৫] ১৯৯১ সালে ব্রিটেনে ৮০ সালের চেয়ে ৯% এবং ৯০ সালের চেয়ে ৩% বিবাহ বিচ্ছেদ বেড়ে যায়।[৩৬]

---

২৩. *ঐ, ৫ এপ্রিল ২০০৮, পৃঃ ১৪; ২৬ মার্চ ২০০৮, পৃঃ ১৬।*
২৪. *ঐ, ৪ এপ্রিল ২০০৮, পৃঃ ১৪।*
২৫. *ঐ, ২৬ মার্চ ২০০৮, পৃঃ ১৬; ৫ এপ্রিল ২০০৮, পৃঃ ১৪।*
২৬. *পৃথিবী, জানুয়ারী ২০০৭, পৃঃ ৬৩।*
২৭. *ঐ, পৃঃ ৬২।*
২৮. *ডঃ ওছমান জুম'আহ যামীরিইয়াহ, 'আমালুল মারআহ ওয়াল ইখতিলাতু ওয়া আছারুহু ফী ইনতিশারিত তালাক', মাজাল্লাতুল বুহূছ আল-ইসলামিইয়াহ, কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা, রিয়ায, সঊদী আরব, সংখ্যা ৭৭, ডিসেঃ'০৫- মার্চ'০৬, পৃঃ ৩৬০।*
২৯. *ইনকিলাব, ১৫ মে ২০০৮, পৃঃ ১৪।*
৩০. *ছালাহুদ্দীন মাকবূল আহমাদ, আল-মারআতু বায়না হেদায়াতিল ইসলাম ওয়া গাওয়াতিল ইলাম (কুয়েতঃ দারু ঈলাফ, ১৯৯৭), পৃঃ ৩৩১।*
৩১. *ইনকিলাব, ৪ এপ্রিল ২০০৮, পৃঃ ১৪; যায়যায়াদিন ৬ জানুয়ারী ২০০৮।*
৩২. *পৃথিবী, জানুয়ারী ২০০৭, পৃঃ ৬৪।*
৩৩. *ঐ, পৃঃ ৬৩।*
৩৪. *ইনকিলাব, ২৬ মার্চ ২০০৮, পৃঃ ১৬।*
৩৫. *ঐ, ৫ এপ্রিল ২০০৮, পৃঃ ১৪।*
৩৬. *মাজাল্লাতুল বুহূছ আল-ইসলামিইয়াহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬১।*

১৯৯১ সালে ব্রিটেনে মোট বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৭১ হাযার ১ শত। এখানে জন্মগ্রহণকারী প্রতি ৩টি শিশুর মধ্যে কমপক্ষে ১টি জন্মগ্রহণ করে বিবাহ বহির্ভূতভাবে।[৩৭]

গীর্জা কর্তৃপক্ষ ভরণ-পোষণ করতে অক্ষম হওয়ায় ১৭৯০ সনে মাত্র দুই শিলিংয়ের বিনিময়ে ইংল্যান্ডের বাজারে এক মহিলাকে বিক্রি করা হয়।[৩৮] উল্লেখ্য, ১৮০১ সন পর্যন্ত ব্রিটেনের আইনে স্বামীর জন্য তার স্ত্রীকে বিক্রি করা বৈধ ছিল।[৩৯] বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে ব্রিটেনের কতিপয় পত্রিকায় উল্লেখ করা হয় যে, ইংল্যান্ডের গ্রামগুলোতে এমন অনেক লোক রয়েছে, যারা তাদের স্ত্রীদেরকে নামমাত্র মূল্যে তথা ৩০ শিলিংয়ে বিক্রি করে।[৪০] ১৯৩০ সনের ডিসেম্বর মাসের 'আয-যিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, লন্ডনের একটি আদালতে এ্যালেন ওয়েনহাম নামক এক ব্যক্তিকে তার স্ত্রীকে মাত্র ৫০০ পাউন্ডের বিনিময়ে বিক্রির দায়ে ১০ মাস কারাদণ্ড দেয়া হয়।[৪১]

১৯৯০ সনের গোড়ার দিকে ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেন যে, ১৯৭৯-১৯৮৭ সন পর্যন্ত নারী-পুরুষের অবৈধ মেলামেশার কারণে ব্রিটেনে ৪,০০০০০ জারজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে।[৪২] ব্রিটেন ও আমেরিকায় স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কমপক্ষে ৭৫ ভাগ যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হয়। আবার অনেকে এ অবস্থায় কুমারী মাতায় পরিণত হয়। আর লিভ টুগেদার তো আছেই।[৪৩]

ফ্রান্সের চিত্রঃ ফ্রান্সে যুবক-যুবতীদের ব্যভিচারকে কোন অপরাধ হিসাবেই গণ্য করা হয় না। সেখানে যদি কোন যুবক তার স্ত্রী ব্যতীত অন্য নারীকে বান্ধবী হিসাবে গ্রহণ করে তাহ'লে বিষয়টিকে গোপন করার কোন প্রয়োজন বোধ করে না। ফরাসী সমাজ পুরুষের জন্য এটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে করে। সেকারণ বিয়ে হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরও সেখানে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে থাকে। ফ্রান্সের এক মন্ত্রী বিয়ে করার মাত্র ৫ ঘণ্টা পর তার স্ত্রীকে তালাক দেয় বলে জানা যায়। ফ্রান্সে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা এতটাই প্রকট যে, সেন নগরীর একটি আদালতে একদিনে ২৯৪টি বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে। বিবাহ বিচ্ছেদের নতুন আইন প্রবর্তনের পরও ফ্রান্সে ১৮৪১ সনে ৪ হাযার, ১৯০০ সনে ৭ হাযার, ১৯১৩ সনে ১৬ হাযার এবং ১৯৩১ সনে ২০ হাযারে গিয়ে দাঁড়ায়। ১৯৬০-১৯৭০ সাল পর্যন্ত সেখানে বার্ষিক বিয়ের হার বেড়ে দাঁড়ায় মাত্র ৬.৩% এবং ১৯৭০-১৯৭৪ পর্যন্ত ৮%। কিন্তু ১৯৭৪-৭৫ সালে বিয়ের হার ৭.৪% নেমে যায়।[৪৪]

ডেনমার্কের নারীদের আর্তনাদঃ ১৯৭০ সনে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে এক বিরাট নারী বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে বিপুল সংখ্যক যুবতী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে নিম্নোক্ত শ্লোগান দেয় এবং এতদসংক্রান্ত প্ল্যাকার্ড বহন করে। ১. আমরা ভোগ্যপণ্য হ'তে চাই না। ২. রান্নাঘরেই আমাদের সুখ-শান্তি নিহিত আছে। ৩. আমরা চাই নারীরা বাড়ীতে অবস্থান করুক। ৪. আমাদের নারীত্ব ফিরিয়ে দাও। ৫. আমরা স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রত্যাখ্যান করছি ইত্যাদি।[৪৫]

অন্যান্য দেশের হাল-হকিকতঃ যুক্তরাষ্ট্র, কলম্বিয়া, কানাডাসহ ১০টি দেশে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, এ সকল দেশের প্রতি ৩ জন নারীর মধ্যে একজন তার স্বামী বা ঘনিষ্ঠ পুরুষ সঙ্গীর দ্বারা নির্যাতিত হয়।[৪৬] কানাডার নিরাপদ শহর বলে পরিচিত টরেন্টোতে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, সেখানে শতকরা ৯৮ ভাগ নারী কোন না কোনভাবে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়।[৪৭] কানাডার শতকরা ৫৪ ভাগ নারী ১৬ বছরে পদার্পণের আগেই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়।[৪৮]

পাশ্চাত্যের স্কুল-কলেজগুলোর উপর পরিচালিত এক জরিপ থেকে দেখা গেছে, শতকরা ২৩ থেকে ৪৪.৮ ভাগ ছাত্রী তাদের বয়ফ্রেন্ডদের দ্বারা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়।[৪৯] এক জরিপে দেখা গেছে, পাশ্চাত্যে যত যৌন নিপীড়নের ঘটনা পুলিশের কাছে রিপোর্ট করা হয়, তার মধ্যে তিন ভাগের এক ভাগ ঘটে ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের উপর।[৫০]

পাশ্চাত্যের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা :

অবাধ নারী স্বাধীনতার ফলে পশ্চিমা নারীদের দুর্দশা দেখে স্বয়ং পাশ্চাত্যের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই সেখানকার চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাদের এই উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিদায়ঘণ্টা বেজে ওঠার ইঙ্গিত দিতে থাকেন। নিম্নে এ সম্পর্কে তাদের কিছু মন্তব্য উল্লেখ করা হ'ল-

---

৩৭. *পৃথিবী, জানুয়ারী ২০০৭, পৃঃ ৬৪।*
৩৮. *আবকারিয়্যাতু মুহাম্মাদ, পৃঃ ১২৪।*
৩৯. *ডঃ মাহমূদ আবুস সউদ, 'দাওরুর রাজুল ওয়াল মারআহ ফিল উসরাতিল মুসলিমাহ বিল-বিলায়াত আল-মুত্তাহিদাহ আল-আমরীকিয়্যাহ', ত্রৈমাসিক 'আল-মুসলিম আল-মু'আসির', কুয়েত, সংখ্যা ২১, জানু-মার্চ ১৯৮০, পৃঃ ২৩।*
৪০. *আল-মারআতু বায়না হেদায়াতিল ইসলাম ওয়া গাওয়াতিল ইঁলাম, পৃঃ ৩৩০।*
৪১. *ঐ, পৃঃ ৩৩০-৩১।*
৪২. *ঐ, পৃঃ ৩৩৪। গৃহীতঃ ডঃ বাশীর বিন ফাহদ আল-বাশীর, আসালীবুল আলমানিইয়ীন ফী তাগরীবিল মারআতিল মুসলিমাহ, পৃঃ ৩৩৪।*
৪৩. *পৃথিবী, জানুয়ারী ২০০৭, পৃঃ ৬৫।*
৪৪. *মিনহাজুল ইসলাম ফী বিনায়িল উসরাহ, পৃঃ ৮২-৮৪।*
৪৫. *আল-মারআতু বায়না হেদায়াতিল ইসলাম ওয়া গাওয়াতিল ইঁলাম, পৃঃ ৩১৪।*
৪৬. *ইনকিলাব, ২৬ মার্চ ২০০৮, পৃঃ ১৬। গৃহীতঃ সোস্যাল প্রবলেম, পৃঃ ৯২।*
৪৭. *ঐ; জনকণ্ঠ ৩১ জুলাই'৯৩।*
৪৮. *ঐ।*
৪৯. *ইনকিলাব ২৬ মার্চ ২০০৮, পৃঃ ১৬। গৃহীতঃ অ্যাসেসমেন্ট অফ ফ্যামিলি ভায়োলেন্স, পৃঃ ২১২।*
৫০. *ঐ। গৃহীতঃ ক্রিমিনোলজি, পৃঃ ৩৯।*

১. আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের জনক রূপে খ্যাত প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আগষ্ট কাউন্ট বলেন, 'নারীদের সম্মতি ব্যতিরেকেই তাদের পক্ষে সংগ্রামের দাবীদার পুরুষরা নারীদের জন্য যে বস্তুগত সমঅধিকারের দাবী জানায়, সেই সমঅধিকার যদি নারীরা কখনো পায়, তাহ'লে তাদের নৈতিক অবস্থার বিপর্যয়ের আনুপাতিক হারেই তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বিপর্যস্ত হবে। কেননা সেক্ষেত্রে তারা বেশীর ভাগ আচরণে কঠোর নৈতিক প্রতিরোধের আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে। কিন্তু সেটা তারা করতে সক্ষম হবে না। অথচ এতে তাদের বিকল্প ভালবাসার উৎসগুলোও বিনষ্ট হয়ে যাবে'। তিনি আরো বলেন, 'সঠিক অর্থে মানব উন্নয়ন করতে হ'লে নারী জীবন যথাসম্ভব পরিবারকেন্দ্রিক ও ঘরোয়া জীবন হওয়া যরূরী এবং নারীকে ঘরের বাইরের সমস্ত কাজ থেকে যথাসম্ভব মুক্তি দিতে হবে। যাতে করে তার প্রধান দায়িত্ব পালন সম্ভব হয়'।[৫১]

২. The Science of Times পত্রিকায় বলা হয়েছে, "There is a trinity of evil powers abroad in the world today and all of them are hell-bent. Solacious literature which has so amazingly increased in volume and daring since this war; the motion picture with its erotic themes... and the lowered moral standard of women as revealed in their dress or lack of it... and their promiscuous familiarities with men... these three are increasingly with us and they mean deterioration and destruction of christian society and civilization. Unless they are checked, our history will parallel Rome and those other nation of history whose lust and passion sent them with their wine, woman and song to the gates of hell and oblivion". 'বর্তমান জগতে অশুভ শক্তির একটি ত্রিত্ব বিরাজ করছে যারা সকলেই হচ্ছে নরকমুখী। যৌন ভাবোদ্দীপক সাহিত্য যা মহাযুদ্ধের পর হ'তে আয়তন ও নগ্ন বীভৎসতায় বিস্ময়কারে বেড়ে চলেছে, যৌন আবেগপূর্ণ ছায়াচিত্র... নারীদের অতিমাত্রায় স্বল্প পোশাক বা একেবারে পোশাক না থাকার জন্য অবনত নৈতিকমান এবং পুরুষদের সাথে তাদের অবাধ ও উচ্ছৃঙ্খল মেলামেশা... এই সমস্ত উপসর্গগুলো উত্তরোত্তর আমাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করছে এবং আমাদের খৃষ্ট সমাজ ও সভ্যতার অধঃপতন ও ধ্বংসের সূচনা করছে। যদি এর গতি রোধ না করা হয়, তাহ'লে আমাদের ইতিহাস রোম ও অন্যান্য জাতির অনুরূপ হবে- যেসব জাতির কাম ও প্রবৃত্তিপরায়ণতা তাদের মদ, নারী ও প্রমোদ সঙ্গীতসহ তাদেরকে বিস্মৃতির নারকীয় গহ্বরে নিমজ্জিত করেছে'।

৩. অর্থনৈতিক তাত্ত্বিক জৌল সিমসন বলেন, 'নারীরা এখন কাপড় কেনে, টাইপ করে, আরো কত কী! সরকার তাদেরকে কলকারখানায়ও নিয়োগ করেছে। এভাবে তারা সামান্য কটা পয়সা আয় করতে পারছে বটে। কিন্তু তারা এর বিনিময়ে তাদের পরিবারের ভিত্তি ধ্বসিয়ে দিয়েছে'। তিনি আরো বলেন, 'যে নারী বাড়ীর বাইরে কাজ করে, সে একজন নগণ্য শ্রমিকের দায়িত্ব পালন করে বটে। তবে একজন নারীর দায়িত্ব পালন করে না'।[৫২]

৪. প্রখ্যাত লেখিকা এ্যানি রোর্ড ১০ মে ১৯০১ সালে 'ইষ্টার্ণ মেইল' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলেন, 'আমাদের মেয়েদের বাড়ীতে ঝি অথবা চাকরানীর মত কাজ করা কলকারখানায় কাজ করার চেয়ে ঢের বেশী কল্যাণকর ও কম বিপজ্জনক। কেননা কলকারখানায় মেয়েরা এত বেশী নোংরা হয়ে যায় যে, চিরদিনের জন্য তাদের জীবনের উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যায়। হায়, আমাদের দেশগুলো যদি মুসলিম দেশগুলোর মত হ'ত! সেসব দেশে নারীর লজ্জাশীলতা, সতীত্ব ও পবিত্রতা আছে। সেখানে দাস-দাসীরাও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন যাপন করে এবং তাদের সাথে বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের মত আচরণ করা হয়। তাদের সম্ভ্রমের কেউ ক্ষতি করে না। ইংরেজ শাসনাধীন দেশগুলোর জন্য এটা খুবই লজ্জাকর ব্যাপার যে, তারা তাদের মেয়েদেরকে পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা করতে দিয়ে তাদেরকে অসতী নারীর নমুনা বানিয়ে ছেড়েছে। আজ নারীর সম্ভ্রম-সম্মান রক্ষার খাতিরে আমাদের এমন কিছু করতেই হবে, যাতে তাদেরকে তাদের স্বভাব প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ ঘরোয়া জীবন যাপনে ও পুরুষসুলভ কাজ পুরুষদের জন্য রেখে দিতে বাধ্য করা যায়'।[৫৩]

৫. সমাজতান্ত্রিক দার্শনিক ব্রুদান বলেন, 'সামাজিক অবকাঠামোতে নারীর অবস্থান যদি অবিকল পুরুষের মত হয়, তাহ'লে নারী গোল্লায় যাবে। সে তখন দাসী-বাঁদীতে পরিণত হবে'।[৫৪]

৬. প্রখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন, 'নারীদেরকে সরকারী কাজে নিয়োগ করার কারণে পরিবার ধ্বংস হ'তে চলেছে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হ'লেই চিরায়ত নৈতিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং কোন একজন মাত্র পুরুষের কাছে বিশ্বস্ত থাকতে চায় না'।[৫৫]

৭. ব্রিটিশ লেখিকা লেডি কুক এক নিবন্ধে বলেন, 'নর-নারীর অবাধ মেলামেশা পুরুষরা খুবই পসন্দ করে। আর এজন্য নারীরা পুরুষদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে তাদের স্বভাব বিরুদ্ধ কাজে আগ্রহান্বিত হয়। অবাধ মেলামেশার পরিমাণ যত বাড়ে, জারজ সন্তানের সংখ্যাও ততই বাড়ে। আর এখানেই রয়েছে নারীর সবচেয়ে বড় বিপদ'।[৫৬]

---

৫১. *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, পৃঃ* ১১৬, ১৭।

৫২. *ঐ, পৃঃ* ১১৬, ১১৮।
৫৩. *আল-মারআতু বায়না হেদায়াতিল ইসলাম ওয়া গাওয়াতিল ইঁলাম, পৃঃ* ৩১৬।
৫৪. *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, পৃঃ* ১১৬।
৫৫. *আল-মারআতু বায়না হেদায়াতিল ইসলাম ওয়া গাওয়াতিল ইঁলাম, পৃঃ* ৩১৩।
৫৬. *ঐ, পৃঃ* ৩১৩-১৪।

৮. অভিনেত্রী মার্লেন মনেরো আত্মহত্যার পূর্বে লিখিত একটি চিঠিতে বলেন, 'নারীর প্রকৃত সুখ পবিত্র পারিবারিক জীবনেই নিহিত রয়েছে। বরং এই পারিবারিক জীবন নারী তথা মানবতারও সুখ-শান্তির প্রতীক। সিনেমায় অভিনয় নারীকে সস্তা পণ্যে পরিণত করে। সে যতই মান-মর্যাদা ও মেকি প্রসিদ্ধি লাভ করুক না কেন'।

৯. আমেরিকান অভিনেত্রী বারবারা স্ট্রিয়ান্ড এক প্রবন্ধে বলেন, 'আমি আমার শিল্পী জীবনকে মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়েছি এবং একজন নারী ও মানবী হিসাবে জীবনের মূল্য বিলক্ষণ বিস্মৃত হয়ে গেছি। এখন এ বিষয়টি আমাকে ঐ সকল নারীদের উপর ঈর্ষান্বিত করে তুলেছে যাদের হাতে তাদের স্বামী ও সন্তানদের ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার যথেষ্ট সময় আছে। প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে জীবনে সফলতা ও খ্যাতির কোনই মূল্য নেই। কারণ পারিবারিক জীবনেই নারী নিজেকে নারী হিসাবে মনে করে'।[৫৭]

১০. ডঃ ইডালীন বলেন, 'অভিজ্ঞতায় এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, অধঃপতিত নতুন প্রজন্মকে অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নারীদেরকে ঘরমুখী করাই একমাত্র পথ'।

১১. ফরাসী লেখিকা মারয়াম হ্যারি মুসলমান নারীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, 'প্রিয় ভগ্নিগণ! তোমরা আমাদের ইউরোপীয় নারীদের অবাধ স্বাধীনতা দেখে ঈর্ষা কর না এবং আমাদের অনুসরণ কর না। তোমরা জান না যে, দাসত্ববরণের কী পরিমাণ মূল্য দিয়ে আমরা আমাদের কথিত নারী স্বাধীনতাকে ক্রয় করেছি। আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা বাড়ীতে অবস্থান কর। তোমরা স্ত্রী ও মা হয়ে বেঁচে থাক। পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য স্থাপনের এবং তাদের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ো না।[৫৮] উল্লেখ্য, হিটলার ও মুসোলিনী তাদের শাসনকালের শেষের দিকে বাড়ীর বাইরের কাজ ছেড়ে দিয়ে ঘরোয়া জীবনে প্রত্যাবর্তনকারী নারীদেরকে পুরস্কৃত করা শুরু করেছিলেন।[৫৯]

১২. ১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ৯ তারিখে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য নিউট গিংগ্রিচ প্রতিনিধি পরিষদে মার্কিনীদের নৈতিক অবক্ষয়ের উপর প্রদত্ত ভাষণে বলেন, 'যে সমাজে ১২ বছর বয়সীরাও সন্তান জন্ম দেয়, ১৫ বছর বয়সীরা একে অন্যকে খুন করে, আর ১৮ বছর বয়সীরা পড়াশুনায় খারাপ অথচ ডিগ্রী পায়- সে সমাজ বা সভ্যতা টিকে থাকতে পারে না'।[৬০]

৫৭. *ঐ, পৃঃ ৩১৪-১৫।*
৫৮. *ঐ, পৃঃ ৩১৭।*
৫৯. *ঐ, পৃঃ ৩১৫।*
৬০. *পৃথিবী, জানুয়ারী ২০০৭, পৃঃ ৬৬।*

১৩. আমেরিকান নওমুসলিম রমণী সারা বোকার বলেন, 'ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক নারীরা আজ তাদের ভাসিয়ে দিয়েছে 'স্বল্প পোশাক না হ'লেই নয়' এই শ্লোগানে, যা আজ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছে গেছে। ... কিছুদিন আগেও স্বল্প পোশাকই ছিল আমার স্বাধীনতার প্রতীক যা আমাকে আধ্যাত্মিকতা, প্রকৃত সত্য ও দায়িত্বসম্পন্ন মানবীয় গুণাবলী থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। স্বল্প পোশাক, যৌন আবেদনময়ী জীবন এবং মিয়ামীর সাউথ বিচ আমার জীবনে সুখ আনতে পারেনি। জীবনে প্রকৃত সুখ চাইলে এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হিসাবে জীবন যাপন করতে হ'লে এটা শুধু স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমেই সম্ভব। আর এজন্যই আমি নিকাব গ্রহণ করেছি। আমি আমার অনন্য অধিকার নিকাব গ্রহণ করেই মরতে চাই। বর্তমানে নিকাব হচ্ছে নারী স্বাধীনতার এক নতুন প্রতীক'।[৬১]

ইসলামই একমাত্র বিকল্প :

পাশ্চাত্যের এই নারকীয় অবস্থা দৃষ্টে সেখানকার অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির বিবেকের দুয়ার খুলে যেতে শুরু করেছে। তারা এথেকে উত্তরণের জন্য ইসলামকেই একমাত্র বিকল্প হিসাবে মনে করছে। H.A.R. Gibb বলেন, "We must wait upon the Islamic society to restore the balance of western civilization upset by the one sided nature of the progress". 'পাশ্চাত্য সভ্যতা একদেশধর্মী প্রগতির জন্য যে ভারসাম্য হারিয়েছে, তা ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদেরকে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মুখোমুখি হ'তেই হবে'। তিনি আরো বলেন, "For the fullest development of its cultural life, particularly of its spiritual life, Europe can not do without the forces and capacities that lie within Islamic society". 'মুসলিম সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সামর্থ্যকে বাদ দিয়ে ইউরোপ তার সাংস্কৃতিক বিশেষ করে আধ্যাত্মিক জীবনের চরম উৎকর্ষ সাধন করতে পারে না'।

একজন আমেরিকান নওমুসলিমের আক্ষেপ :

পাশ্চাত্যের নারীরা যখন অবাধ নারী স্বাধীনতার উন্মত্ত স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে অবশেষে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত, ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে মুক্তির দিশা হিসাবে ইসলামী জীবন পদ্ধতিকে বেছে নিয়ে তার সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করছে, তখন প্রগতির দোহাই পেড়ে বিধর্মীদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে মুসলিম বিশ্বের নারীরা নারী স্বাধীনতার জিগির তুলছে সুউচ্চ কণ্ঠে। একজন আমেরিকান নওমুসলিম তাই দুঃখ করে বলেছেন, 'এটা একটা ট্র্যাজেডি যে, আমি ইসলামের প্রতি মুসলিম সমাজের আস্থাহীনতা লক্ষ্য করছি। কারণ ঐ সকল দেশের জনগণ ও সরকার এমন সময় আমেরিকা ও

৬১. *সারা বোকার, 'আমার নিকাব গ্রহণ', মুহাম্মাদ ইউসুফ অনূদিত, পৃথিবী, বর্ষ ২৭, সংখ্যা ৭, এপ্রিল ২০০৮, পৃঃ ৬২।*

পাশ্চাত্য জগতের অনুকরণ করতে চেষ্টিত হচ্ছে, যে সময় খোদ আমেরিকানরা ও পাশ্চাত্য জগত তাদের ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও রীতি-নীতির ব্যাপারে ব্যর্থ-মনোরথ। আরব বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ যখন সুখ-সমৃদ্ধির জন্য আমেরিকার পানে চেয়ে আছে তখন কোটি কোটি আমেরিকান জনগণ আশঙ্কিত হচ্ছে যে, ক্রমান্বয়ে তাদের দেশ রসাতলে যাচ্ছে। এমনকি অনেক আমেরিকান অদূর ভবিষ্যতে এই রাষ্ট্রের পতনের আশঙ্কা করছে'।[৬২]

প্রগরি স্রোতে ভাসমান নারী :

আমাদের দেশের নারীরাও প্রগতির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে বিদেশী প্রভুদের সেবাদাসে পরিণত হয়ে নারী স্বাধীনতার জয়গান গেয়ে শ্লোগান তুলছে-

'কিসের ঘর কিসের বর
ঘর যদি হয় মারধর
শাক-শুটকি খাব না
স্বামীর কথা মানব না।
আমার দেহ আমার মন
কথায় কেন অন্যজন
রাতের বেড়া ভাঙব
স্বাধীনভাবে চলব'।

এ ধরনের শ্লোগান কোন আত্মমর্যাবোধসম্পন্ন মুসলিম নারীর মুখ দিয়ে কস্মিনকালেও উচ্চারিত হ'তে পারে না। এ যেন পাশ্চাত্যের ভোগবাদী দর্শনের নগ্ন প্রতিধ্বনি। অথচ পাশ্চাত্য দর্শনে নারীর প্রকৃত মর্যাদা সংরক্ষিত হয়নি; বরং নারীকে শুধু পুরুষের জৈবিক চাহিদা পূরণ করার উপকরণে পরিণত করা হয়েছে। তাছাড়া গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের যে কষ্টকর প্রাকৃতিক দায়িত্ব নারীর উপর অর্পিত হয়েছে, তার উপর তাকে নিজের জীবিকা উপার্জনের বাড়তি প্রাণান্তকর দায়িত্বও অর্পণ করেছে। এই দায়িত্ব চাপানোর ফলে পরিবারের খণ্ড-বিখণ্ড হওয়া ও পিতামাতার তদারকির আওতার বাইরে সন্তানদের বিকাশ-বৃদ্ধি স্বভাবতই অনিবার্য হয়ে ওঠেছে।[৬৩]

ভোগবাদী দর্শন, না ইসলামী দর্শন :

এক্ষণে আমাদেরকে দু'টি দর্শনের মধ্য থেকে যে কোন একটিকে বেছে নিতে হবে। হয় বেছে নিতে হবে ইসলামের দর্শনকে, যা নারীর মর্যাদা ও সম্ভ্রমের অতন্দ্রপ্রহরী এবং যা তাকে স্ত্রী ও মা হিসাবে তার সামাজিক দায়িত্ব একাগ্রভাবে পালন করার সুযোগ দেয়। আর এরই বিনিময়ে সমাজকে তার অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণে ও তার সার্বিক নিরাপত্তা বিধানে বাধ্য করে। এজন্য সে স্বামীর উপর কিংবা স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনের উপর স্ত্রীর ও তার সন্তানদের ভরণ-পোষণের ভার অর্পণ করে। এতে তার অবমাননা বা অবমূল্যায়নের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেননা নারী মানব জাতির সেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব পালন করে, যা মানব জাতির সুখ-শান্তি ও উন্নয়নের প্রতীক। আর যদি ইসলামের দর্শন তার মনোপুত না হয় তাহ'লে দ্বিতীয় যে দর্শনটি তার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে তাহ'ল পাশ্চাত্য সভ্যতার দেয়া জড়বাদী ও ভোগবাদী দর্শন। এ দর্শন তার জৈবিক দাবীর ব্যাপারে তার উপর কঠোর নিষ্পেষণ ও নিপীড়ন চালায় এবং স্ত্রী ও মা হিসাবে স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তার নিজের জীবিকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে কঠোর পরিশ্রম করতেও তাকে বাধ্য করে। এভাবে নারী নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার সন্তানরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সামগ্রিকভাবে পারিবারিক জীবনের স্থিতিশীলতা, সংহতি ও সুখ-সমৃদ্ধি দারুণভাবে ব্যাহত হয়'।[৬৪]

নিঃসন্দেহে মুসলমানরা ইসলামের শাশ্বত জীবনদর্শনকে বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী দর্শনকে নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন, أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوْقِنُوْنَ. 'তবে কি তারা জাহিলী যুগের বিধি-বিধান কামনা করে? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধানদানে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর'? *(মায়েদাহ ৫০)*।

কুরআনিক বিধান পরিবর্তনের নেপথ্যে :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ('পলিসি লিডারশীপ এন্ড এ্যাডভোকেসি ফর জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি' প্রকল্পের সহযোগিতায়) প্রণীত 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮' গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ অনুমোদন করেন এবং প্রধান উপদেষ্টা ডঃ ফখরুদ্দীন আহমদ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ৮ই মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে এই নীতিমালা ঘোষণা করেন। এই নীতিমালার ৯.১৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিতে নারীর সমান সুযোগ ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়া এবং প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন করা'। এই ধারাটি কুরআন মাজীদের সূরা নিসার ১১ নং আয়াতের সুস্পষ্ট লংঘন। দেশকে ইসলামশূন্য করার আরেকটি পাঁয়তারা। ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি, এ সরকারের আমলে মহানবী (ছাঃ)-কে কটাক্ষ করে কার্টুন প্রকাশ করা হয়েছে, জন্ম নিবন্ধন ফরম ও ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা এবং জাতীয় পরিচয়পত্রে কোন ধর্মীয় পরিচয় রাখা হয়নি। এরই ধারাবাহিকতায় 'নারীর

---

৬২. *শায়খ মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনু, তাওজীহাতুন ইসলামিইয়াহ লিইছলাহিল ফারদি ওয়াল মুজতামা' (সঊদী আরবঃ ওযারাতুশ শুঊন আল-ইসলামিইয়াহ ওয়াল-আওক্বাফ ওয়াদ-দাওয়াহ ওয়াল-ইরশাদ, ১৪১৮হিঃ), পৃঃ ১৮৩।*

৬৩. *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, পৃঃ ১১৩।*

৬৪. *ঐ, পৃঃ ১২২।*

প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ' বা 'সিডও'* এর দোহাই পেড়ে পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে সরকার কুরআনিক বিধান তথা ইসলামের শাশ্বত উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তনের দুঃসাহস দেখিয়েছে। অথচ 'সিডও'-এর অনেক ধারা কুরআন-সুন্নাহ ও বাংলাদেশ সংবিধান পরিপন্থী। যেমন ২ (চ) ধারায় বলা হয়েছে, "To take all appropriate measures, including legislation to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women." 'প্রচলিত যেসব আইন, বিধি, প্রথা ও অভ্যাস নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে, সেগুলো পরিবর্তন অথবা বাতিল করার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা'। (ছ) ধারায় বলা হয়েছে, 'যে সব জাতীয় দণ্ড বিধান নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে, সেগুলো বাতিল করা'। ধারা ১৬ (বিবাহ ও পারিবারিক আইন)-এর (জ)-এ বলা হয়েছে, 'বিনামূল্যে অথবা মূল্যের বিনিময়ে সম্পত্তির মালিকানা, তা অর্জন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, ভোগ ও নিষ্পত্তির ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের একই অধিকার'। তাছাড়া এর আরো অনেক ধারা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার অনুমোদিত 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮'-এ 'সিডও' বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে ৩.২ ধারায় বলা হয়েছে, 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা'। ৩.৪ ধারায় বলা হয়েছে, 'বিদ্যমান সকল বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ করা এবং আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিশন বা কমিটিতে নারী আইনজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা'। ৩.৫ ধারায় বলা হয়েছে, 'স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন ধর্মের কোন অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নারী স্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রচলিত আইন বিরোধী কোন বক্তব্য বা অনুরূপ কাজ করা বা কোন উদ্যোগ না নেয়া'

বরাবরের মত পশ্চিমাদের এজেন্ট এদেশের তথাকথিত সুশীল সমাজ, এনজিও, নারীনেত্রী, নারীবাদী সংগঠন ও একশ্রেণীর বুদ্ধি বেঁচে খাওয়া 'বুদ্ধিজীবী'রা নারীর সমঅধিকারের বুলি আওড়িয়ে উক্ত আইন বাস্তবায়নের জন্য আটঘাট বেঁধে মাঠে নেমে পড়েছে। এমনকি এই সুযোগে তারা বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, টকশো, গোলটেবিল বৈঠকে ইসলামকে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধক হিসাবে দাঁড় করানোর সূক্ষ্ম পাঁয়তারা চালাচ্ছে। কুরআনের বিধানকে 'ব্যাক ডেটেড' বা সেকেলে বলতেও এদের হৃদয় কাঁপছে না। গত ১৯ এপ্রিল বামপন্থীদের আয়োজিত এক আলোচনা সভায় নারীনেত্রী হাজেরা সুলতানা বলেন, '১৪০০ বছর আগের আইন কায়েম করতে দেয়া হবে না। ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি দিয়ে নারী নীতি হবে না'। একই অনুষ্ঠানে বামগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সৈয়দ আবুল মকসূদ বলেন, 'মোল্লারা জাতিকে অন্ধকার যুগে নিয়ে যাওয়ার পাঁয়তারা করছে। তারা ইতিমধ্যে দশভাগ মহিলাকে বোরখা দিয়ে ঢেকে ফেলেছে'।[৬৫] আরেক নারীনেত্রী ফরিদা আখতার এক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'নারীর সম-অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে এত ভয় কেন? নারী-পুরুষের মধ্যে প্রাকৃতিক ভিন্নতা আছে বলেই অধিকারের বেলায় কমবেশী করতে হবে, এমন কথা আজকাল কি খাটে'?[৬৬] এদের সাথে সুর মিলিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক লিখেছেন, 'তারা (আলেমরা) নারীপ্রগতির বিষয়টি সহ্য করতে পারেন না। নারীরা সমাজে একটি স্বাধীন অবস্থান গ্রহণ করুন, তা তাঁরা চান না। কিন্তু বাংলাদেশ তো প্রগতির রাস্তার পাশে বসে থাকতে পারে না, তাকে এগিয়ে যেতে হবে। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেককে চার দেয়ালের ভেতর বন্দী রেখে সেই এগিয়ে যাওয়াটা সম্ভব হবে না'।[৬৭]

উল্লিখিত মন্তব্যগুলো থেকে এদের আসল উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। এরা নারী উন্নয়নের নামে নারীকে উলঙ্গ করতে বদ্ধপরিকর। প্রগতির দোহাই পেড়ে নারীকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে পণ্যে পরিণত করতে চায়। পশ্চিমা জগত ভাল করেই জানে যে, প্রগতি, নারী স্বাধীনতা ও সমঅধিকারের নামে নারী সমাজকে পথভ্রষ্ট করা গেলে মুসলিম সমাজকে ধ্বংস করা সহজ হবে। মডেলিং, ফ্যাশন শো, পর্ণোগ্রাফি, সুন্দরী প্রতিযোগিতার

---

* *নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য লোপ করে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ' (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women- CEDAW) জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। ১৯৮০ সালের ১লা মার্চ সনদে স্বাক্ষর শুরু হয়। ২০টি রাষ্ট্রের অনুমোদনের মধ্য দিয়ে ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর সনদটি কার্যকর হয়। বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর কুরআন বিরোধী 'সিডও' এর ২, ১৩(ক), ১৬-১(গ) ও (চ) ধারাগুলের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে এ সনদে স্বাক্ষর করে। বর্তমানে পৃথিবীর ১৮৫টি দেশ এ সনদ অনুমোদন করেছে। ৩০টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত এ সনদকে নারীর আন্তর্জাতিক "Bill of Rights" নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। =(দ্রষ্টব্য: নারী উন্নয়ন বিষয়ক পত্রিকা 'উন্নয়ন পদক্ষেপ', বর্ষ ৪, সংখ্যা ১১, জানু-মার্চ ৯৮, পৃঃ ৪৬; বর্ষ ১০, সংখ্যা ৩৪, সেপ্টে: '০৪, পৃঃ ১৮-১৯; বর্ষ ৮, সংখ্যা ২৭, জুলাই-সেপ্টে: '০২, পৃঃ ৩৬; বর্ষ ১৩, সংখ্যা ৫, জুন ২০০৭, পৃঃ ৩২)। এ সনদে ইসলাম ও দেশের প্রচলিত সংবিধান বিরোধী বেশ কিছু ধারা থাকায় অনেক মুসলিম দেশ এ সনদে স্বাক্ষর থেকে বিরত থাকে। অনেকে স্বাক্ষর করলেও সংবিধান ও শরী'আহ বিরোধী ধারাগুলোর কার্যকারিতা স্থগিত রাখে। এমনকি 'ওআইসি' উক্ত সনদের বিরুদ্ধে একাধিকবার ঘোর আপত্তি জানিয়েছে। পাশ্চাত্যের যেসব উন্নত দেশের উদ্যোগে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য ও নির্যাতন লোপ করার মানসে এ সনদ প্রণীত ও কার্যকর হয় তা সেসব দেশে নারী নির্যাতন কতটুকু কমিয়েছে বা নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ করেছে, তা পূর্বে উল্লিখিত পরিসংখ্যান থেকে অনুমান করা যায়। সুতরাং 'ভূতের মুখে রাম নাম' বেশ বেমানান ঠেকে।*

৬৫. *ইনকিলাব, ৩ মে ২০০৮, পৃঃ ১৪।*
৬৬. *ফরিদা আখতার, 'নারী উন্নয়ন নীতি নিয়ে কে জিতল আর কে হারল'? প্রথম আলো, ২১ এপ্রিল ২০০৮, পৃঃ ১১।*
৬৭. *সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, 'নারী উন্নয়ন নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কেন', ঐ, ১৭ মার্চ ২০০৮, পৃঃ ১০।*

নাম করে নারীকে ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করা যাবে। এজন্য তারা তাদের বশংবদ সুশীল সমাজের দ্বারা নারীর সমঅধিকার আদায়ের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একজন লেখিকা যথার্থই বলেছেন, 'যারা সমঅধিকারের বুলি আওড়ায়, তারা নারীদের তাদের ভরণ-পোষণ প্রাপ্তিসহ বহু অধিকার থেকে বঞ্চিত করে পুরুষের সাথে অর্থোপার্জনের অসম প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দিতে চায় এবং নারীর জীবনকে পুরুষের উপর অধিকারহীন মর্যাদাহীনভাবে নির্ভরশীল করে দিতে চায়। তারা নারীকে আরো বেশী পণ্যের বস্তুতে পরিণত করতে চায়। নারীর জীবনকে পতিতাদের মত অসহায় রূপ দিতে চায়। এভাবে তারা নারীর মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে তাদের জীবন অশান্তি ময় করার চক্রান্তে লিপ্ত যাতে করে মুসলিম জাতি বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে, তাদের দ্বারা কোন বিচক্ষণ জাতির জন্ম না হয়। অর্থাৎ শিশুদের স্বাভাবিক জন্ম ও মানসিক বিকাশের পথ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়'।[৬৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আমেরিকার উদ্যোগে ২০০০ সালে নিউইয়র্কে এক বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের অন্যতম বিষয় ছিল 'একবিংশ শতকে সমঅধিকার, উন্নতি-অগ্রগতি ও শান্তি'। এ সম্মেলনে যুবক-যুবতীদের অবাধ যৌনাচার, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক, অবৈধ গর্ভপাত, নারীকে গৃহস্থালি ত্যাগের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ, স্ত্রীর অধিকার হরণের অভিযোগ তুলে স্বামীকে শায়েস্তা করার লক্ষ্যে পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা করা, গৃহস্থালি কাজ, সন্তান প্রতিপালন ও বাবার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীর সমঅধিকার প্রদান ইত্যাদি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এসবের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মুসলিম সমাজের সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধনকে ছিন্নভিন্ন করা। সেকারণ একই সালে বাহরাইন ও জর্ডানের রাজধানী আম্মানে যুক্তরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে নারী স্বাধীনতার নামে বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে দু'টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন দু'টির উদ্দেশ্য ছিল, সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে পাশ্চাত্যের ঐ নোংরা কদর্যময় এজেন্ডা বাস্তবায়নে বাধ্য করা।

মোদ্দাকথা, কথিত নারী স্বাধীনতার নামে নারীকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা, পরিবারের ভিত ধ্বসিয়ে দেয়া, নারীকে পণ্যে পরিণত করা, ইসলামকে নারী স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক রূপে উপস্থাপন করে দেশকে ইসলামশূন্য করাই যে নারী নীতি প্রণয়নের নেপথ্য কারণ, সচেতন দেশবাসীকে তা আর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে না।

এক জাহেলের অপব্যাখ্যা :

গত ২২ এপ্রিল বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে 'ইসলামের দৃষ্টিতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে জনৈক হাফেয মাওলানা জিয়াউল হাসান বলেন, 'নারীর উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে ভাইয়ের অর্ধেকের কথা বলা হ'লেও এর অধিক দেওয়ার ক্ষেত্রে কোরআনের কোন বিধিনিষেধ নেই। একই মা-বাবার ঘরে জন্মগ্রহণ করে বোনটি যখন পরম আত্মীয়দের ছেড়ে সারা জীবনের জন্য স্বামীর ঘরে চলে যায়, তখন একই মায়ের গর্ভের ভাই বোনকে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে সমান সমান সম্পত্তি দিয়ে দিলে ভাইয়ের মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া কমে না, বরং বেশী দিলে এর মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব-সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পায়'।[৬৯] কুরআনের বিধানের এরূপ মনগড়া অপব্যাখ্যা ইতিপূর্বে কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। কুরআন মাজীদে যেখানে স্পষ্টভাবে নারীর দ্বিগুণ সম্পদ পুরুষ পাবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, উত্তরাধিকার আইনকে 'আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ বিধানের সীমালংঘনকারীদেরকে জাহান্নামী বলা হয়েছে, সেখানে এরূপ বক্তব্য চরম মূর্খতার পরিচায়ক। সামান্য স্বার্থের জন্য নিজেকে বিকিয়ে দেয়া এরূপ আলেম নামধারী কূপমণ্ডুক ব্যক্তিদের বক্তব্য জাতিকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবে। এদের থেকে সাবধান। এ জাতীয় স্বার্থপর লোকদের ক্ষেত্রে মিসরের কবি আহমাদ শাওকী যথার্থই বলেছেন-

فَلَتَسْمَعُنَّ بِكُلِّ أَرْضٍ دَاعِيًا + يَدْعُوْ إِلَى (الْكَذَّابِ) أَوْلِسَجَاحِ
وَلَتَشْهَدُنَّ بِكُلِّ أَرْضٍ فِتْنَةً + فِيْهَا يُبَاعُ الدِّيْنُ بَيْعَ سَمَاحِ.

'হে পাঠকবর্গ! তোমরা অবশ্যই প্রত্যেক জায়গায় আহ্বানকারীকে (ভণ্ডনবী) মুসাইলামা কাযযাব অথবা সাজাহ-এর দিকে (অর্থাৎ ভ্রান্ত পথে) আহ্বান করতে শুনবে। তোমরা অবশ্যই অবশ্যই প্রত্যেক ভূখণ্ডে ফিতনা-ফাসাদ প্রত্যক্ষ করবে, যেখানে দয়া-দাক্ষিণ্যের বিনিময়ে দ্বীন কেনাবেচা হবে'।[৭০]

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামের বিধি-বিধান যুগোত্তীর্ণ, কালোত্তীর্ণ। নারীর উত্তরাধিকারের ব্যাপারে কুরআনের বিধান চূড়ান্ত, অভ্রান্ত। এ বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا.

৬৮. *মাহমুদা খানম, 'উত্তরাধিকার আইন সংশোধন' নারী অধিকার ও পারিবারিক আইনের উপর চরমাঘাত, ইনকিলাব, ২০ মার্চ ২০০৮, পৃঃ ১৪।*

৬৯. *প্রথম আলো, ২৩ এপ্রিল ২০০৮, পৃঃ ২০, কলাম ৪-৫।*

৭০. *আহমাদ শাওকী, আশ-শাওকিয়াত (বৈরূতঃ দারুল কিতাব আল-আরাবী, তাবি), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৯ 'খিলাফাতুল ইসলাম' শীর্ষক কবিতা দ্রষ্টব্য।*

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে' *(আহযাব ৩৬)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর' *(নিসা ৫৯)*। সৃষ্টি যার আইন চলবে তার *(আ'রাফ ৫৪)*।

কুরআনের বিজ্ঞানসম্মত বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করাই জাতির জন্য কল্যাণ ও বরকত বয়ে আনবে। সাইয়িদ কুতুব তাঁর তাফসীর 'ফী যিলালিল কুরআন'-এর ভূমিকায় দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন, 'আমি সারাজীবন কুরআনের ছায়াতলে থেকে একটি নিশ্চিত ও চূড়ান্ত দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি যে, এ পৃথিবীর কল্যাণ, মানবজাতির আরাম, মানুষের প্রশান্তি, উন্নতি-অগ্রগতি, বরকত, পবিত্রতা এবং জীবন ও জগতের চিরন্তন নিয়ম-নীতির সাথে সামঞ্জস্যতা শুধু আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাওয়া ছাড়া কল্পনা করা যায় না। কুরআনের ছায়াতলে প্রতিভাত হয়েছে যে, আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাওয়ার একটি মাত্র রূপ ও পথ রয়েছে, ভিন্ন কোন রূপ ও পথ নেই। তা হচ্ছে- মানুষের সমগ্র জীবনকে আল্লাহ নির্দেশিত পন্থার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, যে পন্থাকে আল্লাহ কুরআন মাজীদে মানবজাতির জন্য চিত্রিত করেছেন'। এরপর তিনি বলেন,

إنه تحكيم هذا الكتاب وحده فى حياتها. والتحاكم إليه وحده فى شؤونها. وإلا فهو الفساد فى الأرض، والشقاوة للناس، والارتكاس فى الحمأة، والجاهلية التى تعبد الهوى من دون الله.

(আর আল্লাহ্র বিধানের কাছে ফিরে যাওয়ার উপায় হচ্ছে) 'এই গ্রন্থকে (কুরআন) মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সমাধানদাতা রূপে গ্রহণ করা। অন্যথা পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে, মানুষের জন্য দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে, পঙ্কিলতা ও জাহেলিয়াতের করাল গ্রাসে পৃথিবী নিমজ্জিত হবে। যেই জাহেলিয়াত মানুষকে আল্লাহ ব্যতীত প্রবৃত্তি পূজায় প্ররোচিত করে'।[৭১]

অন্যদিকে ইসলাম নারীকে মর্যাদার উচ্চশৃঙ্গে আরোহণ করিয়েছে। কুরআন মাজীদে নারী-পুরুষ পরস্পরকে পরস্পরের জন্য পোশাক আখ্যা দেয়া হয়েছে *(বাক্বারাহ ১৮৭)*। নারীর ন্যায়সঙ্গত অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'নারীর তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের...' *(বাক্বারাহ ২২৮)*। সৎ আমলের প্রতিদান পাবার দিক থেকে তাদের সমঅধিকার ঘোষণা করা হয়েছে- 'পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ সৎ কাজ করলে ও মুমিন হ'লে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণও যুলুম করা হবে না' *(নিসা ১২৪)*। নারীকে প্রদান করা হয়েছে তার ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক সহ যাবতীয় অধিকার। কেবলমাত্র নারীকে একটি মাত্র অধিকার প্রদান করা হয়নি। আর তা হচ্ছে- বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার অধিকার।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন নারীকল্যাণের অগ্রদূত ও নারীজাতির ত্রাতা। মা, বোন, স্ত্রী নানাভাবে নারীজাতিকে তিনি যে মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন তার তুলনা হয় না। তাইতো মারমাডিউক পিকথল তাঁর Culture Side নামক গ্রন্থে বলেন, "The prophet of Islam is the greatest feminist the world has ever known, from the lowest degradation the uplifted woman to a position beyond which she can go only in theory". মনীষী Pierre Crabites বলেছেন, "Muhammad was the greatest champion of women's right the world has ever seen."

সুতরাং নারী স্বাধীনতার নামে পাশ্চাত্যে নারীর নারীত্বকে যেভাবে টুটি চেপে হত্যা করে তাকে ভোগের সস্তা পণ্যে পরিণত করা হয়েছে, তা থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে। তথাকথিত জনবিচ্ছিন্ন 'কর্তিত নখ' নারীনেত্রীদের 'কান নিয়েছে চিলে' রূপী শ্লোগানে প্রলুব্ধ হয়ে নিজের কানে হাত না দিয়েই চিলের পিছনে দৌড়ানো থেকে নারী সমাজকে বিরত থাকতে হবে। কুরআন মাজীদে নারীকে যে পরিমাণ মীরাছ প্রদান করা হয়েছে তার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। কারণ আমাদের সমাজে অনেক সময় নারীর ন্যায্য প্রাপ্য মীরাছের অংশটুকুও প্রদান করা হয় না। সমাজ বিধ্বংসী মাইন যে যৌতুকের কারণে আমাদের দেশে ৫০% মহিলা নির্যাতনের শিকার হয়।[৭২] তার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তসলিমা নাসরীনের মত 'ঘরহীন বরহীন ঠিকানাহীন' যাযাবরের জীবন তালাশ না করে পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে হবে। সমাজতাত্ত্বিকদের পরিভাষায় 'শিক্ষার প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান' পরিবারকে করতে হবে গতিশীল, আদর্শ মানুষ গড়ার কারখানা। তবেই সুখ-শান্তি আর কল্যাণের ফল্গুধারা প্রবাহিত হবে এদেশের সোনাফলা মাটিতে।

---

৭১. *ফী যিলালিল কুরআন ১/১৫*।

৭২. *'যৌতুক: একটি বিশ্লেষণী প্রতিবেদন', 'কর্মজীবী নারী', জানুয়ারী ২০০৫, পৃঃ ১৫*।

Contents

সচ্চরিত্র : মানব উন্নতির অন্যতম সোপান

*ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর**

চরিত্র মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মানুষের মান-সম্মান ও মর্যাদা চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। তার প্রকৃত পরিচয় চরিত্রের মধ্যেই নিহিত; ধন-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্য বা রূপ-সৌন্দর্যের মধ্যে নয়। মানুষকে ন্যায় ও সত্যের পথে পরিচালিত করতে যেসব জিনিস কার্যকর ভূমিকা পালন করে তন্মধ্যে চরিত্র অন্যতম। চরিত্র মানুষকে সত্য-ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। চরিত্রই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। তাই বিখ্যাত ইংরেজ লেখক সেমুয়্যাল স্মাইলস বলেন, "The crown and glory of life is character". অর্থাৎ 'চরিত্র মানব জীবনের গৌরব ও মুকুট স্বরূপ'।[১] আমরা বিভিন্ন প্রকার যানবাহনে চলাচলের সময় সেগুলিতে লিখা দেখতে পাই 'ব্যবহারেই বংশের পরিচয়'। এর অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তির চরিত্র দ্বারাই তার বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা ব্যক্তির চরিত্রে স্বীয় বংশের প্রভাব থাকাটাই স্বাভাবিক। আর সচ্চরিত্র মানুষকে মর্যাদার উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। চরিত্রবান ব্যক্তি সমাজের সর্বস্তরে সমাদৃত। তার বন্ধু-বান্ধবের অভাব হয় না। সকলেই তাকে হৃদয়ের গহীন থেকে ভালবাসে। যার মধ্যে কৃত্রিমতার কোন ছাপ পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু সচ্চরিত্র সোনার হরিণ। তা আকাশ থেকে পৃথিবী পৃষ্ঠে নেমে এসে মানুষের পদযুগল চুম্বন করে না; বরং তা কঠোর সাধনার মাধ্যমে জীবনের বাঁকে বাঁকে অল্প অল্প করে অর্জন করতে হয়। এই বিন্দু বিন্দু চারিত্রিক গুণাগুণের সমাহার ঘটে এক সময় অথৈ জলরাশিতে পরিণত হয়। তখনই ব্যক্তি সচ্চরিত্রবান বিশেষণে ভূষিত হন।

সচ্চরিত্রের গুরুত্ব :

পশু-পাখি সহজেই পশু-পাখি, তরুলতা সহজেই তরুলতা; কিন্তু মানুষ সহজেই মানুষ নয়। অনেক সাধনার পরে তাকে মানুষ হ'তে হয়। আর এই সাধনার প্রথম পদক্ষেপ হ'ল চরিত্র গঠন। চরিত্রের মাধ্যমেই দেদীপ্যমান হয় জীবনের গৌরব। চরিত্র দ্বারা জীবনের যে গৌরবময় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তা আর কিছুতেই সম্ভব নয় বলে সবার উপরে সচ্চরিত্রের সুমহান মর্যাদা স্বীকৃত। যিনি সৎ চরিত্রের অধিকারী তিনি সমাজের অহংকার ও প্রজ্জ্বলিত দীপ শিখা। চরিত্রবান ব্যক্তির মধ্যে যাবতীয় মানবীয় গুণাবলীর সমাবেশ ঘটে বলে তিনি মানব জাতির সম্পদ। মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উত্তম স্বভাবের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ.

'আল্লাহ্র অনুগ্রহেই আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছেন। যদি আপনি রুক্ষ স্বভাব ও কঠোরপ্রাণ হ'তেন, তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত। অতএব আপনি তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করুন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং তাদের সাথে কাজে-কর্মে পরামর্শ করুন' *(আলে ইমরান ১৫৯)*। অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ উত্তম চরিত্রের বাস্তব ফলাফল চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। এই সৎ স্বভাবের বর্ণনা অনেক হাদীছেও পরিলক্ষিত হয়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা উত্তম যে চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম'।[২] অপর এক বর্ণনায় আছে, إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَىَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا. 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আমার কাছে অধিক প্রিয়, যার চরিত্র ভাল'।[৩]

উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা মীযানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী। যেমন হাদীছে এসেছে-

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَثْقَلَ شَيْئٍ يُوْضَعُ فِىْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ وَإِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىءَ.

আবু দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের জন্য ওযনের পাল্লায় সর্বাপেক্ষা ভারী যে জিনিসটি রাখা হবে তা হ'ল উত্তম চরিত্র। আর আল্লাহ তা'আলা অশ্লীলভাষী দুশ্চরিত্রকে ঘৃণা করেন'।[৪] অন্য হাদীছে এসেছে-

وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ.

---

* *আখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*

১. *ডঃ হায়াৎ মামুদ, ভাষা-শিক্ষা (ঢাকা: দি এ্যাটলাস পাবলিশিং হাউস, ২০০১), পৃঃ ১৬৭।*

২. *ছহীহ বুখারী (রিয়াযঃ দারুস সালাম, ১৯৯৯ ইং), হা/৬০৩৫।*

৩. *বুখারী, মিশকাত, হা/৫০৭৪।*

৪. *তিরমিযী, হা/২০০২, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৫০৮১।*

'সচ্চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি তা দ্বারা ছালাত ও ছাওমের অধিকারী ব্যক্তির মর্যাদায় পৌঁছে যায়'।[৫]

কোন আমল দ্বারা মানুষ বেশী জান্নাতে প্রবেশ করবে এ প্রশ্নের উত্তরে মহানবী (ছাঃ) বলেন, تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ। 'তাক্বওয়া তথা আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্র'।[৬]

عَنْ رَجُلٍ مِّنْ مُزَيْنَةَ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْإِنْسَانُ قَالَ الْخُلُقُ الْحَسَنُ.

মুযায়না গোত্রের এক ব্যক্তি বলেন, একদা ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! মানবজাতিকে সর্বোত্তম কোন জিনিসটি দেয়া হয়েছে? তিনি বললেন, উত্তম চরিত্র'।[৭]

ইসলামে উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব অত্যধিক। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ যার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এর প্রয়োজনীয়তাও ইসলামে ব্যাপকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কারণ চরিত্র মানুষকে সুষমামণ্ডিত করে। তাইতো চরিত্রবান মানুষের কদর সমাজের সর্বস্তরের মানুষের নিকট পরিলক্ষিত হয়।

কোমলতা : সচ্চরিত্রের অন্যতম অনুষঙ্গ

কোমলতা সচ্চরিত্রের একটা অন্যতম অনুষঙ্গ। কোমলতা হচ্ছে বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সহচরদের সাথে নরম ও কোমল আচরণ করা। কাউকে কোন জিনিস প্রদান করতে বা কারো নিকট হ'তে কিছু গ্রহণ করতে নম্র ব্যবহার আবশ্যক। কোমলতা সম্পর্কে হাদীছে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِيْ عَلَى الرِّفْقِ مَالاَ يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لاَ يُعْطِيْ عَلَى مَا سِوَاهُ.

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ কোমল। তিনি কোমলতাকে ভালবাসেন। আর তিনি কঠোরতা এবং অন্য কিছুর কারণে যা দেন না তা কোমলতার জন্য দান করেন'। ছহীহ মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন, 'কোমলতা নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নাও এবং কঠোরতা ও নির্লজ্জতা হ'তে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। বস্তুতঃ যে জিনিসে নম্রতা ও কোমলতা থাকে সেটাই তার শ্রীবৃদ্ধির কারণ হয়। আর যে জিনিস হ'তে তা প্রত্যাহার করা হয় তা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে'।[৮]

عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُّحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ.

জারীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যাকে কোমলতা বা নম্রতা হ'তে বঞ্চিত করা হয়, তাকে যাবতীয় কল্যাণ হ'তে বঞ্চিত করা হয়'।[৯]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যাকে নম্রতার কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছে, তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের বিরাট কল্যাণের অংশ দেয়া হয়েছে। আর যাকে সেই কোমলতা হ'তে বঞ্চিত করা হয়েছে তাকে ইহ ও পরকালের বিরাট কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে'।[১০]

অন্য হাদীছে আছে, একদা মহানবী (ছাঃ) একটি ছাদক্বার উট আরোহণের জন্য পাঠান এবং আয়েশা (রাঃ)-কে উপদেশ দেন, 'হে আয়েশা! তুমি তার সাথে কোমল ব্যবহার করবে। কেননা যার মধ্যে এ কোমল স্বভাব থাকে, তা তার মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেয়। আর যার মধ্যে এ স্বভাব থাকে না, তা তাকে ত্রুটিযুক্ত করে'।[১১]

কোমলতা সচ্চরিত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যা চরিত্রের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মহানবী (ছাঃ) উল্লিখিত হাদীছগুলোতে কোমলতার গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সকল ধরনের কল্যাণ কোমলতার মাঝেই নিহিত রয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানুষ তো বটেই, এমনকি চতুষ্পদ জীব বা প্রাণীকুলের সাথেও নরম তথা কোমল আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

পূর্ণ মুমিনের লক্ষণ :

উত্তম চরিত্র পূর্ণ মুমিন হওয়ার জন্য শর্ত। যার মধ্যে সচ্চরিত্র নেই সে কখনো পূর্ণ মুমিন হ'তে পারে না। তাই ঈমানদার ব্যক্তিকে চরিত্রবান হ'তে হবে। কেননা ঈমান ও মন্দ চরিত্র বিপরীতধর্মী দু'টি বিষয়। একটি অপরটির প্রতিদ্বন্দ্বীও বটে। একই সাথে এই দুই গুণ কোন মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকতে পারে না। কেউ মন্দ চরিত্রের অধিকারী হ'লে আপনা হ'তেই ঈমান নামক মহৎ গুণটি আস্তে আস্তে তার থেকে বিদায় নিবে। এ সম্পর্কে একটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

---

৫. তিরমিযী, হা/২০০৩, সনদ ছহীহ।
৬. তিরমিযী, হা/২০০৪, সনদ হাসান।
৭. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫০৭৯, সনদ ছহীহ।
৮. মুসলিম; মিশকাত হা/৫০৬৮।
৯. মুসলিম; মিশকাত হা/৫০৬৯।
১০. শরহে সুন্নাহ, মিশকাত হা/৫০৭৬, সনদ ছহীহ।
১১. আবু দাউদ, তাহক্বীক্বঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, হা/৪৮০৮, সনদ ছহীহ।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যার চরিত্র উত্তম সেই পূর্ণ ঈমানদার'।[১২]

মুমিন ব্যক্তি সাধারণত সহজ-সরল হয়। তার মধ্যে ষড়যন্ত্র ও কুটিল স্বভাব পরিলক্ষিত হয় না। অনেক সময় মানুষ তাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করে। অথচ সে তা বুঝতে পারে না। কেননা তার মানসিকতা হয় একদম স্বচ্ছ। যেমন মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'মুমিন ব্যক্তি ভদ্র ও মনভোলা হয় এবং পাপী ব্যক্তি ধোঁকাবাজ ও হীন প্রকৃতির হয়'।[১৩]

উল্লিখিত হাদীছগুলোর দ্বারা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাচ্ছে ঈমানের সাথে চরিত্রের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। কোন ঈমানদার ব্যক্তির মধ্যে চরিত্র না থাকলে সে পূর্ণ মুমিন নয়।

চরিত্রবানদের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম :

সচ্চরিত্র এমনি এক মহৎগুণ যার মধ্যে তা বিদ্যমান থাকবে তার উপর মহান আল্লাহ জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিবেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَّحْرُمُ عَلَى النَّارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ النَّارُعَلَيْهِ, عَلَى كُلِّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ قَرِيْبٍ سَهْلٍ.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকের সংবাদ দিব না, যার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায়, আর আগুনও তাকে স্পর্শ করতে পারবে না? এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যার মেযাজ নরম, স্বভাব কোমল, মানুষের নিকটতম (মিশুক) এবং আচরণ সরল-সহজ'।[১৪]

উপরোক্ত হাদীছ থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে উত্তম চরিত্রের অধিকারীদেরকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হ'তে নিরাপদ রাখবেন। পক্ষান্তরে অসৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلاَ الْجَعْظَرِىُّ قَالَ: وَالْجَوَّاظُ: الْغَلِيْظُ الْفَظُّ.

হারেছা ইবনু ওহাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কঠোর ও রুক্ষ স্বভাবের ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না'। বর্ণনাকারী বলেন, الجواظ অর্থ কঠিন ও মন্দ স্বভাবের ব্যক্তি।[১৫]

উত্তম আচরণ দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করা :

মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি হ'ল কেউ খারাপ ব্যবহার করলে তার সাথেও অনুরূপ আচরণ করা। আমাদের উপর কথা, কাজ ও আচার-আচরণে কেউ চড়াও হ'লে পাল্টা আমরাও তার উপর আরো কড়া মেযাজে চড়াও হই। এক কথায় আমরা মন্দের প্রতিবাদ মন্দভাবে করি। মন্দকে মন্দ দিয়েই নির্মূল করতে চাই। অথচ এক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্নতর। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে মন্দের প্রতিবাদ ভালর দ্বারা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

إِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ.

'তোমরা মন্দের মুকাবিলা কর যা উত্তম তা দ্বারা। তারা যা বলে, আমি সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত' *(মুমিনূন ৯৬)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَقُلْ لِّعِبَادِىْ يَقُوْلُوا الَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا.

'আমার বান্দাদেরকে বলুন, তারা যেন যা উত্তম তা বলে। শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উসকানি দেয়। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু' *(বনী ইসরাঈল ৫৩)*। উল্লিখিত আয়াত দ্বয়ে মন্দের প্রতিবাদ উত্তম দ্বারা করতে হবে এ মর্মে জোর তাকীদ দেয়া হয়েছে। অন্য এক আয়াতে এর ফলাফল বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন,

إِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ.

'তোমরা মন্দকে ভালর দ্বারা প্রতিহত কর। তাহ'লে দেখবে তোমার সাথে যার শত্রুতা রয়েছে, সে অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়েছে' *(হা-মীম সাজদাহ ৩৪)*।

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চমৎকারভাবে এর ফলাফল তুলে ধরেছেন। তা হ'ল- মন্দের প্রতিবাদ ভাল দ্বারা করা হ'লে এর প্রভাবে হয়ত সে একদিন ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হবে। কারণ সে ভাববে, আমি তার সাথে এরূপ দুর্ব্যবহার করার পরও আমার সাথে দুর্ব্যবহার করার

১২. *আবু দাঊদ, দারেমী; মিশকাত হা/৫১০১, সনদ হাসান।*
১৩. *তিরমিযী, হা/১৯৬৪, সনদ হাসান।*
১৪. *আহমাদ, তিরমিযী, হা/২৪৮৮; মিশকাত হা/৫০৮৪, সনদ ছহীহ।*
১৫. *মিশকাত হা/৫০৮০; আবুদাঊদ, হা/৪৮০১, সনদ ছহীহ।*

পরিবর্তে সে উত্তম ব্যবহার করল। এ মহৎ গুণের প্রতি সে দুর্বল হয়ে পড়বে। এর ফলে এক সময় সে তাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে শুরু করবে। কিন্তু যদি সে সময় তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয় তাহ'লে সে আরো দূরে সরে যাবে। তাকে শত্রু এবং প্রতিপক্ষ ভাবতে শুরু করবে। ঠিক এরই সূত্র ধরে তখন ব্যক্তি হ'তে পরিবার, এরপর সামাজিকভাবে বিষয়টি সমস্যায় রূপ নেয়। কোন এক সময় এর বিষময় ফল জটিল আকার ধারণ করে। শুরু হয় পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, খুন-খারাবী। যা দীর্ঘস্থায়ী বিবাদের রূপ পরিগ্রহ করে। কোন কোন সময় বিষয়টি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সমস্যা বলে পরিগণিত হয়। তখন এর ফলাফল হয় আরো ভয়াবহ। এক্ষেত্রে ইসলামের সুমহান শিক্ষা হচ্ছে, যে আমার সাথে অশালীন আচরণ করেছে, আমি তার সাথে শালীন আচরণ করব। তাহ'লে সে আমার বন্ধুতে পরিণত না হ'লেও এটি নিয়ে আর বাড়াবাড়ির সুযোগ পাবে না। এ মর্মে হাদীছে এসেছে-

أَحْبِبْ حَبِيْبَكَ هَوْنًا مَّا عَسَى أَنْ يَّكُوْنَ بَغِيْضَكَ يَوْمًا مَّا وَأَبْغِضْ بَغِيْضَكَ هَوْنًا مَّا عَسَى أَنْ يَّكُوْنَ حَبِيْبَكَ يَوْمًا مَّا.

'তোমরা বন্ধুর ভালবাসায় আতিশয্য দেখাবে না, কারণ একদিন হয়ত সে তোমার শত্রুতে পরিণত হ'তে পারে। আবার তোমরা শত্রুকে শত্রুতার ক্ষেত্রে আতিশয্য প্রদর্শন করবে না, কারণ একদিন হয়ত সে তোমার বন্ধুতে পরিণত হবে'।[১৬]

এখানে দু'টি জিনিস ফুটে উঠেছে তা হ'ল- বন্ধুর ভালবাসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত বা মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসা প্রদর্শন করা ঠিক নয়। কেননা কখনও উক্ত বন্ধুর সাথে কোন বিষয় নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়ে এক সময়ে শত্রুতার পর্যায় পর্যন্ত গড়াতে পারে। তখন তাকে পূর্ববর্তী আচরণের জন্য খুব কষ্ট পেতে হবে। সাথে সাথে তাকে এর খেসারতও দিতে হতে পারে। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তির সাথে শত্রুতা থাকলে তার সাথে মাত্রাতিরিক্ত শত্রুতা প্রদর্শন করাও ঠিক নয়। কেননা কোন দিন তার সাথে ভুল বুঝাবুঝির অবসান হয়ে সে বন্ধুতে পরিণত হ'লে অতীতের খারাপ আচরণের জন্য তাকে অনেক কষ্ট পোহাতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে তাকে এর প্রায়শ্চিত্তও করতে হ'তে পারে। মোটকথা বন্ধুত্ব বা শত্রুতা কোন ক্ষেত্রেই অতিরঞ্জন করা ঠিক নয়। এটাই ইসলামের মহান শিক্ষা। কেউ মেহমানদারী না করলে পাল্টা তারও মেহেমানদারী করা হবে না। এ নীতি ঠিক নয়। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আবুল আহওয়াছ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কোন ব্যক্তির নিকট দিয়ে আমি যাই কিন্তু সে ব্যক্তি আমার মেহমানদারী করে না। সে যদি আমার নিকট আসে, তবে কি আমি তার সাথে অনুরূপ আচরণ করে প্রতিশোধ নিতে পারি? তিনি বললেন, না, বরং তুমি তার মেহমানদারী করবে'।[১৭]

মোদ্দাকথা, ইসলামের মহান আদর্শই হ'ল মন্দের জবাব দিতে হবে উত্তম দ্বারা। অন্যায়কে অন্যায় দিয়ে প্রতিহত করার ফল ভাল হয় না। বরং অন্যায়কে ন্যায়সঙ্গত পন্থায় প্রতিহত করলে তার চূড়ান্ত ফলাফল ভাল হবে বলে আশা করা যায়। ইসলামের এই সুমহান শিক্ষা আমরা সমাজে বাস্তবায়ন করতে পারলে সুশীল সমাজ গঠন করা সম্ভব হবে। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ এটা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মহান শিক্ষা।

মহানবী (ছাঃ)-কে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ :

সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। এমন কোন মানবীয় গুণ নেই যার সমাহার তাঁর চরিত্রে ঘটেনি। পৃথিবীর ইতিহাসে তাই তিনি এক আদর্শ মহাপুরুষ। তাঁর চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ 'নিশ্চয়ই আপনি মহত্তম চরিত্রে অধিষ্ঠিত' *(কলম ৪)*। এই মহত্তম চরিত্রের ব্যক্তির জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে জীবন পরিচালনা করার ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে' *(আহযাব ২১)*। তাই আমাদেরকে মহানবী (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়তে হবে। এর বিকল্প পথ অন্বেষণের কোন সুযোগ নেই। মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ.

'(হে নবী!) আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি' *(আম্বিয়া ১০৭)*। উল্লিখিত আয়াতগুলোতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চরিত্র-মাধুর্য বিধৃত হয়েছে। মহানবী (ছাঃ)-এর চরিত্রে শুধু মুসলিম জাতির কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা নয়; বরং সকল ধর্মের সকল মানুষের তথা বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণ রয়েছে।

উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য মহানবী (ছাঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

১৬. *তিরমিযী, হা/১৯৯৭, সনদ ছহীহ।*

১৭. *তিরমিযী, হা/২০০৬, সনদ ছহীহ।*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلاَمُتَفَحِّشًا وَلاَصَخَّابًا فِى الْأَسْوَاقِ وَلاَيَجْزِىْ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُوْ وَيَصْفَحُ.

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অশ্লীল বা কটুভাষী ছিলেন না। ভান করেও অশ্লীল কথা তিনি বলেননি। তিনি বাজারে চিৎকার করতেন না। অন্যায় আচরণের মাধ্যমে অন্যায়ের বদলা নিতেন না; বরং তিনি তা ক্ষমা করে দিতেন এবং তা উপেক্ষা করতেন।[২২]

عَنْ أَنَس قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লোকদের মধ্যে সকলের চেয়ে সুন্দরতম, সর্বাপেক্ষা অধিক দানশীল এবং সকলের চেয়ে বেশী সাহসী ছিলেন।[২৩]

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لاَ.

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট যখনই কোন জিনিস চাওয়া হয়েছে, তিনি কখনো 'না' বলেননি।[২৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অশালীন বাক্য উচ্চারণকারী, লা'নতকারী এবং গালি-গালাজকারী ছিলেন না। তিনি কখনো কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হ'লে, তখন কেবল এতটুকুই বলতেন যে, 'তার কি হ'ল? তার কপাল ভূলুণ্ঠিত হোক'।[২৫] একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট প্রস্তাব করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কাফের-মুশরিকদের উপর বদ-দো'আ করুন। উত্তরে তিনি বললেন, 'আমাকে অভিসম্পাতকারী রূপে পাঠান হয়নি। বরং আমাকে রহমতস্বরূপ পাঠান হয়েছে'।[২৬]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلاَ امْرَأَةً وَلاَخَادِمًا إِلاَّ أَنْ يُّجَاهِدَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ، وَمَا نِيْلَ مِنْهُ شَىْءٌ قَطُّ، فَيَنْتَقِمُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يُّنْتَهَكَ شَىْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ.

عَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلاَقِ.

মালেক (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তাঁর নিকট এই হাদীছ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'উত্তম চরিত্রের পূর্ণতার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি'।[১৮] অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا.

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন সকল মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী'।[১৯] অন্য এক হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে একটি কাজে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন, তখন আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমি যাব না। অথচ আমর অন্তরে ছিল, যে কাজে আমাকে নবী করীম (ছাঃ) আদেশ দিয়েছেন, আমি সে কাজে যাব। তারপর আমি বের হয়ে ছেলেদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তারা বাজারে খেলা করছিল। হঠাৎ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পিছন দিয়ে এসে আমার ঘাড় ধরলেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি তাঁর দিকে তাকালাম তখন তিনি হাসছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে উনায়স! তুমি কি ওখানে গিয়েছিলে, যেখানে তোমাকে যাওয়ার আদেশ দিয়েছিলাম? তিনি বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! আমি অবশ্যই যাচ্ছি। আনাস বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি নয় বছর তাঁর খিদমত করেছি। কিন্তু আমার জানা নেই, কোন কাজ আমি করলে সে সম্পর্কে বলেননি, এমন এমন কেন করলে কিংবা কোন কাজ না করলে, সে সম্পর্কে তিনি বলেননি, অমুক অমুক কাজ কেন করলে না'।[২০]

আরেকটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَس قَالَ خَدَمْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِى أُفٍّ قَطُّ.

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দশ বছর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমত করেছি। তিনি কখনও আমাকে 'উফ' পর্যন্ত বলেননি।[২১]

---

১৮. মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/৫০৯৭, সনদ হাসান।
১৯. ছহীহ মুসলিম, হা/৬০১৭।
২০. মুসলিম, হা/৬০১৫।
২১. তিরমিযী, হা/২০১৫, সনদ ছহীহ।
২২. তিরমিযী, হা/২০১৬; মিশকাত, হা/৫৮২০, সনদ ছহীহ।
২৩. বুখারী ও মুসলিম; মিশকাত হা/৫৮০৪।
২৪. বুখারী ও মুসলিম; মিশকাত হা/৫৮০৫।
২৫. বুখারী, মিশকাত হা/৫৮১১।
২৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮১২।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ ব্যতীত কখনো কাউকে নিজ হাতে প্রহার করেননি। নিজের স্ত্রীগণকেও না, খাদেমকেও না। আর যদি তাঁর দেহে বা অন্তরে কারো পক্ষ হ'তে কোন প্রকার কষ্ট বা ব্যথা লাগত, তখন নিজের ব্যাপারে সে ব্যক্তি হ'তে কোন প্রকারের প্রতিশোধ নিতেন না। কিন্তু যদি কেউ আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজ করে বসত, তখন আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে শাস্তি দিতেন।[২৭]

উপরোক্ত আলোচনায় সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে যে, সারা জাহানে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর চেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী কেউ ছিলেন না, বর্তমানেও নেই, ভবিষ্যতেও হবে না। তাই এই মহান ব্যক্তির আদর্শ অনুসরণ করার জন্য মহান আল্লাহ আমাদেরকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন। আর এরই মাঝে রয়েছে ইহ ও পরকালীন মুক্তি ও সর্বপ্রকার কল্যাণ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক, বিশ্বশান্তির অগ্রনায়ক মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে মাইকেল এইচ. হার্ট যথার্থই বলেছেন,

"My choice of Muhammad to led the list of the worlds most influential persons may surprise some readers and may be history who was supremely successful on both the religious and secular levels".

'আমার দৃষ্টিতে পৃথিবীর সবচাইতে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নাম সর্বাগ্রে স্থান পাওয়ায় অনেক পাঠক বিস্মিত হ'তে পারে এবং হ'তে পারে এটা ঐতিহাসিক ব্যাপার। তিনি ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় ক্ষেত্রেই ছিলেন পৃথিবীর সর্বাধিক সফল ব্যক্তিত্ব'।[২৮] অনুরূপই জর্জ বার্নার্ড শ' বলেন,

"I believe if a man like Mohammad were to assume the dictatorship of modern world, he would succed in solving its problem in a way that would bring its much needed peace and happiness".

'আমি বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মত একজন লোক যদি এই আধুনিক বিশ্বের একনায়কত্ব গ্রহণ করতেন, তবে এর জটিল সমস্যাবলীর এমন সুন্দর সমাধান করতেন, যা এনে দিত অত্যাবশ্যক সুখ ও শান্তি'।[২৯]

অস্থিতিশীল অধুনা বিশ্বকে সুশৃংখল করে শান্তির ফল্গুধারা প্রবাহিত করার জন্য এবং সকল সমস্যার সমাধানের জন্য মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মত একজন আর্দশ মানুষের আজ বড়ই প্রয়োজন। আর আদর্শ মানব গড়ার জন্য চাই তাঁর আদর্শ ও স্বভাব-চরিত্রের হুবহু অনুকরণ ও অনুসরণ। তাহ'লেই এ সকল সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব, নচেৎ নয়।

---

২৭. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮১৮।
২৮. মাইকেল এইচ. হার্ট, দি হান্ড্রেড, বঙ্গানুবাদঃ শ্রেষ্ঠ ১০০ (ঢাকা: পরশ পাবলিশার্স, ১৯৯৪ইং), পৃঃ ১।
২৯. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, বৈজ্ঞানিক মুহাম্মাদ (ছাঃ) (কলকাতাঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৫ইং), ১/২৩ পৃঃ।

তিনি স্বীয় চরিত্রগুণেই সকলের হৃদয় জয় করেছিলেন। ঘোর শত্রু তাঁকে হত্যার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজতে খুঁজতে অবসন্ন দেহমন নিয়ে যখন তাঁকে পেয়েছে, তখন তাঁর চরিত্র-মাধুর্যে বিমুগ্ধ না হয়ে পারেনি। ভুলে গেছে জীবন নাশের পূর্ব নির্ধারিত সকল পরিকল্পনা। তাঁর হাতে হাত রেখে ইসলামের স্বর্গীয় সুধা পান করে ধন্য হয়েছে। ইসলামের স্বর্ণ যুগের ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি ফেরালে এরূপ দু'একটি নয়; বরং শত শত ঘটনা দৃষ্টিগোচর হবে। আর এর মূল কারণই ছিল মহানবী (ছাঃ)-এর অসাধারণ চরিত্র মাধুর্য। তাই আদর্শ ব্যক্তি, আদর্শ জাতি ও দেশ গড়ার জন্য মহানবী (ছাঃ)-এর অনুসরণের কোন বিকল্প নেই।

উত্তম চরিত্রের জন্য দো'আ :

মহানবী (ছাঃ) পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্বীয় প্রভুর নিকট সচ্চরিত্রের জন্য প্রতিনিয়ত দো'আ করতেন। এ মর্মে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَأَحْسِنْ خُلُقِىْ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছ, অতএব আমার স্বভাব-চরিত্রকে উত্তম কর'।[৩০] মহানবী (ছাঃ) যখন উত্তম স্বভাবের জন্য মহান আল্লাহ্র নিকট বারংবার প্রার্থনা করেছেন, তখন আমাদের কি পরিমাণ এ দো'আ করা উচিত তা প্রত্যেক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির বিবেচ্য বিষয়। অবশ্য এ দো'আটি তিনি আয়না দেখার সময় বলতেন। কিন্তু বর্তমানে আমরা তাঁর উম্মত হওয়া সত্ত্বেও ক'জন ব্যক্তি আয়না দেখার সময় উক্ত দো'আ পড়ি তা বলা ভার। গণনা করলে হয়তবা শতকরা দশ জনও হবে না। এরূপ একটি সুন্দর দো'আ পাঠ করা থেকে বিরত থাকলে আমাদের চারিত্রিক অধঃপতন কেন ঘটবে না? নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অলসতা বা অবহেলা বশত এসব বিষয়কে এড়িয়ে চলার ফলে আমাদের চরিত্র সুন্দর তো নয়ই; বরং অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত। আমাদের এ দুরবস্থার কি কোন পরিবর্তন হবে না? আমাদের স্বভাব-চরিত্র সুন্দর করার নিমিত্তে আয়না দেখার সময় উক্ত দো'আটি পাঠ করা আবশ্যক। হ'তে পারে এরূপ একটি সুন্নাতের অনুসরণের কারণেই মহান আল্লাহ খুশি হয়ে আমাদের চরিত্র সুন্দর করে দিবেন। নতুবা পরকালে ছওয়াব তো আছেই।

[চলবে]

---

৩০. আহমাদ, মিশকাত হা/৫০৯৯, সনদ ছহীহ।

আলপনা ও বাংলার সংস্কৃতি

*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

'শীষ ফোটার গান' কোন গ্রন্থ নয়। এটি নববর্ষ সংকলন ১৩৭৯। সম্পাদনা করেছেন ফরিদ আহমদ ও জাহীদ হোসেন শহীদ। ১৬/২ রেঙ্কিন স্ট্রীট, ঢাকা-৩ থেকে প্রকাশিত এবং দি প্রিন্টার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। লেখক হচ্ছেন রনেশ দাশগুপ্ত, ড. আহমদ শরীফ, সন্তোষগুপ্ত, রফিকুল ইসলাম, মিত্রকণ্ঠ (সম্ভবত এটা ছদ্ম নাম), মাহমুদ আবু সাঈদ, রবীন সমদ্দার, জাহীদ হোসেন শহীদ, ফরিদ আহমদ, দীপংকর চক্রবর্তী, বারেক আব্দুল্লাহ, মুসাহিদা বেগম, মোশাররফ হোসেন মসি, মুসাহিদ উদ্দিন আহমদ প্রমুখ। এতে প্রকাশিত হয়েছে কয়েকটি প্রবন্ধ, গল্প এবং কবিতা। আমার আলোচ্য বিষয় 'আলপনা ও বাংলা সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি।

সংস্কৃতির ইংরেজী প্রতিশব্দ Culture। কালচার বা সংস্কৃতির অর্থ এক কথায় প্রকাশ করা মুশকিল। তার সংজ্ঞা তৈরী করাও তদ্রূপ। সংস্কার শব্দ থেকে সংস্কৃতির উৎপত্তি। সংস্কারের মধ্যে সু এবং কু অর্থাৎ ভাল-মন্দ থাকে। আবার দেশ-কাল-পাত্র, ধর্ম-সমাজ-সম্প্রদায় ভেদে সংস্কারও ভিন্ন ভিন্ন। সেকারণ সবার সংস্কৃতি একরূপ হবার কথা নয়। আসলেও তাই। ধর্মের দিক থেকে খৃষ্টীয় সংস্কৃতি, হিন্দু সংস্কৃতি, বৌদ্ধ সংস্কৃতি এবং মুসলিম বা ইসলামী সংস্কৃতি রয়েছে। আবার বিশ্বের পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলে দু'প্রকারের সংস্কৃতি, যথা- প্রাচ্য সংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতি। আবার দেশ ও ভাষার নামেও সংস্কৃতির নাম হ'তে পারে, যথা- ইউরোপীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় সংস্কৃতি, ইরানীয় সংস্কৃতি, বাঙ্গালী সংস্কৃতি ইত্যাদি। বস্তুতঃ আমরা দেখি, সংস্কৃতির নামে কিছু উৎসব, অনুষ্ঠান, প্রথা, আচার-আচরণ। যেমন- নৃত্য, গীত, অভিনয়, কিছু ধর্মীয় এবং সমাজিক পর্বানুষ্ঠান ইত্যাদি। আর এগুলিই সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত। আবার নববর্ষ (বর্ষবরণ), হোলি (বসন্ত বরণ), জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী, বিবাহ বার্ষিকী, ভ্যালেন্টাইন ডে (ভালবাসা দিবস), বড় দিন (খৃস্টমাস ডে), বুদ্ধ পূর্ণিমা, পূজা-পার্বন (হিন্দুদের), শী'আ মুসলমানদের মুহাররমের তাজিয়া উৎসব ইত্যাদিও সংস্কৃতির আওতাভুক্ত বলেন অনেকেই। তাছাড়া আজকাল দেশে-বিদেশে সুন্দরী প্রতিযোগিতার যে অনুষ্ঠান চলছে তাকেও কি সংস্কৃতি বলব? মোদ্দাকথা মানুষের সংস্কৃতি বিচিত্র এবং বহুরূপী।

আমাদের দেশের খ্যাতিমান সাহিত্যিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী তার লেখা 'সংস্কৃতি-কথা' সংস্কৃতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন খুব; কিন্তু সংস্কৃতির কোন সংজ্ঞা দেননি। তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে কয়েকছত্র নিম্নে প্রদত্ত হ'ল-

(১) ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত, মার্জিত লোকের ধর্ম। কালচার মানে উন্নততর জীবন সম্বন্ধে চেতনা-সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেম সম্বন্ধে অবহিতি। সাধারণ লোকেরা ধর্মের মারফতেই তা পেয়ে থাকে। তাই তাদের ধর্ম থেকে বঞ্চিত করা আর কালচার থেকে বঞ্চিত করা এক কথা।

(২) সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত কালচারের উদ্দেশ্য নয়- উপায়। উদ্দেশ্য নিজের ভেতরে একটা ঈশ্বর বা আল্লাহ সৃষ্টি করা। যে তা করতে পেরেছে সেই কালচার্ড অভিধা পেতে পারে, অপরে নয়।

(৩) একটা ব্যক্তিগত জীবন-দর্শন বা স্বধর্ম সৃষ্টি করা কালচারের উদ্দেশ্য।

(৪) সত্যকে ভালবাসা, সৌন্দর্যকে ভালবাসা, ভালবাসাকে ভালবাসা, বিনা লাভের আশায় ভালবাসা, নিজের ক্ষতি স্বীকার করে ভালবাসা এরি নাম সংস্কৃতি।

(৫) ধর্ম চায় মানুষকে পাপ থেকে, পতন থেকে রক্ষা করতে, মানুষকে বিকশিত করতে নয়। জীবনের গোলাপ ফোটানোর দিকে তার নজর নেই, বৃক্ষটিকে নিষ্কণ্টক রাখাই তার উদ্দেশ্য। অপর পক্ষে কালচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের বিকাশ, পতন পাপ থেকে রক্ষা নয়।

(৬) বিকাশকে বড় করে দেখে না বলে ধর্ম সাধারণতঃ ইন্দ্রিয় সাধনার পরিপন্থী। অথচ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে জীবন সাধনার অপর নামই কালচার।

(৭) ইন্দ্রিয়ের সাধনা বলে কালচারের কেন্দ্র নারী। নারীর চোখ মুখ, স্নেহ-প্রীতি, শ্রী, হ্রী নিয়েই কালচারের বাহন শিল্প-সাহিত্যের কারবার।

(৮) সংস্কৃতি মানে জীবনের Values সম্বন্ধে ধারণা।

(৯) ঝলমল প্রাণ লাভ করাই সংস্কৃতির উদ্দেশ্য।

(১০) সংস্কৃতি সাধনা মানে ripe হওয়ার সাধনা। সেজন্য জ্ঞানের প্রয়োজন আছে, বিজ্ঞানের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন প্রেমের।

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর উপযুক্ত কালচার (সংস্কৃতি) সম্পর্কীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হ'ল যে, কালচার ধর্মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। বিশেষতঃ ইসলাম ধর্মের সঙ্গে সংঘর্ষ তার সর্বাধিক। আরো জানা গেল যে, নারী ব্যতিরেকে সংস্কৃতি সার্থক হয় না। নারীর সঙ্গে প্রেমে-কামে মত্ত থাকা চাই। আসলে ধর্মেও সেখানে বাধার সৃষ্টি করে না। বরং তাতে ধর্মের পূর্ণ সমর্থন আছে। তবে সম্ভোগ এবং প্রেম নীতি বহির্ভূত হবে না। এজন্য ধর্ম নীতি এবং প্রথা দিয়েছে। তাকে একটা বৃত্ত বা বলয় বলা যেতে পারে। তারই মধ্যে থেকে প্রেম ও কামকে চরিতার্থ করতে হবে। উদোম উদ্দামতা ধর্ম বিশেষতঃ ইসলামে অসমর্থিত। Eat, drink and be merry (খাও, দাও এবং ফূর্তি কর) এটা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, ইসলামী সংস্কৃতি নয়।

* সম্পাদক, কালান্তর, রাজাবাড়ী, পিরোজপুর।

'ধর্ম' শব্দটি পণ্ডিতেরা এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, 'ধৃ' ধাতু থেকে ধর্ম শব্দটি নিষ্পন্ন। 'ধৃ' অর্থ ধারণ করা। যা ধারণ করে মানুষ সুখ, শান্তি,শৃংখলার মধ্যে বসবাস করতে পারে, তাই মানুষের ধর্ম। যারা ধর্ম মানে না, তারাই দুশ্চরিত্র ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়। ধর্ম মানুষকে পাপ ও পতন থেকে রক্ষা করে, তা মোতাহের হোসেন চৌধুরীও স্বীকার করেছেন। বস্তুতঃ সেটাই সত্যি। কালচার (সংস্কৃতি) যদি মানুষকে পাপ ও পতন থেকে রক্ষা না করে, তাহ'লে তার দ্বারা মনুষ্য জীবনের বিকাশ কিভাবে ঘটে? সেই বিকাশ কাকে বলে? সেই বিকাশ কি এরকম-

বাধা-নিষেধের ধার নাহি ধরি
যখন যা মন চায় তা-ই করি
মিলে নর-নারী উল্লাসে মাতি
প্রেমে-কামে থাকি রত দিবারাতি
মানি না ধর্ম-বন্ধন যোগ
অবাধে জীবন করি উপভোগ
পঞ্চেন্দ্রিয়ে করিয়া ভজন
করি জীবনের বিকাশ সাধন
আমোদ-ফূর্তি জীবনের সার
তাছাড়া ধরায় কিছু নাই আর।

এ রকম যদি হয় সংস্কৃতির চালচিত্র, তাহ'লে তা মুসলমানের পক্ষে পরিত্যাজ্য। মুসলমানের ধর্ম ইসলাম মানুষকে এভাবে আমোদে-প্রমোদে ভাসতে বলে না। আল্লাহ উদ্দেশ্যবিহীন মানব সৃষ্টি করেননি। মানুষ যা কিছু করবে আল্লাহ্র বিধান মেনে করবে। নিজের খেয়াল-খুশিতে যথেচ্ছ আচরণ করা মুসলমানের কর্ম নয়।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ্র নির্দেশ, 'কখনই তুমি কোন বিষয়ে বল না, আমি উহা আগামী কাল করব, 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে' এই কথা না বলে। যদি ভুলে যাও তবে তোমার প্রভুকে স্মরণ করো এবং বল, আশা করি, আমার প্রভু আমাকে এর চেয়েও সত্যের নিকটতর পথনির্দেশ করবেন' *(কাহফ ২৩-২৪)*। আর সংস্কৃতিবানেরা আল্লাহ্র বিধানে কোন মঙ্গল কিংবা বিকাশ দেখে না, ওসব দেখে কালচারের মধ্যে যা ইসলামের দৃষ্টিতে অমার্জিত, অসভ্যতা, ব্যভিচার।

'আলপনা ও বাংলার সংস্কৃতি' প্রবন্ধটির লেখকের নাম মিত্রকণ্ঠ। লেখক হিন্দু না মুসলমান বুঝার উপায় নেই। কেননা 'সমুদ্রগুপ্ত' নামের কবিও মুসলমান। তাই মিত্রকণ্ঠ মুসলমানও হ'তে পারে। যাই হোক, তিনি লিখেছেন, 'কথা উঠলো আলপনা দেওয়া চলবে না। ওটা হিন্দুয়ানী ব্যাপার। আলপনা দেওয়া হিন্দুয়ানী বিষয় বটে। তবে তা একান্ত ভাবে হিন্দুদের বিষয় হতে যাবে কেন। বাঙালী এক সময়ে সবাই হিন্দু অথবা বৌদ্ধ ছিল। তারা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হল। কলেমা পাঠ, রোজা-নামাজ ইত্যাদি কতক বিষয়ে পার্থক্য দেখা গেল। কিন্তু চাষাবাদ, খাদ্যদ্রব্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, ভাষা-সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে কোন ভেদ রেখা থাকল কি? যতটুকু সম্ভব পূর্বের জিনিস বিদ্যমান রইল, কেবল হিন্দু দেব-দেবীর প্রভাবযুক্ত অংশগুলি পরিত্যাজ্য হল। আলপনার ক্ষেত্রে দেব-দেবীর প্রভাবমুক্ত অংশটুকু গ্রহণ করলে ক্ষতিটা কোথায়? তাতে জাত যায়, ধর্ম নষ্ট হয় সে কথা কে বলল'?

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারকদের আগমনের পূর্বে এ দেশে হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বসবাস ছিল, একথা সত্য। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর তাদের সঙ্গে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলমানদের ধর্মে শুধু নয়, অন্যান্য অনেক বিষয়েও পার্থক্য সূচিত হয়েছে। মিত্রকণ্ঠ তা উল্লেখ করেননি। এবার আমি সেগুলির উল্লেখ করছি। এদেশে চাষাবাদের যে পদ্ধতি মুসলমানদের জন্য পৃথক পদ্ধতি ছিল না, তাই সেটা করতে হয়েছে। খাদ্যদ্রব্যে পার্থক্য ছিল যেমন- মুসলমানের শুকর ভক্ষণ হারাম, গরুর গোশত হালাল। কিন্তু হিন্দুদের শুকর হালাল। হিন্দুদের ধর্মকাজেও মদ-গাঁজা ইত্যাদি নেশার দ্রব্য প্রয়োজন। মুসলমানদের জন্য তা হারাম। মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে, 'তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছালাতের ধারে-কাছেও যেও না' *(নিসা ৪৩)*। কুরআন মাজীদে আরও বলা হয়েছে, 'মদ, জুয়া, মূর্তি এবং তীর এসব অতি অপবিত্র শয়তানের কাজ; অতএব তা হ'তে মুক্ত থাক, তবেই তোমরা মুক্তি পাবে' *(মায়েদাহ ৯০)*।

পোষাক-পরিচ্ছদেও পার্থক্য রয়েছে, যেমন হিন্দুরা ধুতি পরে। কিন্তু ধুতি মুসলমানদের পোষাক নয়। মুসলমান মাথায় টুপী পরে, হিন্দুরা মাথায় রাখে টিকি। মুসলমানদের দাড়ি রাখা সুন্নাত। হিন্দুরা কেউ কেউ দাড়ি রাখলেও সুন্নাতী কায়দায় রাখে না। তাদের দাড়ি-গোঁফ একাকার হয়ে মুখগহ্বর ঢেকে দেয়। আর মুসলমানদের লম্বা গোঁফ রাখা হারাম। মুসলমান পুরুষদের খাতনা করা সুন্নাত, হিন্দুদের তা নয়। মুসলমান মেয়েদের জন্য পর্দা ফরয। হিন্দু মেয়েদের ক্ষেত্রে তা নয়। মুসলমানদের বিবাহ পদ্ধতি ও তালাক যে প্রকারের, হিন্দুদের সে প্রকারের নয়। মুসলমানদের পক্ষে গান-বাজনা হারাম। হিন্দুদের গান-বাজনা-নৃত্য ধর্মের অঙ্গ এবং তা সংস্কৃতিরও অঙ্গ। ভাষা এবং সাহিত্য একই হ'লেও কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় শব্দ প্রয়োগে। আর মুসলমানদের ধর্ম গ্রন্থের ভাষা আরবী বলে, ছালাতে কুরআন মাজীদের পঠনীয় অংশ বাংলায় পড়া বৈধ নয়। সাহিত্যে যৌনতা, লজ্জাহীনতা, ধর্মবিরোধিতা মুসলমানদের জন্য নাজায়েয। সংস্কৃতি ও হিন্দু ধর্মে সে সবের বালাই নেই। এরূপ বহু পার্থক্য রয়েছে উভয়ের মধ্যে। সে কারণ বাংলাভাষী বাঙালী হিন্দু এবং মুসলমানদের সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা একই রূপ হ'তে পারে না।

আল্লাহ কুরআন সম্পর্কে বলেন, ‘এই কিতাবে কোনই সন্দেহ নেই। মুত্তাক্বীদের জন্য এটা পথ নির্দেশ’ *(বাক্বারাহ ২)*। কুরআন মাজীদে আরও বলা হয়েছে ‘কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে’ *(আহযাব ৩৬)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ‘আমি তোমাদের মধ্য হ’তে তোমাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছি, যে আমার আয়াত সমূহ তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করে। তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং তোমাদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় আর তোমাদেরকে এমন জিনিস শিক্ষা দেয় যা তোমরা পূর্বে জানতে না’ *(বাক্বারাহ ১৫১)*।

অতএব আল্লাহ্র কিতাবের বিধান এবং মহানবী (ছাঃ)-এর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা উত্তম বাণী আল্লাহ্র কুরআন এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম হেদায়াত মুহাম্মাদের হেদায়াত; সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যাপার নব-বিধান এবং প্রত্যেক নব-বিধান বিদ‘আত (ভ্রষ্টতা) *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১)*। নব-বিধান হ’ল ঐ সকল বিধান, যেগুলি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে প্রচলিত ছিল না এবং ছাহাবীগণের আমলেও যা চালু হয়নি। নিশ্চয়ই ছাহাবীগণ কখনও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অপসন্দনীয় কোন কাজই করেননি। মহানবী (ছাঃ)-এর আরেকটি হাদীছ, ‘যে ব্যক্তি যে কওমের অনুসরণ করে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে’। *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই এবং শয়তান প্রভুর প্রতি অত্যন্ত অবাধ্য’ *(বনী ইসরাঈল ২৭)*।

অতএব হিন্দুরা পূজা-পার্বনে, উৎসব-অনুষ্ঠানে যে আলপনা আঁকে তা মুসলমানদের জন্য অবৈধ। অনৈসলামিক বিষয়কে কেন ইসলামীকরণ করা হবে? যদি তা করা হয়, সেটাই হবে নব-বিধান, যা মুসলমানদের পক্ষে পরিতাজ্য। মিত্রকণ্ঠই তার প্রবন্ধে লিখেছেন, ‘আলপনার উদ্ভব হিন্দু-মানসিকতার ফল বটে। ব্রত আলপনা আলপনার আদি উৎস। ব্রতে কামনার ছবি প্রতিফলিত হয়। কামনা-বাসনা আরাধ্য দেব-দেবীর কাছে। অতএব ব্রতের আলপনায় ধর্মীয় উপাদান এসে যায়’। তাহ’লে আলপনা মুসলমানদের কাছে বৈধ হয় কি করে? মিত্রকণ্ঠ আরও লিখেছেন, ‘আমরা যে বাঙালী, বাঙালীর যে নিজস্ব সংস্কৃতি আছে তাই প্রমাণ করতে চাই। অতএব আলপনাকে বাদ দিলে নিজ পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়’।

‘মিত্রকণ্ঠ’ নামের লোকটা যদি হিন্দু হয়, তাহ’লে বাঙ্গালী হিন্দু হিসাবে তার নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চা করতে পারেন; কিন্তু মুসলমান বাঙ্গালী হ’লে কিছুতেই ঐ সংস্কৃতির চর্চা করতে পারবেন না। কেননা মুসলমানদের পক্ষে (বাঙ্গালী হ’লেও কিংবা তাদের পূর্ব পুরুষ যদি হিন্দুও হয়ে থাকে) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক নিষিদ্ধ কোন কাজই করা বৈধ হবে না। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

সাত বছর বয়সে ছালাতের নির্দেশ দান ও তার মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

*আতাউর রহমান**

মহান আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত সর্বশেষ গ্রন্থ হচ্ছে কুরআন মাজীদ, যা প্রচারিত হয়েছে তাঁর মনোনীত রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে। শরী‘আতের পরিভাষায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে ‘হাদীছ’ বলা হয়। যার আরেক নাম ‘অহিয়ে গায়ের মাতলূ’।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনকে নির্ভুল ও নির্ভেজাল *(বাক্বারাহ ২)* এবং বিজ্ঞানময় বলে অভিহিত করেছেন *(ইয়াসীন ২)*। সুতরাং পবিত্র ‘কুরআন’-এর ধারক, বাহক ও প্রচারক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ সমূহও নির্ভুল, নির্ভেজাল এবং বিজ্ঞানসম্মত।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমাদের সন্তান যখন সাত বছর বয়সে পদার্পণ করে তখন তাদের ছালাতের নির্দেশ দাও। আর দশ বছর বয়সে ছালাতের জন্য প্রহার কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও’ *(আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৫৭২ ‘ছালাত’ অধ্যায়, সনদ হাসান)*।

সম্মানিত পাঠক! আলোচ্য নিবন্ধে উপরোক্ত হাদীছটির মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আলোচ্য হাদীছে একটি বয়সসীমার (৭-১০) কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বাংলাদেশের শিশুনীতি অনুযায়ী ১৪ বছরের কম বয়সীরা ‘শিশু’ রূপে গণ্য। আবার ‘জাতিসংঘ’ শিশু অধিকার সনদে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী সকলেই শিশু।

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত শিশুদের বয়সসীমা ৬ থেকে ১০ বছর। ফলে হাদীছটিতে যে বয়সসীমা (৭-১০ বছর) পরিলক্ষিত হয়, সেই বয়সের সকলকেই আমরা ‘শিশু’ বলে অভিহিত করতে পারি। হাদীছটির মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানতে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সম্পর্কে জানা অত্যাবশ্যক।

শিশুর শারীরিক বিকাশঃ

শিশুর শারীরিক বিকাশ মূলতঃ মাতৃগর্ভ থেকেই শুরু হয়। এখানে শারীরিক বিকাশ বলতে তার জন্মের পর থেকে যে ওযন ও উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে থাকে সেটাকেই বুঝানো হয়েছে। শিশুর জীবনে যে শারীরিক বৃদ্ধি ঘটে তা দু’বার দেখা যায়। প্রথমটি হচ্ছে জন্ম থেকে দু’বছর বয়স পর্যন্ত

* *বিএসসি, সি-ইন-এড, বাঘেরহাট, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।*

এবং দ্বিতীয়টি বয়ঃসন্ধি কালের পূর্বে। এ দু'স্তরের মাঝেও শিশুর যে শারীরিক বৃদ্ধি ঘটে তার গতি খুবই মন্থর। শিশুর শারীরিক বিকাশের সাথে সাথে তার সঞ্চালনমূলক বিকাশও ঘটে থাকে। শারীরিক বৃদ্ধি ও সঞ্চালনমূলক বিকাশ কতগুলো নীতি অনুসরণ করে চলে। মানব শিশু সর্বপ্রথম তার মাথাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্জন করে। তার পায়ের নিয়ন্ত্রণ আসে সবার শেষে। এই নীতিকে মনোবিজ্ঞানীরা "Cephalo caudal principle" বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর বাইরে আর একটি নীতি দেখা যায়, যা "Proximodistal principle" নামে পরিচিত। এ নীতির ফলে দেখা যায় যে, শিশুর শারীরিক ও সঞ্চালনমূলক দক্ষতা শুরু হয় কাঁধ থেকে। কাঁধ থেকে বাহুতে, পরে হাতে এবং সবশেষে আঙ্গুলগুলোতে সঞ্চালিত হয়। লঘু মস্তিষ্ক সঞ্চালন ক্ষমতার কেন্দ্র। এই অংশের পূর্ণতা লাভের সাথে শিশুর সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শিশুর সঞ্চালনমূলক ক্ষমতার উপর অনেকখানি নির্ভর করে তার মানসিক বিকাশ।

শিশুর মানসিক বিকাশ:

শিশুর মানসিক বিকাশ কিভাবে ঘটে তা নিয়েও মনোবিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছেন। তাঁদের মতে মানবশিশু জন্মের সময় কিছু সহজাত আচরণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সে ক্ষুধা পেলে কাঁদে, শব্দ শুনলে চমকে ওঠে, চোখের পলক ফেলে ইত্যাদি। সুস্থ ও নিরাপদে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য সময়ের সাথে সাথে সে অনেক কিছু শিখে এবং তা ঘটে খুব ধীরে ধীরে। শিশুর এই শেখার ক্ষমতাটা নির্ভর করে তার মানসিক বিকাশের উপর। দৈহিক পরিপক্কতা, সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা ও অনুকূল পরিবেশ হচ্ছে শিশুর মানসিক বিকাশের পূর্বশর্ত। শিশুর মানসিক বিকাশ সম্পর্কে জ্যাঁ পিয়াজে গবেষণা করেছেন। চমকপ্রদ এই গবেষণায় শিশুর মানসিক বিকাশকে তিনি চার স্তরে ভাগ করেছেন। যথা-

(১) সংবেদন সঞ্চালনের স্তর (Sensory motor period): বয়সসীমা ০-২ বছর। জ্যাঁ পিয়াজে মনে করেন এই স্তরে শিশুর মানসিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় তার সংবেদন ও সঞ্চালন দ্বারা। তার অসংগতিপূর্ণ শরীর সঞ্চালনের মাধ্যমে শিশু পরিবেশের সাথে পরিচিত হয় এবং নতুন নতুন সাড়া দানে সক্ষম হয়। এভাবে তার চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটে।

ফলাফল: এ স্তরে শিশু ভাষা ও প্রতীকের ব্যবহার শেখে।

(২) প্রাক-কার্যকর স্তর (Pre-operational stage): বয়সসীমা ২-৭ বছর। এই স্তর দু'ভাগে বিভক্ত-

(ক) পূর্ব ধারণা স্তর (Pre-conceptual period)ঃ বয়সসীমা ২-৪ বছর। এ স্তরে শিশু কোন কিছুর শ্রেণীকরণ করতে পারে না বা কোন কিছুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা রাখে না।

ফলাফল: এ স্তরে শিশুর ভাষা জ্ঞানের দক্ষতা বাড়ে।

(খ) প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা সজ্ঞাত স্তর (Intuitive period): বয়সসীমা ৪-৭ বছর। জ্যাঁ পিয়াজের মতে, এ স্তরে শিশুরা কোন ঘটনার কারণ যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা দিতে পারে না। তবে এ সময়ে তাদের কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটে।

ফলাফল: এ স্তরে শিশুরা বড়দের অনুকরণ করতে শেখে।

(৩) বাস্তব কার্যকর স্তর (Concrete operational period): বয়সসীমা ৭-১১ বছর। এ স্তরে শিশুদের চিন্তা ও কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পায়। বস্তুর আকার-আকৃতি সম্পর্কে তাদের ধারণা জন্মে। অতীতের কোন ঘটনা তারা মনে রাখতে পারে। বিভিন্ন জিনিসের শ্রেণী বিন্যাস করতে পারে ও পার্থক্য বুঝে। বিভিন্ন মাপের ও আকারের বস্তুকে ক্রমানুযায়ী সাজাতে পারে।

(৪) আনুষ্ঠানিক কার্যকর স্তর (Formal operational period): বয়সসীমা ১১-১৭ বছর। জ্যাঁ পিয়াজের মতে, শৈশব ও বাল্যকালের আত্মকেন্দ্রিকতা অনেকাংশে কমে যায়। এ স্তরে তারা যুক্তিতর্ক করতে পসন্দ করে।

উপরোক্ত বয়সসীমার পরিসংখ্যান ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে যে ফলাফল পাওয়া যায় তা আলোচ্য হাদীছটির অন্তর্নিহিত ভাব বা তাৎপর্যকে ফুটিয়ে তোলে। অর্থাৎ আমরা জানতে পারলাম যে, চার বছর বয়স থেকে শিশুরা বড়দের অনুকরণ করতে শেখে এবং সাত বছর বয়সে এর স্থায়িত্বরূপ আসতে থাকে। তাদের চিন্তা ও কল্পনাশক্তির প্রখরতা বাড়ে। তারা যা কিছু শেখে তা সহজেই মনে রাখতে পারে বা স্মৃতিশক্তি সক্রিয় হয়। এভাবে তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে কারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাত বছর বয়সে ইসলামের একটি মৌলিক বিধান 'ছালাত' শিক্ষা দানের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং ছালাত শিক্ষা দানের উপযুক্ত সময় বা আদর্শ বয়স হচ্ছে সাত বছর। পাশাপাশি আমরা সুকৌশলে ঐ বয়সসীমার মধ্যে তাদের মাঝে দ্বীন ইসলামের আলো ছড়াতে সচেষ্ট হব। আমরা এমন কোন আচার-ব্যবহার তাদের সামনে করব না যা থেকে তারা খারাপ কিছু শেখে।

পরিশেষে বলা যায়, আজ থেকে চৌদ্দ শত বছর আগে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যে সমস্ত বাণী বা তথ্য আছে তা বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত। মহান আল্লাহ আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহ বোঝার ও মেনে চলার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

তথ্যসূত্রঃ সি-ইন. এড প্রশিক্ষণার্থীদের সিলেবাসভুক্ত 'শিশু মনোবিজ্ঞান' এবং 'শিখন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের মূল্যায়ন' পৃঃ ১৯-২১।

অর্থনীতির পাতা

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইমামদের ভূমিকা

*শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

'ইমাম' অর্থ নেতা। ইসলামের সোনালী যুগে যাঁদের ইমাম নামে অভিহিত করা হ'ত তাঁরা সকলেই স্ব স্ব যোগ্যতা বলেই সমাজের নেতা ছিলেন। দেশের আমীর-ওমারা, রাজা-বাদশা-সুলতান সকলেই তাঁদের কদর করতেন, পরামর্শ নিতেন, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে ভয়ও করতেন। কালের বিবর্তনে, মুসলিম রাজশক্তির পরাজয়ের ফলে এখন সেই ইমামদের আর সাক্ষাৎ মেলে না। এখন ইমাম বলতে মসজিদে যারা ছালাতে ইমামতি করেন তাঁদেরকেই বুঝানো হয়ে থাকে। এদের মধ্যে আবার বাংলাদেশের মসজিদগুলোর, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মসজিদের অধিকাংশ ইমামেরই শিক্ষাগত যোগ্যতা খুবই কম। এমনকি অনেকে বিশুদ্ধহভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারেন না, শরী'আত সম্পর্কেও সম্যক ধারণা নেই এমন অভিযোগও অপ্রতুল নয়। তবুও এখনও সমাজে যাঁরা সৎ লোক বা আমলে ছালেহ যাঁদের চরিত্রের অন্তর্গত ইমাম ছাহেবরা তাদের অগ্রগণ্য। বাংলাদেশের তিন লক্ষাধিক মসজিদের ইমাম তাই আমাদের আশার দীপ। সমাজের সাধারণ মানুষ এখনও তাদের সুখ-দুঃখের কাহিনী বলার জন্য ইমাম ছাহেবকেই কাছে পায়। পারিবারিক নানা পরামর্শও তাঁর সাথেই করে থাকে।

কিন্তু ইমাম ছাহেবরা যে ভূমিকা রাখলে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেত, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনে শুভ পরিবর্তন হ'তে পারত, সেদিকটা অনেকাংশেই উপেক্ষিত রয়ে গেছে। এর প্রধান কারণ তিনটা। **প্রথমতঃ** ইমাম ছাহেবদের নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বর্তমান সময়ের প্রয়োজন বুঝতে অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। **দ্বিতীয়তঃ** সমাজের অধিকাংশ লোকই মনে করেন ছালাতে ইমামতি ছাড়া ইমামদের আর করণীয় কিছু নেই। **তৃতীয়তঃ** প্রশাসন যন্ত্রেও তাঁদের সম্পৃক্ত করার জন্য কোন আমলেই সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। অথচ মুখে মুখে তাদেরকে গ্রামীণ এলিট, গ্রামীণ নেতা বলা হচ্ছে। কিন্তু থানা বা উপযেলা, যেলা বা বিভাগীয় শহরে সরকারের কোন কাজে বিশেষ করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে তাঁদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া যরূরী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইমাম ছাহেবদের নিজেদের মান উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁরা যেন ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সমর্থ হন সেজন্য গত তিন দশক ধরে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশে ছয়টি কেন্দ্রে ইমাম ছাহেবদের দেড় মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ দান কর্মসূচী চলে আসছে। এসব কর্মসূচীর ফলে ধীরে হ'লেও শহরে তো বটেই, গ্রামেও পরিবর্তনের হাওয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

গ্রাম বা শহর যে কোন জায়গার ইমাম ছাহেবরা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এদের অনেকেই মনে করেন, তাঁদের হাতে অর্থ নেই। সুতরাং কি দিয়ে তাঁরা কাজ শুরু করবেন? এর বিপরীতে বলা যায়, টাকা সমাজেই রয়েছে। প্রয়োজন শুধু সেগুলো যথাযথভাবে সংগ্রহ করা এবং পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগানো। একটু ব্যাখ্যা করা যাক।

আমাদের সমাজে শহরে তো বটেই, গ্রামেও অনেক বিত্তশালী ব্যক্তি রয়েছেন যারা যাকাত আদায় করে থাকেন। কিন্তু যাকাতের টাকাটা তারা অপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করেন। দশের লাঠি একের বোঝা হ'তে পারত যদি পরিকল্পিতভাবে সকলে মিলে দারিদ্র্য মোচনের কর্মকৌশল গ্রহণ করা যেত। যারা যাকাত আদায় করে অর্থাৎ যাকাত দিয়ে থাকেন তাদের সকলেই যদি সমুদয় টাকা এক জায়গায় জমা করতেন এবং সুচিন্তিত একটি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে যেতেন তাহ'লে দশ বছরেই একটা এলাকা থেকে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব ঘুচে যেত। ঋণগ্রস্তরা ঋণমুক্ত হ'তে পারত। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা একটু দুশ্চিন্তামুক্ত দিন কাটাতে পারত। এ কাজে ইমাম ছাহেবরাই নেতৃত্ব দিতে পারেন। একটা উদাহরণ দেয়া যাক। বাংলাদেশের এমন বহু গ্রাম রয়েছে যেখানে অন্ততঃ ২০/২৫ জন লোক নিয়মিত যাকাত দিয়ে থাকেন। এরা যদি বছরে গড়ে ন্যূনতম এক হাযার টাকা করেও যাকাত দেন তাহ'লে কুড়ি হাযার টাকা যাকাত আদায় হবে। এই টাকাটা যেখানে খুশী বিতরণ না করে যদি মসজিদের ইমাম ছাহেব দায়িত্ব নেন এবং তাঁর নেতৃত্বে একটা কমিটি গঠিত হয় তাহ'লে সেই কমিটিই সমগ্র টাকাটা সংগ্রহ করতে পারে। এ থেকেই কর্মসংস্থানমুখী অর্থাৎ বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে সেলাইমেশিন কেনা যেতে পারে, সাইকেল ভ্যান কেনা যেতে পারে, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে ২,০০০ বা ২,৫০০ টাকা হারে পুঁজি দেওয়া যেতে পারে। একটা গ্রামে যতজন বেকার, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, বিধবা মহিলা রয়েছে তাদের প্রায় সকলেই ইমাম ছাহেবের পরিচিত। এদের যোগ্যতা, প্রয়োজন, সততা, নিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যাপারেও তিনি ওয়াকিফহাল। সুতরাং কাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কি সাহায্য দিতে হবে সে ব্যাপারটা তিনি ভাল বুঝবেন। উপরন্তু ইমাম ছাহেবও সকলের বিশ্বাস ও আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব। এজন্যই তাঁর নেতৃত্বে কাজ হ'লে এবং দশ বছর মেয়াদী একটা কর্মসূচী গ্রহণ করলে গ্রাম হ'তে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য যে অনেকটাই দূর হবে সে কথা বলাই বাহুল্য। এর পরিবর্তে ব্যক্তি বিশেষ তার দেয়া যাকাতের টাকায় লুঙ্গি-

* প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

শাড়ী কিনে বিলিয়ে দিলে অথবা নগদ অর্থ প্রদান করলে যাকাত আদায় হবে ঠিকই কিন্তু সামাজিক কল্যাণ ও স্থায়ীভাবে বেকারত্ব দূর করা আদৌ সম্ভব হবে না।

এর পাশাপাশি ইমাম ছাহেবরা আরও দু-তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিতে পারেন। প্রথমটি হ'ল স্বাস্থ্য সচেতনতা ও পুষ্টি শিক্ষা। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম ছাহেবরা তাদের মুছল্লীদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন সহজেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ বলার পাশাপাশি হাতে কলমে কাজটা তিনি দেখিয়েও দিতে পারেন। মাদকদ্রব্যের প্রসার রোধ ও মাদকাসক্তির মরণ নেশা হ'তে যুবসমাজকে বাঁচার ক্ষেত্রেও ইমাম ছাহেবদের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হ'তে পারে। শুধু আইন করে সমাজদেহ হ'তে এই সর্বনাশা নেশা রোধ করা সম্ভব নয়। আজকের বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত ও ধনশালী দেশও তা পারেনি। এজন্য চাই মানসিক পরিবর্তন ও আখেরাতে জবাবদিহিতার বাধ্যবাধকতায় বিশ্বাস। মানুষ যখন আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, নিজেকে আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত হ'তে হবে এবং কৃতকর্মের ফলাফল ভোগ করতেই হবে এই বোধ যখন মানুষের মনে দৃঢ়মূল হয়েছে সে তখন শুধু অন্যায় হ'তে নিজেকে বিরতই রাখেনি; বরং প্রবৃত্তির তাড়নায় অন্যায় হয়ে গেলে নিজে থেকেই শাস্তি চেয়ে নিয়েছে। এই অবস্থা সমাজে তৈরী হ'তে হ'লে চাই মানসিকতার পরিবর্তন এবং সেজন্য চাই নিরন্তর নিরলস প্রয়াস। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেই কাজটাই করে গেছেন নবুওত পরবর্তী জীবনে। আজকের ইমামরা নায়েবে রাসূল বা রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য। তাই তাঁদের কর্মস্পৃহাও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনুসৃত কর্মপন্থারই অনুরূপ হ'তে হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যুবকদের সর্বনাশা মাদকাসক্তি হ'তে বাঁচাতে ইমাম ছাহেবরা যদি এগিয়ে আসেন, এদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে মুছল্লীদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, তাহ'লে সেটা হবে এক বিরাট কাজ।

সমাজবিধ্বংসী সূদের ভয়াবহ আগ্রাসনে মানুষ আজ নিষ্পিষ্ট। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হ'তে শুরু করে মুদ্রাস্ফীতি, জমি জিরাত বেহাত হওয়া থেকে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া সবই সূদের প্রত্যক্ষ কুফল। আজ বাংলাদেশের শহরতলী হ'তে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত সূদের ব্যাপ্তি ঘটেছে এবং তা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। গ্রামীণ দারিদ্র্য নিরসন ও নারীর ক্ষমতায়নের নামে 'মাইক্রো ক্রেডিট' বা ক্ষুদ্রঋণের যে জাল ফেলা হয়েছে তা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা ও মানসিকতা আজ লোপ পেতে বসেছে। ইসলামে সূদ সর্বৈব হারাম। সূদ গ্রহীতা, সূদ দাতা, সূদের সাক্ষ্যদানকারী ও সূদের হিসাব লেখক সকলেরই উপর আল্লাহ্র লা'নত। সূদ হারাম হওয়ার কারণেই এই সূত্রে উপার্জনও হারাম। আর হারাম উপার্জনে দো'আও কবুল হয় না। এই সঙ্গে রয়েছে গ্রামে বহুল প্রচলিত মহাজনী প্রথা যা নিছক সূদের ব্যবসা। মহাজনী ব্যবসার কবলে পড়ে কত মানুষ যে সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসেছে তার ইয়ত্তা নেই। উপরন্তু গ্রাম্য মহাজন তথা সূদখোরদের মানসিকতা যে কতটা নিকৃষ্ট, তাদের আচরণ যে কত নির্মম তার পরিচয় পাওয়া যায় দৈনিক খবরের কাগজগুলোর পাতা উল্টালে। আমরা বিস্মিত হই, বেদনায় হতবিহ্বল হই, যখন পড়ি 'ঘর সিডরে ভাঙ্গেনি, ভেঙ্গেছে মহাজন'। অর্থাৎ দেনার দায়ে মহাজন খাতকের ঘরের টিন-বেড়া-চাল খুঁটি পর্যন্ত উপড়ে নিয়ে গেছে। আর মাইক্রো ক্রেডিট প্রদানকারী এনজিওগুলোর অত্যাচার অপমান সইতে না পেরে যে কত অভাগিনী বিষ পান করেছে বা গলায় দড়ি দিয়েছে তার হিসাব রাখা ভার। এই অবস্থা হ'তে উদ্ধারের জন্যও ইমাম ছাহেবরা এগিয়ে আসতে পারেন।

মাইক্রো ক্রেডিট বা ক্ষুদ্রঋণের পরিবর্তে লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মাইক্রো ফাইন্যান্স বা ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বা অর্থায়নের ব্যাপ্তি ঘটাতে হবে গ্রামীণ জীবনে। পাশাপাশি উচ্ছেদের চেষ্টা করতে হবে ঘৃণ্য মহাজনী প্রথার। এজন্য যেমন কুরআন-হাদীছের শিক্ষার প্রসার প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন বিকল্প অর্থায়ন প্রক্রিয়া ও তার উৎস এবং ব্যবহার সম্বন্ধে জনগণকে অবহিতকরণ। এই কাজে ইমাম ছাহেবরা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম। কারণ তাঁরা সূদ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছের শিক্ষা বিষয়ে আমজনতাকে অবহিত করার ক্ষমতা রাখেন, তাদের সুযোগও রয়েছে। উপরন্তু কারা ইসলামী পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ করছেন, কিভাবে সেই বিনিয়োগ পাওয়া যায় এবং কাজে লাগানো যায় সে বিষয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অবহিত করতে পারেন। ইসলামী এনজিওগুলো তাদের কাজে আরও সফলতা অর্জন করতে পারবে, যদি ইমাম ছাহেবরা তাদের পাশে দাঁড়ান। একই সাথে এদের কাজে অসঙ্গতি বা সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রেও ইমাম ছাহেবরা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই দেশের কোন কোন ইসলামী ব্যাংক পরিচালিত 'পল্লী উন্নয়ন স্কীম' যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, সাফল্যও অর্জন করেছে। এ ধরনের আরও কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইমাম ছাহেবদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ খুবই উপযুক্ত ও সময়োপযোগী কৌশল হিসাবে গণ্য হ'তে পারে।

মুসলিম সমাজে বিদ্যমান রয়েছে ঘৃণ্য যৌতুক প্রথা। বর্তমানে জনমতের চাপে এর লেবাস পাল্টে নাম হয়েছে গিফট বা উপহার। যৌতুক প্রতিরোধে ইমামগণ অবশ্যই সক্রিয় ও উদ্যোগী ভূমিকা পালনে সক্ষম। গ্রামীণ সমাজ জীবনের এই অভিশাপ হ'তে মুক্ত হ'তে হ'লে গ্রামীণ নেতা হিসাবেই ইমামদের ভূমিকা পালন করতে হবে। ইমাম ছাহেবরা যদি যৌতুক দেওয়া হচ্ছে এমন বিয়ে না পড়ান, তাহ'লে এই সামাজিক কুপ্রথা দূর হ'তে বেশী সময় লাগার কথা না।

মরণব্যাধী এইডস হ'তে পরিত্রাণের জন্যই ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা প্রয়োজন। এর কোন বিকল্পও নেই। এ ব্যাপারে গ্রাম বা শহর কোন ভেদাভেদ ছাড়াই ইমাম ছাহেবরা কুরআন-হাদীছের আলোকে যৌনজীবনের পবিত্রতা ও বিশ্বস্ততা রক্ষার ব্যাপারে জনমত গঠনে ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। বর্তমানে টেলিভিশন বা খবরের কাগজের শ্লোগানে একটা বিরাট নৈতিক ফাঁক রয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে- 'নিরাপদ শারীরিক সম্পর্ক চাই'। অথচ শ্লোগানটি হওয়া উচিত ছিল- 'নিরাপদ বৈধ ও পবিত্র শারীরিক সম্পর্ক চাই'। ইসলাম বৈধ ও পবিত্রতার কথা বলে। নিরাপদ হ'লেও অনেক কিছু বৈধ এবং পবিত্র নাও হ'তে পারে। তাই বৈধ ও পবিত্র সম্পর্কের উপরও জোর দিতে হবে। এ ব্যাপারে দেশের ইমাম সমাজ জোর দিয়ে বলতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে এদেশের ইমাম সমাজ ঘুমন্ত সিংহ। তাঁরা তাঁদের শক্তিমত্তা ও প্রভাব সম্বন্ধে অনেকটাই বেখবর। দেশের ন্যূনাধিক তিন লক্ষ মসজিদের ইমাম এবং তাঁদের সঙ্গে অন্ততঃ দশজন করে মুছল্লীও যদি একযোগে কোন দাবী তোলেন তাহ'লে ত্রিশ লক্ষাধিক লোকের সমবেত শক্তির মুখে যে কোন অন্যায় আচার বানের তোড়ের মুখে খড়কুটো ভেসে যাবার মতই ভেসে যাবে।

সংক্ষিপ্ত এই আলোচনায় যে বিষয়টির প্রতি জোর দিতে চেষ্টা করা হয়েছে তাহ'ল আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইমাম ছাহেবরা, বিশেষ করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামরা গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। জনগণও তাঁদের সেবা চায়। এই সমাজে তাঁদের বিশ্বাসযোগ্যতা, সততা ও চরিত্র মাধুর্য প্রশংসনীয়। এগুলো তাঁদের সম্পদও বটে। এগুলোকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা যদি শহর-গ্রাম নির্বিশেষে আমজনতার ভাগ্য উন্নয়নের উদ্যোগ নেন, তাহ'লে সেটা হবে এক বিশাল ও খুবই গুরুত্ববহ খিদমত। নায়েবে রাসূল হিসাবে তাঁরা যেমন মসজিদে ইমামতি করবেন, তেমনি তার বাইরেও সমাজ উন্নয়নে ইমাম হিসাবেও তাঁরা কাজ করবেন। ফলে সমাজে যেমন তাঁদের ভূমিকা আরও মর্যাদাপূর্ণ ও গুরুত্বের দাবীদার হবে তেমনি তাঁরাও দেশ ও জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। আশার কথা, ইমাম ছাহেবদের অনেকেই তাঁদের এই ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন, আবার কেউ কেউ এলক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন। আমাদের প্রত্যাশা, সকলেই এজন্য এগিয়ে আসবেন এবং যাঁর যাঁর সাধ্যমত কাজ করে যাবেন। তাহ'লে বাংলাদেশের দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী সাড়ে পাঁচ কোটিরও বেশী লোকের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব হবে। গড়ে উঠবে সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ইমামরাও হোন যথাযোগ্য কারিগর। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের এই আন্তরিক অভিলাষ পূর্ণ করুন- আমীন!!

মাসিক আত-তাহরীক-এর নতুন গ্রাহক

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হ

এতদ্বারা মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর সম্মানিত গ্রাহক-এজেন্টদেরকে জানানো যাচ্ছে যে, 'বাংলাদেশ ডাক বিভাগ' জানুয়ারী '০৮ থেকে নতুন ডাক মাশুল নির্ধারণ করেছে। যা পূর্বের ডাক মাশুলের চেয়ে প্রায় ৩ গুণ বেশী। সেকারণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'আত-তাহরীক'-এর গ্রাহক চাঁদা বাড়াতে হচ্ছে।

নতুন বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল-

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	২৫০/= (ষান্মাসিক ১৩০)	--
সার্কভুক্ত দেশ সমূহ	১৩০০/=	৬৫০/=
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৬০০/=	৯৫০/=
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৮৫০/=	১২০০/=
আমেরিকা মহাদেশ	২১৫০/=	১৫০০/=

ড্রাফট পাঠানোর জন্য একাউন্ট নাম্বার

মাসিক **আত-তাহরীক**, এস.এন.ডি-১১৫

আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

অগ্রণী পার্সেল সার্ভিসেস
অগ্রণী কার্গো সার্ভিস
অগ্রণী এক্সপ্রেস মুভারস
অগ্রণী ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী

– প্রধান কার্যালয় –

৮১/বি/২ হোসেনী দালান রোড, চানখারপুল, ঢাকা।
ফোন: ৭৩০০০৬২, ৭৩৯৩১০১, ফ্যাক্স: ৮৮০ ২ ৯৩৪২২৪২: ই মেইল: agrani@bangla.net

-শাখা সমূহ-

ঢাকা ঃ ৭ কমিটিগঞ্জ লেন, বাবুবাজার মোড়, ঢাকা। ফোনঃ ৭৩৯৩১০১
চট্টগ্রাম ঃ ৩৬৬ ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড, আবুল খায়ের মার্কেট, কদমতলী, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ৭২৩৩৯২।
খুলনা ঃ ৫ আপার যশোর রোড, খুলনা। ফোনঃ ৭২৫৯৫৩।
যশোর ঃ জেলা রোড, যশোর। ফোনঃ ৬৬৪৮৭।
ফরিদপুর ঃ আলীপুর মোড়, ফরিদপুর। ফোনঃ ৬২৫০৭।
নোয়াপাড়া ঃ নোয়াপাড়া বাজার, নোয়াপাড়া। ফোনঃ ৩১২।
গোপালগঞ্জ ঃ মাদ্রাসা রোড, গোপালগঞ্জ।
দৌলতপুর ঃ কলেজ রোড, দৌলতপুর।

Contents

নবীনদের পাতা

ইসলামে পানাহারের বৈশিষ্ট্য

*হাফেয মুকাররম**

ভূমিকা:

ইংরেজীতে একটি কথা আছে, Health is wealth 'স্বাস্থ্যই সম্পদ'। সম্পদ বলতে আমরা সাধারণতঃ ধন-দৌলত, টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, গাড়ি-বাড়ী ইত্যাদি বুঝি। কিন্তু সুস্বাস্থ্য যে প্রকৃত সম্পদ, সে কথা আমরা মোটেই উপলব্ধি করি না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দু'টি সম্পদ সম্বন্ধে অধিকাংশ মানুষই অমনোযোগী। একটি স্বাস্থ্য, অপরটি অবসর'।[১] যে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী সে হয়ত বুঝতে পারে না তার স্বাস্থ্যের মূল্য কতটুকু। কিন্তু যে রোগগ্রস্ত সেই অনুভব করে- স্বাস্থ্যহীন জীবন কত অসাড় ও মূল্যহীন। সাত তলার উপর সুসজ্জিত মনোরম কক্ষে আরাম পালঙ্কে শুয়ে রোগের ব্যথায় যে জর্জরিত সে বুঝে তার সিন্দুকে পঞ্জীভূত হীরা-জহরত, প্রবাল, মুক্তা ও সোনা-রূপার মূল্য বেশি না সুস্থ-সবল দেহের মূল্য বেশি। এই মহামূল্যবান সম্পদ স্বাস্থ্যকে সুস্থ, সবল ও বলিষ্ঠ রাখার প্রধান উপকরণ হ'ল পানাহার বা খাদ্য গ্রহণ। খাদ্য ছাড়া বেঁচে থাকে এমন কোন প্রাণীর আবিষ্কার বিজ্ঞানীরাও করতে সক্ষম হননি। সুতরাং মানুষকে বাঁচতে হ'লে খেতে হবে। আর খাদ্যগ্রহণ সম্পর্কে ইসলামী শরী'আতে যে নিয়ম-নীতি বর্ণিত হয়েছে, সেই পদ্ধতি পালন করা আবশ্যক। অনেক সুন্নাত আছে যেগুলোর দিকে আমাদের তেমন ভ্রূক্ষেপ নেই। তার মধ্যে একটি অবহেলিত বিষয় হ'ল পানাহার গ্রহণপদ্ধতি। রাসূল (ছাঃ)-এর শিখিয়ে দেওয়া সুন্নাতী পদ্ধতি অনুযায়ী আমরা কিভাবে খাদ্য গ্রহণ করব সে বিষয়েই এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হ'ল।

খাদ্য উপার্জন :

আমরা যখন কোন বস্তু গ্রহণ করব তখন ভালভাবে জানব এর উৎস কোথায়। এর উপার্জনের পথ হালাল, না হারাম। বস্তুটি বৈধ, না অবৈধ। কারণ ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্তসমূহের অন্যতম হ'ল হালাল রূযী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيِّبًا. 'আল্লাহ তোমাদের যা রিযিক দিয়েছেন তা থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও' *(মায়েদাহ ৮৮)*। তিনি আরো বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ.

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে পবিত্র খাদ্য খাও' *(বাক্বারাহ ১৭৬)*। মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে হালাল রূযী ভক্ষণ করা। কারণ রূযী হারাম হ'লে আল্লাহর দরবারে কোন ইবাদত কবুল হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হুঁশিয়ারী হ'ল-

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَايَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا... ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَارَبِّ يَارَبِّ مَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য কিছুই গ্রহণ করেন না। ... অতঃপর রাসূল (ছাঃ) সফরে থাকা ধূলায় মলিন হওয়া এক মুসাফিরের কথা উল্লেখ করে বলেন, সে আকাশের দিকে দু'হাত উত্তোলন করে প্রার্থনা করছে, 'হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক!' অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিহিত পোশাক হারাম। এমনকি তার জীবিকা নির্বাহও হারাম। কেমন করে তার দু'আ কবুল হবে।[২]

হারাম ভক্ষণকারী কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِىَ بِالْحَرَامِ.

আবু বাকরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ঐ দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না যে দেহ হারাম দ্বারা গঠিত'।[৩]

হারাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য নবী, রাসূল ও ছাহাবাগণ সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। যেমন আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আবুবকর (রাঃ)-এর একজন গোলাম ছিল। তার জন্য রাজস্ব নির্ধারণ করা ছিল। আবু বকর (রাঃ) নিজেও সেখান থেকে অনেক সময় খেতেন। একদিন গোলাম খাদ্য নিয়ে এসে রাখলে আবুবকর (রাঃ) সেখান থেকে কিছু খেলেন। ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, আপনি এ খাদ্য সম্পর্কে কিছু জানেন কি? আবুবকর (রাঃ) বলেন, কেমন খাদ্য এটা? সে বলল, আমি জাহেলী যুগে গণকের কাজ করতাম এবং মানুষকে ধোঁকা দিতাম। সে সময়ের একজন লোকের সাথে সাক্ষাৎ হ'লে এগুলো আমাকে দেয়।

---

* *আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/৫১৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯২৮, 'মন গলানো উপদেশমালা' অধ্যায়।*

২. *ছহীহ বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৪০, ৭ম খণ্ড; 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়।*

৩. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/২৭৮৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৬৪।*

আয়েশা (রাঃ) বলেন, এরপর আবুবকর (রাঃ) মুখের ভিতর হাত প্রবেশ করিয়ে বমনের মাধ্যমে সব বের করে ফেলেন।[৪] আবুবকর (রাঃ)-এর ফেলে দেওয়ার কারণ হ'ল- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুকুর বিক্রয়ের মূল্য, ব্যভিচার বৃত্তি এবং গণকের উপার্জন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।[৫]

বুঝা গেল হালাল খাদ্যের ব্যাপারে ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। হালাল উপার্জনের উত্তম পদ্ধতি সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ أَنْ يَّأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ.

মিক্বদাম ইবনু মা'দিকারাব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিজ হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম আহার আর কিছু নেই। আল্লাহর নবী দাঊদ (আঃ) নিজ হাতের কামাই খেতেন'।[৬] সুতরাং হালাল উপার্জন ও হালাল খাদ্য গ্রহণের উত্তম পদ্ধতি হ'ল নিজ হাতে উপার্জন করে খাওয়া। মূসা (আঃ) শু'আইব (আঃ)-এর বাড়ীতে ৮/১০ বছর কাজ করেছেন *(ক্বাছাছ ২৭)*, নূহ (আঃ) জাহাজ নির্মাণ করেছেন *(হূদ ৩৭)*। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও ছাগল চরাতেন।[৭] অতএব মুসলিম হিসাবে জীবন যাপন করতে হ'লে হালাল উপার্জনের কোন বিকল্প নেই। হালাল উপার্জনে দেহ, মন ও আত্মা পবিত্র থাকে।

দস্তরখানা বিছানো :

খানা খাওয়ার সময় একটি কাপড় বিছানো, যেন কোন খাদ্য দানা পড়ে গেলে তা উঠিয়ে খাওয়া যায়। দস্তরখানার আরবী প্রতিশব্দ হ'ল مائدة (মায়েদাহ) । এই নামে পবিত্র কুরআনে একটি সূরাও অবতীর্ণ হয়েছে। ঈসা (আঃ) আসমান থেকে মায়েদাহ বা খাদ্যভর্তি পাত্রের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন *(সূরা মায়েদাহ ১১৪)*। এখান থেকে বুঝা যায় যে, পূর্ব যুগ থেকেই এই দস্তরখানার প্রচলন ছিল। আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সম্মুখ থেকে যখন দস্তরখানা উঠানো হ'ত তখন তিনি বলতেন,

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَامُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا.

উচ্চারণঃ *আল-হামদু লিল্লা-হি হামদান কাছীরাং ত্বইয়িবাম মুবা-রাকাং ফীহি। গাইরা মাকফিইন ওয়ালা মুওয়াদ্দা'ইন ওয়ালা মুস্তাগনান 'আনহু রব্বানা।*

অর্থঃ 'পাক-পবিত্র, বরকতময় অগণিত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। হে আল্লাহ! আপনার নে'মত হ'তে মুখ ফিরানো যায় না, আপনার অন্বেষণ ত্যাগ করা যায় না এবং এর প্রয়োজন হ'তেও মুক্ত থাকা যায় না'।[৮] ক্বাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবার কিভাবে খাদ্য খেতেন? তিনি বলেন, সাধারণ দস্ত রখানা বিছিয়ে।[৯] সুন্নাতী তরীকা মোতাবেক খাওয়ার সময় দস্তরখানা বিছানোই উত্তম।

বসে পানাহার করা :

বসে খাদ্য গ্রহণ করা সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) দাঁড়িয়ে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন।

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَّشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا.

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।[১০] অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَايَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَقِ 'তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। কেউ যদি ভুলবশতঃ করে তাহ'লে যেন বমি করে ফেলে'।[১১] দাঁড়িয়ে খাদ্য গ্রহণ করা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও ঠিক নয়। ডাঃ ব্লান কিউবের দৃষ্টিতে এতে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হ'তে পারে। যেমন হৃদ ও পিত্ত রোগ, মানসিক রোগ সহ এমন কিছু রোগে মানুষ আক্রান্ত হ'তে পারে যার দ্বারা মানুষের পরিচিতি নিঃশেষ হয়ে যায়।[১২]

উল্লেখ্য যে, একান্ত প্রয়োজনে কখনো দাঁড়ানো অবস্থাতেও পানি পান করা যায়। যেমন ওযূর অবশিষ্ট পানি, যমযম কূপের পানি।[১৩] আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি ওযূর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করে বললেন, লোকেরা দাঁড়িয়ে পানি পান করাকে অপসন্দ মনে করে, অথচ আমি যা করলাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তাই করেছেন।[১৪] আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় চলা অবস্থায় খেতাম ও দাঁড়ানো অবস্থায় পান করতাম।[১৫] অর্থাৎ বিশেষ প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পান করা যায়।

---

৪. *ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/২৬৬৬।*
৫. *ছহীহ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৪৪।*
৬. *বুখারী, মিশকাত হা/২৭৫৯ ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৬৩৯।*
৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১৮৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত, ৮ম খণ্ড, হা/৪০০৪।*
৮. *ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০১৭, 'খাদ্য' অধ্যায়।*
৯. *ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/৪১৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত, ৮ম খণ্ড, হা/৩৯৯০, 'খাদ্য' অধ্যায়।*
১০. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৮১।*
১১. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৬৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৮ম খণ্ড, হা/৪০৮২।*
১২. *ডাঃ মুহাম্মাদ তারিক মাহমূদ, সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, (ঢাকাঃ আল-কাওছার প্রকাশনী, ১৯৯৭), ১/৯৯ পৃঃ।*
১৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪২৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৮৩।*
১৪. *ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/৪২৬৯; 'খাদ্য' অধ্যায়।*
১৫. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪২৭৫ 'পানীয় দ্রব্যের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।*

বসার নিয়মঃ

রাসূল (ছাঃ) খাদ্য গ্রহণের সময় ঠেস দিতেন না এবং চেয়ার বা এ জাতীয় কোন আসনে বসে খাবার গ্রহণ করতেন না।[১৬]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَارُأَى رَسُوْلُ اللهِ يأكُلُ مُتَّكِيًا قَطُّ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ)-কে কখনো হেলান দিয়ে খানা খেতে দেখা যায়নি'।[১৭] আবু জুহাইফা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি হেলান দিয়ে খাই না'।[১৮] হেলান দিয়ে খাওয়া মূলতঃ অহংকারীদের আচরণ। তাছাড়া এতে তিনটি অপকার লক্ষ্য করা যায়- ১. সঠিকভাবে খাবার চিবানো যায় না। ফলে যে পরিমাণ লালা খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হওয়া প্রয়োজন তা হয় না। যার কারণে মাড় বিশিষ্ট খাবার (Carbohydrates) হজম হয় না। তাই হজম প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২. পাকস্থলী প্রশস্ত হয়ে যায়। ফলে অপ্রয়োজনীয় খাবার পেটে গিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ৩. যকৃতের (Liver) কার্যক্রম ব্যাহত হয়।[১৯]

খাওয়ার সময় তিনভাবে বসা যায় (ক) উভয় হাঁটু খাড়া করে বসা।[২০] এতে পরিমিত খাদ্য মানুষের পেটে প্রবেশ করে। (খ) দুই হাঁটু গেড়ে বসা।[২১] (গ) ডাক্তারদের দৃষ্টিতে এক হাঁটু উঠিয়ে বসা- এ বসাতে পরিমাণের চেয়ে অল্প কিছু বেশি গেলেও প্লিহা রোগ (spleen) থেকে মুক্ত থাকা যায় ও উরুর মাংসপেশী মযবুত ও দৃঢ় হয়।[২২]

পাত্র নির্বাচন :

নদী বা পুকুরের পানি হাত দিয়ে তুলে পান করা, দানাদার খাদ্য পাতিল থেকে সরাসরি উঠিয়ে খাওয়া, গাছ থেকে ফল ছিঁড়ে মুখে দেওয়া, এগুলো ছাড়াও আমরা সাধারণতঃ যেকোন পানীয় বা খাদ্য কোন পাত্রের মাধ্যমে গ্রহণ করে থাকি। সেই পাত্রটি অবশ্যই বিধর্মীদের ব্যবহার্য কি-না তা দেখা উচিত। কারণ ইহুদী-খ্রীষ্টান বা বিধর্মীদের পাত্র ব্যবহার করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন।

عَنْ أَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخَشَنِىِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ أَفَنَأْكُلُ فِيْ أَنِيَتِهِمْ؟ قَالَ لَا تَأْكُلُوْا فِيْهَا إِلَّا أَنْ لَّاتَجِدُوْا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا.

'আবু সালাব আল-খাশানী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা তো ইহুদী-মুশরিকদের এলাকায় বসবাস করি। আমরা কি তাদের পাত্রে পানাহার করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না। তবে উহা ছাড়া যদি কিছু না পাও তাহ'লে ধুয়ে ফেলে তাতে পানাহার কর'।[২৩]

তবে ক্ষেত্রবিশেষে একান্ত প্রয়োজনে অমুসলিমদের পাত্র ব্যবহার করা যায় এবং তাতে পানাহার করা যায়। এক সফরে রাসূলে করীম (ছাঃ) জনৈক মুশরিক মহিলার মশক হ'তে পানি নিয়েছিলেন এবং ছাহাবীগণকে পান করতে ও তাদের পশুকে পান করাতে বলেছিলেন।[২৪]

এছাড়া সোনা-রূপার পাত্রেও খানা-পিনা করা ইসলামে নিষেধ।

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَّشْرَبَ فِى آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ وَأَنْ نَّأكُلَ فِيهَا.

হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে সোনা-রূপার পাত্রে পান করতে এবং তাতে আহার করতে নিষেধ করেছেন।[২৫]

দুনিয়াবী অনেক সুযোগ-সুবিধা থাকলেও সেগুলো মুমিনরা ভোগ করতে পারে না।

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَاتَشْرَبُوْا فِى آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَاتَأْكُلُوْا فِيْ صَحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَهِىَ لَكُمْ فِى الْآخِرَةِ.

হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা সোনা-রূপার পাত্রে পান করো না এবং তাতে খেও না। কেননা এগুলো হ'ল তাদের (কাফের) জন্য দুনিয়াতে আর তোমাদের (মুমিনদের) জন্য আখিরাতে'।[২৬]

বিসমিল্লাহ বলা :

মুসলিম ব্যক্তিমাত্রই যেকোন ভাল কাজ করার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলবে। 'বিসমিল্লাহ' বলার মাধ্যমে মূলতঃ আল্লাহ্কে স্মরণ ও তাঁর উপর ভরসা করা হয়। 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া শুরু করলে খাদ্যে বরকত হয়। ওয়াহশী ইবনু হারব (রাঃ) বলেন, ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা খাদ্য খাই কিন্তু তৃপ্ত হই না।

---

১৬. *বুখারী, মিশকাত হা/৪১৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৯০।*
১৭. *আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/৪২১২।*
১৮. *ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/৪১৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৯০।*
১৯. *সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, ২/৯৬।*
২০. *ছহীহ মুসলিম হা/২০৪৪; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৭৫১।*
২১. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৭৭৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১০৫; তাবারাণী, ফাৎহুল বারী ৯/৪৫২।*
২২. *সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, ১/৯৪ পৃঃ।*
২৩. *বুখারী, মুসলিম, সুবুলুস সালাম হা/১৯/৬।*
২৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৮৪ 'মু'জিযা' অনুচ্ছেদ।*
২৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩২১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১২৯ 'পোশাক-পরিচ্ছেদ'।*
২৬. *ছহীহ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৭২ 'পানীয় দ্রব্য' অনুচ্ছেদ।*

তিনি বললেন, 'বিসমিল্লাহ বলে খাও, তোমাদের খাদ্যে বরকত হবে'।[২৭] এর দ্বারা বুঝা যায় যে, বিসমিল্লাহতে বরকতপূর্ণ এমন প্রভাব আছে যা কোন কাজের শুরুতে বললে সে কাজে বা কথায় সফলতা পাওয়া যায়।[২৮] সুতরাং খানা আসার সাথে সাথে খাওয়া শুরু না করে 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَّايُذْكَرَ اسْمُ اللهِ.

'শয়তান সেই খাদ্যকে নিজের জন্য হালাল করে নেয়, যাতে 'বিসমিল্লাহ' বলা হয় না'।[২৯]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَامَبِيْتَ لَكُمْ وَلَاعَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ.

জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন ব্যক্তি তার গৃহে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে ও খাওয়ার সময় আল্লাহ্কে স্মরণ করে, তখন শয়তান (তার অনুসারীদেরকে) বলে, এই ঘরে তোমাদের জন্য রাত্রি যাপনের কোন সুযোগ নেই এবং খাদ্যও নেই। আর যখন সে আল্লাহর নাম ছাড়া প্রবেশ করে তখন শয়তান বলে, তোমরা রাত্রি যাপনের স্থান পেয়েছ। সে খাওয়ার সময়ও যদি আল্লাহ্র নাম না নেয়, তখন শয়তান বলে, তোমরা রাত্রি যাপন ও খাওয়া উভয়টির সুযোগ পেলে'।[৩০]

হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কোন খাবার মজলিসে উপস্থিত হ'তাম, তখন তিনি খাদ্যে হাত না রাখা পর্যন্ত আমরা আমাদের হাত খাদ্যে রাখতাম না (আরম্ভ করতাম না)। একবার আমরা তাঁর সঙ্গে এক খাওয়াতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় একটি মেয়ে এমনভাবে আসল যেন তাকে তাড়িয়ে আনা হয়েছে। সে খাদ্যের মধ্যে হাত রাখতে উদ্যত হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার হাত ধরে ফেললেন। অতঃপর এক বেদুঈন আসল। তাকেও যেন তাড়িয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। তার হাতও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ধরলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই শয়তান তখনই খানাকে হালাল মনে করে যখন তাতে আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয় না। এজন্য সে ঐ মেয়েটিকে নিয়ে এসেছিল, যেন তার দ্বারা খানাটি নিজের জন্য হালাল করতে পারে। তাই আমি ওর হাত ধরলাম। পরে সে (ব্যর্থ হয়ে) ঐ বেদুঈনকে নিয়ে এসে খাদ্যকে নিজের জন্য হালাল করতে চেয়েছিল। তাই আমি তার হাত ধরে ফেললাম। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, ঐ মেয়েটির হাতের সাথে শয়তানের হাতটিও আমার হাতের মুঠোয় রয়েছে।[৩১] হাদীছের প্রথমাংশ থেকে বুঝা যায় একই মজলিসে বড়দের প্রাধান্য দেওয়া সুন্নাত।

খাওয়ার সময় 'বিসল্লিাহ' বলতে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে বলবে بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ 'বিসমিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখিরাহু'।[৩২] অন্য বর্ণনায় ছহীহ সূত্রে এসেছে بِسْمِ اللهِ فِيْ أَوَّلِهِ وَآخِرِهُ। এটা শুধু খাওয়ার ক্ষেত্রেই নয়; বরং যে কোন ক্ষেত্রে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে উপরিউক্ত দু'আটি পড়তে হয়।

নিকট থেকে ও ডান হাতে খাওয়া :

বর্তমান বিশ্বে খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া পরিবর্তিত হচ্ছে। অধিকাংশ উন্নত রাষ্ট্রগুলো আধুনিকতার হাওয়ায় মিশে গিয়ে তারা হাত ছেড়ে চামচ দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করে। অথচ ইসলামের পদ্ধতিই অত্যাধুনিক, সার্বজনীন, মানুষের জন্য সহজসাধ্য, সহনীয়, স্বাস্থ্যসম্মত। বর্তমানে আমেরিকার সুশীল সমাজের কিছু ব্যক্তিকে কাঁটা চামচ ছেড়ে হাত দ্বারা খাদ্য গ্রহণ ও খাওয়ার পর হাত পরিস্কার না করে আঙ্গুল চেটে খেতে দেখা যাচ্ছে। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হ'লে তারা বলেন, আমেরিকান বিজ্ঞানীদের মতে যখন হাত দ্বারা খানা খাওয়া হয়, তখন আঙ্গুলের লোমকুপ থেকে যে plazma বের হয়, তা Microscope দ্বারা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তা স্বাস্থ্যসম্মত।[৩৩] সুতরাং হাত দিয়ে খাদ্য খাওয়া সুন্নাত, বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যসম্মত।

عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا فِيْ حِجْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِيْ تَطِيْشُ فِيْ الصَّفْحَةِ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ.

ওমর বিন আবু সালামা বলেন, আমি গোলাম হিসাবে রাসূল (ছাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। খাওয়ার সময় আমার হাত পাত্রের চতুর্দিকে ছুটে বেড়াত। রাসূল (ছাঃ) বললেন,

---

২৭. *আলবানী, ছহীহ আবুদাঊদ, হা/৩১৯৯।*
২৮. *মুহাম্মাদ আবু তালেব, বিজ্ঞানময় কোরআন (চট্টগ্রামঃ ইডেন প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশঃ ২০০১), পৃঃ ৩৪,৩৫৪।*
২৯. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৮১, 'খাদ্য' অধ্যায়।*
৩০. *ছহীহ মুসলিম, 'খাদ্য' অধ্যায়; মিশকাত হা/৪১৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৮২।*
৩১. *ছহীহ মুসলিম 'খাদ্য' অধ্যায়, মিশকাত হা/৪২৩৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৫৩।*
৩২. *আবুদাঊদ হা/৪২০২, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪২০২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০২০, 'খাদ্য' অধ্যায়।*
৩৩. *সুন্নাতের রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ৯১।*

'বিসমিল্লাহ বল, ডান হাতে খাও এবং নিজের সম্মুখ থেকে খাও'।[৩৪] পাত্রের মাঝ থেকে খাদ্য গ্রহণ না করে নিকট থেকে গ্রহণ করলে তাতে বরকত হয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট সারীদ (এক প্রকার সুস্বাদু খাদ্য) আনা হ'ল। তিনি লোকদেরকে বললেন, 'তোমরা এর পার্শ্ব থেকে খাও, মধ্য থেকে খেও না। খাদ্যের বরকত মাঝখানেই অবতীর্ণ হয়'।[৩৫] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন খানা খায়, তখন সে যেন পাত্রের উপরিভাগ হ'তে না খায়; বরং নিম্নভাগ ও সম্মুখ থেকে খায়। কেননা বরকত মাঝখানে অবতীর্ণ হয়।[৩৬] অতএব শর্তহীনভাবে ডান হাতে ও ডান দিক থেকে এবং সম্মুখ থেকে খানা খেতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِيْنِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ

'তোমাদের কেউ যখন খাবে, তখন সে যেন ডান হাতে খায়। আর যখন পান করবে তখন যেন ডান হাতে পান করে'।[৩৭] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'তেমাদের কেউ যেন বাম হাতে না খায় ও পান না করে। বাম হাত দিয়ে অপরের নিকট থেকে কিছু না নেয় ও অপরকে যেন কিছু না দেয়। কারণ শয়তান বাম হাতে খায়, পান করে, বাম হাতে অপরকে জিনিস দেয় ও বাম হাতে নেয়'।[৩৮] তাছাড়া বাম হাতে পানাহার বিধর্মীদের সংস্কৃতি। এরপরেও কেউ যদি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে বাম হাতে খায় তাহ'লে তার শাস্তি অবধারিত, সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে জনৈক ব্যক্তি বাম হাতে খাদ্য খেলে তিনি ডান হাতে খেতে বললেন। সে (অহংকারবশত) বলল, আমি পারছি না। রাসূলে কারীম (ছাঃ) বললেন, 'তুমি যেন আর না পারো। অহংকার ব্যতীত অন্য কিছুই তাকে বাঁধা দেয়নি'। (পরে জানা যায়) সে তার হাত আর কখনো মুখ পর্যন্ত তুলতে পারেনি।[৩৯]

ডান হাতে খাওয়ার সাথে সাথে খাদ্য পরিবেশনও ডান দিক থেকে করতে হবে।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ فَأُعْطِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدَحَ فَشَرِبَ وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُوْبَكْرٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ عُمَرُ أَعْطِ أَبَابَكْرٍ يَارَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ الَّذِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ اَلْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ وَفِيْ رِوَايَةٍ اَلْأَيْمَنُوْنَ اَلْأَيْمَنُوْنَ إِلَّافَيَمْنُوْا.

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি (দুধের পেয়ালা) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট পেশ করা হ'ল। তিনি পান করলেন। এ সময় তাঁর বাম পার্শ্বে ছিলেন আবুবকর (রাঃ) ও ডানে ছিল এক বেদুঈন। ওমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আবুবকরকে আগে প্রদান করুন। কিন্তু তিনি ডান পার্শ্বের বেদুঈনকে দিলেন। অতঃপর বললেন, ডান দিকে, ডান দিকের ব্যক্তিরই হক্ব প্রথমে রয়েছে। অন্য বর্ণনায় আছে, ডানে যারা আছে তারা, তারপর ডানে যারা আছে তারাই হকদার। সাবধান! ডান পার্শ্বওয়ালাদের অগ্রাধিকার দাও'।[৪০]

অতএব যেই হোন না কেন ডান দিক থেকেই খাদ্য পরিবেশন করতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরে সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে কেউ থেকে থাকলে তিনি আবুবকর (রাঃ)। অথচ তাঁর ব্যাপারে কোন শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয়নি। তবে অনুমতি সাপেক্ষে পরিবেশন করা যায়।

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমতে একটি (দুধের) পেয়ালা পেশ করা হ'লে তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন। তাঁর ডানে ছিল বৈঠকের সর্বাপেক্ষা ছোট একটি বালক। আর প্রবীণ লোকজন ছিলেন তাঁর বামে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বালকটিকে বললেন, তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে যে, পেয়ালাটি প্রবীণদেরকে দিব? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনার অবশিষ্টের ব্যাপারে আমি অন্য কাউকেও প্রাধান্য দিব না। তখন তিনি পেয়ালাটি বালককেই দিলেন।[৪১] লক্ষণীয় যে, উপরোক্ত পর পর দু'টি হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, রাসূল (ছাঃ) ছিলেন সেই মজলিসের প্রধান ব্যক্তি। আর পেয়ালাটি এনে রাসূল (ছাঃ)-কেই দেওয়া হয়েছিল। অতএব প্রধান ব্যক্তি বা প্রধান অতিথিকে দিয়ে প্রথমে আরম্ভ করা সুন্নাত।

[চলবে]

৩৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৫৩৭৬; ছহীহ মুসলিম হা/২০২২; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৬২২; মিশকাত হা/৪১৫৯ 'খাদ্য' অধ্যায়।*

৩৫. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত হা/৪২১১, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০২৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮২৫।*

৩৬. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪২১১।*

৩৭. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬৩।*

৩৮. *ছহীহ মুসলিম, ইবনু মাজাহ হা/৩২৬৬, সনদ ছহীহ।*

৩৯. *ছহীহ মুসলিম হা/২০২১; রিয়াযুছ ছালেহীন, তাহক্বীক্ব আলবানী হা/৭৪৫।*

৪০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪২৭৩।*

৪১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪২৭৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৮৯।*

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

চিকিৎসা জগত

পুদিনার ঔষধিগুণ

মন-মেযাজ ভাল করতে, অবসাদ দূর করতে এবং তনুমন জুড়ে ব্যাপক বিরক্তি দূরীভূত করতে কয়েকটা পুদিনা পাতা ধুয়ে চিবিয়ে খেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই মন ভাল হয়ে যাবে, কাজকর্ম করতে গিয়ে তাজা ও ফুরফুরে লাগবে। এছাড়া বাড়তি শক্তি মিলবে। গরমের সময় জ্বর কিংবা পেট খারাপে, এমনকি অতি রোদের কারণে সানষ্ট্রোক থেকে বাঁচতে পুদিনা বিশেষ উপকারী। পুদিনার শরবত দিনে অন্তত দু'বার খেতে হবে। পুদিনার শরবত, চাটনি দু'টোই খুব উপকারী। পুদিনা খেলে খাবার সহজেই পরিপাক হয়। পেটে গ্যাস জমতে পারে না। মাথা ঠাণ্ডা থাকে। নিয়মিত পুদিনা খেলে ভালভাবে পিত্ত নিঃসরণ হয়। পুদিনার শরবত মেয়েদের শরীরের রক্ত ও স্তন্যপায়ীদের দুধ বাড়ায়। দশ-বারো ফোঁটা পুদিনা পাতার রস এক গ্লাস পানিতে ঢেলে অল্প লবণ ও চিনি দিয়ে খেলে প্রস্রাব পরিষ্কার হয়। পুদিনার শরবত শরীরের ভেতরকার দূষিত বর্জ্য পদার্থগুলোকে দ্রুত বাইরে বের করে দেয়। শরীরে জীবাণু ও ছত্রাকের আক্রমণ রুখতে পুদিনা ফলের উপকারিতা সর্বজনবিদিত। পুদিনা থেকে উদ্বায়ী মেনথল তথা পিপারমিন্ট অয়েল পাওয়া যায়। পিপারমিন্টে সর্বোচ্চ মাত্রায় মেনথল থাকে, যা শরীরের জন্য উপকারী। সব্জিতে, ফল-ফলাদির সালাদে, ভেজিটেবল সালাদে, সালাদ ড্রেসিং করতে, স্যুপে, ফলের রসে মিশিয়ে এবং শেষপাতে ফল-মূলের সাথে পুদিনা ছড়িয়ে দিয়ে খাওয়া যায়।

ফ্লু রোধ করতে, পাতলা পায়খানা দূর করতে ও হজমশক্তি বৃদ্ধিতে পুদিনার শরবত, চাটনি অব্যর্থ ওষুধ। পুদিনা কাঁপুনি, হিক্কা তোলা রোধ করে এবং বাতের ব্যথায় পুদিনা পাতার ক্বাথ আরাম দেয়। বুক ধড়ফড়ানি কমাতে পুদিনা পাতার রস এবং আধকপালি মাথাধরা বা মাইগ্রেনে পুদিনার মেনথল ব্যবহারে খুব উপকার পাওয়া যায়। মাইগ্রেনে পুদিনাপাতা থেঁতো করে কপালে প্রলেপ দিলে স্বস্তি মিলবে। এই মেনথল শরীরের ঘা, চুলকানি কমাতেও সাহায্য করে। পুদিনার পিপারমিন্ট পেট ফাঁপা ও উদরাময় রোগে ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পুদিনা জাপান থেকে বিশ্বের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

একশ' গ্রাম পুদিনায় প্রোটিন থাকে ৪.৮ গ্রাম, ফ্যাট ০.৬ গ্রাম, আঁশ দুই গ্রাম, খনিজ পদার্থ ১.৯ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট তথা শ্বেতসার থাকে ৫.৮ গ্রাম, শক্তি ৪৮ কিলো ক্যালরী, ক্যালসিয়াম ২০০ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ৬২ মিলিগ্রাম, লোহা ১৫.৬ মিলিগ্রাম। ভিটামিনের মধ্যে ক্যারোটিন থাকে ১৬২০ মাইক্রোগ্রাম, থিয়ামিন ০/০৫০ মিলিগ্রাম, রাইবোফ্ল্যাভিন ০.২৬০ মিলিগ্রাম, নিয়াসিন ১ মিলিগ্রাম, ফ্রি-ফোলিক এ্যাসিড ৯/৭ মাইক্রোগ্রাম, মোট ফোলিক এ্যাসিড ১১৪ মাইক্রোগ্রাম। ভিটামিন সি মেলে ২৭ মিলিগ্রাম। খনিজ পদার্থের মধ্যে ম্যাগালেসিয়াম মেলে ৬০ মিলিগ্রাম, তামা ০.১৮ মিলিগ্রাম, ম্যাঙ্গানিজ ০.৫৭ মিলিগ্রাম, জিংক ০.৪৪ মিলিগ্রাম, ক্রোমিয়াম ০.০০৮ মিলিগ্রাম, সালফার ৮৪ মিলিগ্রাম, ক্লোরিন ৩৪ মিলিগ্রাম, অক্সালিক এ্যাসিড ৩৩ মিলিগ্রাম, ফাইটিন ফসফরাস ৪ মিলিগ্রাম। আমাদের বাসাবাড়ীতে পড়ে থাকা সামান্য জমিতে অথবা টবে কয়েকটা পুদিনার ডাল ভেঙ্গে লাগিয়ে দিলেই হয়। বর্ষাতে পানির প্রয়োজন নেই। শীতে মাঝে মধ্যে পানি দিলে সারা বছরই পুদিনা পাতা পাওয়া যায়।

নীরব ঘাতক 'হেপাটাইটিস বি' ভাইরাস

হেপাটাইটিস-বি এক ধরনের ভাইরাস যা মূলত লিভারকে আক্রমণ করে। এর সংক্রমণের ফলে পৃথিবীর অন্যতম ঘাতক ব্যাধি লিভার সিরোসিস ও লিভার ক্যান্সার হ'তে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৫ শতাংশ হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের দীর্ঘ মেয়াদি বাহক এবং এদের ২০ শতাংশ লিভার ক্যান্সার ও সিরোসিসের কারণে মারা যেতে পারে। বাস্তবে হেপাটাইটিস-বি এইডসের চেয়ে ১০০ গুণ বেশী সংক্রামক এবং প্রতিবছর এইডসের কারণে পৃথিবীতে যত লোক মৃত্যুবরণ করে তার চেয়ে বেশী মৃত্যুবরণ করে হেপাটাইটিস-বি'র কারণে।

সংক্রমণ উপসর্গ: (১) এক-তৃতীয়াংশ লোক কিছুই বুঝতে পারেন না (২) এক-তৃতীয়াংশ লোকের ফ্লুর মত মাথাব্যথা, গা শিরশির করে এবং জ্বর হয় (৩) এক-তৃতীয়াংশ লোকের হ'তে পারে জন্ডিস, ক্ষুধামন্দা, ডায়রিয়া, বমি ও জ্বর।

হেপাটাইটিস-বি আক্রান্তদের করণীয়: (১) চিকিৎসকের পরামর্শ মত বিশ্রাম নিতে হবে (২) পরিবারের অন্যদের খুব নিকট সাহচর্য এড়িয়ে চলতে হবে। যেমন- টয়লেট, গ্লাস, থালা, কাপ ইত্যাদি পৃথকভাবে ব্যবহার করতে হবে (৩) হাতুড়ে ডাক্তার, কবিরাজ দিয়ে চিকিৎসা করানো থেকে বিরত থাকতে হবে (৪) চিকিৎসকের পরামর্শমত চিকিৎসা নিতে হবে।

এ রোগ আছে কি-না বোঝার উপায়: (১) রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, শরীরে হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস আছে কি-না? (২) রক্ত পরীক্ষায় নেগেটিভ অর্থাৎ ভাইরাস না থাকলে এর টিকা নেওয়া যায় ও রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলা যায় (৩) রক্ত পজিটিভ হ'লে অবশ্যই চিকিৎসা করাতে হবে।

প্রতিরোধের উপায়: (১) ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা (২) ইনজেকশন ব্যবহারের সময় ডিসপোসিবল সিরিঞ্জ ব্যবহার করা (৩) দাঁতের চিকিৎসার সময় জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া (৪) রোগের বিরুদ্ধে নিজের শরীরে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা অর্থাৎ টিকা নেয়া (৫) হেপাটাইটিস-বি এর টিকা ৪টি ডোজ নিতে হয়। প্রথম তিনটি ১ মাস পর পর এবং চতুর্থ ডোজটি প্রথম ডোজের ১ বছর পর নিতে হয়।

শিশুদের জন্য টিকা: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সব নবজাতককে হেপাটাইটিস বি'র টিকা নেয়া অত্যন্ত যরূরী বলে ঘোষণা করেছে এবং ইতিমধ্যে ৮০টির বেশী দেশ এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে টিকা দেয়ার সম্প্রসারিত কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ টিকা যে কোন বয়সে যে কোন দিন নেয়া যায়।

[সংকলিত]

ক্ষেত-খামার

উপকারী ভেষজ বৃক্ষ মেহগনি

আমাদের দেশে ভেষজ কীটনাশক হিসাবে বেশ আগে থেকেই নিম, তুঁত, নিসিন্দা, তামাক পাতার নির্যাস ব্যবহার হয়ে আসছে। পৃথিবীর সবচেয়ে উপকারী গাছ হিসাবে নিম এখন সবার কাছে পরিচিত। গবেষকরা প্রায় ২০০ বছর ধরে নিমের উপর গবেষণা কাজ চালিয়ে আসছেন। ফলে এ গাছটির প্রতিটি অংশেরই উপকারিতা সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা মতামত প্রকাশ করেছেন। অথচ একই পরিবারভুক্ত বৃক্ষ হয়েও মেহগনির গবেষণা তথ্য এখনো অপ্রতুল।

১৭৯৫ সালে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে মেহগনি প্রথম এ উপমহাদেশে আনা হয়। তখন কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনে পরীক্ষামূলক এ বৃক্ষের আবাদ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে সম্ভাব্যতা যাচাই করে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে এর চাষ সম্প্রসারণ করা হয়। পৃথিবীতে এ যাবৎ তিন প্রজাতির মেহগনি বৃক্ষ আছে বলে জানা গেছে। মূলত এটি শোভাবর্ধনকারী ও মূল্যবান কাঠ হিসাবে আমাদের কাছে পরিচিত হ'লেও মেহগনির রয়েছে নানা ভেষজ ওষুধি গুণাগুণ। ফসলের উপকারী পোকামাকড়ের ক্ষতি না করে বালাইনাশক হিসাবে এর রয়েছে বিশেষ কার্যকারিতা। মেহগনির উপর গবেষণার কাহিনীটিও বেশ চমৎকার। ২০০০ সালে খুলনার দৌলতপুরের পার্শ্ববর্তী সোনাতুনিয়া গ্রামের দু'জন কৃষক তিতা জাতীয় খাবার খাওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। একজন অপরজনকে তিতা খাওয়ার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। অপরজন সেটি গ্রহণ করে মেহগনি ফল খেতে সম্মত হয়। কচি মেহগনির ফলে ৩-৪টি কামড় দিয়ে চিবুনি দেয়ার পর চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী কোন কথা বলতে পারার মতো অবস্থায় না থাকায় বেশ কিছুক্ষণ ঝিম মেরে পড়ে থাকেন ও চ্যালেঞ্জে হেরে যান।

একই বছর আমন মৌসুমে ধান ক্ষেতে আইপিএম পদ্ধতি প্রয়োগের অংশ হিসাবে ডাল পোতার কাজ শুরু হয় এবং মেহগনি গাছের ডাল দিয়ে সেটি সম্পন্ন করা হয়। একদিন সোনাতুনিয়া আইপিএম প্রশিক্ষিত কৃষক আব্দুল গণি জানায়, আইপিএম পদ্ধতিতে ক্ষেতে ডাল পোতার জন্য মেহগনি ডাল ব্যবহার করলে ঐ ডালে কোন পাখি বেশী সময় বসবে না। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো জানান, মেহগনি গাছে কোন পাখি বাসা বাঁধাতো দূরে থাক বেশীক্ষণ বসে বিশ্রামও নেয় না। বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়ে বেশ কয়েকদিন পর্যবেক্ষণ করার পর দেখা গেল, তথ্যটি অনেকাংশে সঠিক। এমনকি মেহগনি গাছের পাতা পোকামাকড় দ্বারা আক্রান্ত হয় না। মূলতঃ তখন থেকেই ভেষজ কীটনাশক হিসাবে মেহগনি ফলকে ব্যবহারের চিন্তা-ভাবনা শুরু করা হয়।

আইপিএম প্রশিক্ষণে যাওয়ার আগে অবশ্য কৃষক দ্বারা বিভিন্ন ফসলে, তুঁতে বোর্দ মিকচার, বার্গান্ডি মিকচার, তামাক পাতার রস ব্যবহার কর হয়েছে। কিন্তু সেটি কেবল গুটি কয়েক কৃষক ও ট্রায়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ২০০০ সালে আমন মৌসুমে খুলনার দৌলতপুরের হর্টিকালচার সেন্টারে আইপিএম প্রশিক্ষণ কোর্সের কারিগরি সহায়তা দানকারী হিসাবে কাজ করার সময় মেহগনি ফল নিয়ে ব্যাপকভাবে চিন্তা-ভাবনা করা হয়।

২০০১ সালে আমন মৌসুমে ধান ফসলে শত্রু পোকা দমনের জন্য মেহগনি ফল দ্বারা তৈরী নির্যাস প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া যায়। এটা সোনাতুনিয়া, ভরসাপুর, ফয়লাহাট, গোবিন্দুপুর এলাকায় আইপিএম প্রশিক্ষিত কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করে। ২০০২ সালে ভরসাপুর আইপিএম ক্লাবের সদস্যদের সহযোগিতায় ভেষজ কীটনাশক হিসাবে নিমের চারা রোপণের পাশাপাশি মেহগনি ফলের নির্যাস ব্যবহার করে আমন ও বোরো ফসলে পোকা দমনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি একই বছরে রবি মৌসুমে সবজি ফসলে মেহগনির নির্যাস ব্যবহারের কর্মসূচীও গ্রহণ করা হয়। আমন, বোরো ও শীতকালীন সবজি মৌসুমে কর্মসূচী সফলভাবে শেষ হয়।

২০০৭ সালের বোরো মৌসুমে ৩ হেক্টর জমিতে মেহগনি ফলের নির্যাস ব্যবহার করে পোকামাকড়ের হাত থেকে ফসলকে রক্ষায় সুফল পাওয়া যায়।

এখানে গবেষণালব্ধ ফলাফল হ'তে মেহগনি ফল থেকে সংগৃহীত নির্যাস ও তেল ভেষজ কীটনাশক হিসাবে ব্যবহার ও প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করা হ'ল।

প্রথমতঃ ২ থেকে ২.৫ কেজি মেহগনি ফল কুচি কুচি করে কেটে থেঁতলিয়ে মাটির চাড়িতে ১০ লিটার পানিতে ভালভাবে ভেজাতে হবে। ৩ থেকে ৪ দিন পর নির্যাসটি ব্যবহার উপযোগী হয়। নির্যাসটি কাপড়ে ছেঁকে অল্প পরিমাণ (৫০ গ্রাম) সাবান গোলা পানি অথবা ডিটারজেন্ট মিশিয়ে ছেঁকে নিয়ে ফসলের ক্ষেতে স্প্রে করতে হবে। ধান ফসলের জন্য মিশ্রণটি উপযোগী। ধান ফসলের শত্রু পোকা তথা মাজরা, পাতা মোড়ানো, বাদামি গাছ ফড়িং দমনে এবং সবজির পোকা দমনেও নির্যাসটি কার্যকর ভূমিকা রাখে। এছাড়া বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, টমেটো, শিম, বরবটি প্রভৃতিতে নির্যাসটি ব্যবহার করা যায়। দ্বিতীয় বার আবার ৫ লিটার পানিতে ভিজিয়ে ৩-৪ দিন পর আর একবার ছিটানো যায়। নির্যাসের উচ্ছিষ্ট অংশ/ছোবড়া ভেষজ জৈব সার হিসাবে ধান ও সবজি বীজতলায় ব্যবহার করলে চারা উৎপাদনে পোকামাকড় কম হয়।

দ্বিতীয়তঃ মেহগনির আধাপাকা ফলের বীচি ২০০ থেকে ২৫০ গ্রাম পরিমাণ গুঁড়া করে বা থেঁতলিয়ে তার সাথে ৫০০ গ্রাম ফলের বাকল গুঁড়া বা পাতা নিয়ে ৫ লিটার পানিতে ভালভাবে একটি মাটির হাঁড়িতে ৪০ থেকে ৪৫ মিনিট আগুনে জ্বাল দিতে হবে। জ্বালানোর সময় ৫ মিনিট পর ৫০ গ্রাম পরিমাণ কাপড় কাঁচা সাবান বা ডিটারজেন্ট, ১০ গ্রাম তুঁতে ও ৫ গ্রাম পরিমাণ সোহাগা মাটির হাঁড়ির মিশ্রণের ভেতর দিতে হবে। একটি কাঠের বা বাঁশের কাঠি দিয়ে মিশ্রণটি নাড়তে হবে। এভাবে নির্যাস তৈরী হ'লে ঠাণ্ডা করে নির্যাস ৫ গুণ পরিমাণ পানিতে মিশিয়ে ভালভাবে ছেঁকে আক্রান্ত গাছের পাতায় স্প্রে করতে হবে। এভাবে তৈরী নির্যাস ১-২ দিনের মধ্যে ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এটা বেগুন ফসলের পোকা দমনেও উপযোগী। এটা জাব পোকা, পাতা ছিদ্রকারী পোকা দমন এবং ছত্রাক রোগ দমনে বিশেষ উপযোগী।

তৃতীয়তঃ ২০০-২৫০ গ্রাম বীজ নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে ১ লিটার পানিতে ৩-৪ দিন ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিয়ে আরো ৯ লিটার পানিতে মিশিয়ে নির্যাস তৈরী করে ১ চামচ জেট পাউডার মিশিয়ে ফসলের ক্ষেতে স্প্রে করা যায়। এটা মাজরা, পাতা মোড়ানো ও বাদামি গাছ ফড়িং দমনে কার্যকর।

গুদামজাত শস্যের ক্ষেত্রেঃ ২০০ গ্রাম মেহগনি ফলের বীচির গুঁড়া ১ মণ দানাজাতীয় শস্যের জন্য ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে রৌদ্রে ভালভাবে বীচি শুকিয়ে গুঁড়া করতে হবে। দানাজাতীয় শস্যের সাথে ভালভাবে মিশিয়ে বায়ুশূন্য প্যাকেটে সংরক্ষণ করতে হবে।

মেহগনি বীজের সাদা অংশ দিয়ে তেল তৈরী এবং ভেষজ কীটনাশক ও তার ব্যবহারঃ

১ কেজি বীজ থেকে খোসা ছাড়ানোর পর ৬৫০-৭৫০ গ্রাম সাদা শাঁস বীজ পাওয়া যায়। ৩$^{১}/_{২}$ কেজি সাদা শাঁস বীজ হ'তে হাতের সাহায্যে ৯০০ মিলি থেকে ১০০০ মিলি মেহগনি তেল পাওয়া যায়। এক্সপেলারে ভাঙ্গালে আরো বেশী পরিমাণে তেল পাওয়া যেতে পারে। তেল তৈরীর পর অবশিষ্ট খৈল রৌদ্রে ভালভাবে শুকিয়ে বায়ু শূন্য পলিব্যাগে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। মেহগনি ফল জানুয়ারী- ফেব্রুয়ারী মাসে পরিপক্ক হয়। গাছপ্রতি বছরে ৫০-৩০০ বা তার চেয়ে বেশী পরিপক্ক মেহগনি ফল পাওয়া যায়। প্রতিটি ফল ১৫০-৬০০ গ্রাম ওজনের হয়ে থাকে। ফলের মধ্যে ৩৫-৭০টি বীজ থাকে, যার রঙ বাদামি। সংরক্ষণের জন্য পরিপক্ক বীজ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর কাঁচা ফল থেকে নির্যাস পেতে হ'লে সেপ্টেম্বর/অক্টোবর মাস থেকে ফল সংগ্রহ করতে হবে। মেহগনি ফলের বাকল শুকিয়ে গুঁড়া করে বায়ুশূন্য পাত্রে সংরক্ষণ করে অন্য মৌসুমে ব্যবহার করা যাবে। মনে রাখতে হবে ফল সংগ্রহ করে খোসা ও বীজ ভালভাবে শুকিয়ে বায়ুশূন্য পাত্রে সংরক্ষণ না করলে ছত্রাক জমে যাবে। মাঝে মধ্যে রৌদ্রে শুকানো ভাল। কারণ ফল বীজ ও খোসার বায়ু থেকে আর্দ্রতা সংগ্রহের ক্ষমতা বেশী।

ধানের শত্রু পোকা দমনে ১০ লিটার পানিতে ৩০-৩৫ মিলি ওষুধ ও ১ চামচ ডিটারজেন্ট/জেট পাউডার মিশিয়ে ধান ফসলের কুশি ও পাতা ভাল করে ভিজিয়ে দিতে হবে। ধান ফসলের জমিতে খৈল ও পাতার গুঁড়া প্রয়োগ করলে জমিতে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে। এছাড়া মাটির ক্ষতিকারক পোকামাকড় ধ্বংস করে। ফসলের ফলনও বৃদ্ধি পায়। লবণাক্ততা অনেকাংশে কমে যায়।

আমের হপার বা শোষক পোকাঃ ১০ লিটার পানিতে ৪০ মিলি ওষুধ এবং ১ চামচ ডিটারজেন্ট/জেট পাউডার মিশ্রণ করে পাতা, ডাল ও মুকুল ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

বেগুনের ডগা ও ফলের মাজরা পোকা, কাঁঠালি পোকা, ঢেঁড়সের জ্যাসিডঃ ১০ লিটার পানিতে ৩০ থেকে ৩৫ মিলি ওষুধ এবং ১ চামচ ডিটারজেন্ট/জেট পাউডার মিশিয়ে ডগা, পাতার ওপরে ও নিচে ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

এভাবে ধান, ফল ও সবজি চাষে রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশসম্মত ভেষজ কীটনাশকের ব্যবহার বাড়িয়ে চাষাবাদে দেশের কৃষক সমাজকে উৎসাহিত করতে পারলে আইপিএম'র উদ্দেশ্য সফল হবে। মাটির উর্বরতা সংরক্ষণও সম্ভব হবে। সাথে সাথে কৃষকের উৎপাদন খরচ কমানো যাবে বলে আশা করা যায়।

[সংকলিত]

তাওহীদ ইসলামী লাইব্রেরী

নবীপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

এখানে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ের বই-পুস্তক, খ্যাতনামা বক্তাদের ওয়াজের ক্যাসেট, ইসলামী গানের ক্যাসেট এবং যাবতীয় ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ প্রদত্ত ফৎওয়া সংকলন **'ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম'** ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ মুযযাম্মিল আলী প্রণীত **'শিরক কি কেন'?** গ্রন্থ দু'টি পাওয়া যাচ্ছে।

যোগাযোগের ঠিকানা

মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান

তাওহীদ ইসলামী লাইব্রেরী

নবীপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

মোবাইলঃ ০১৭২৭৩৭৫৭২৪।

ঝলক জুয়েলার্স

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

সাহেব বাজার, রাজশাহী

ফোন- দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬।

বাসাঃ ৭৭৩০৪২।

Contents

কবিতা

কথা কিন্তু বলতে মানা

- আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
ভায়ালক্ষ্মীপুর, বাঁকড়া, চারঘাট, রাজশাহী।

দেশ ও দশের হাল-হাকীকত
যতই কিছু থাক না জানা
কোন সময় কারো কাছে
সে সব কথা বলতে মানা।
রাজনীতি কি ধর্মনীতি
সমাজনীতির কথা
রাখতে হবে রিজার্ভ করে
বলবে না কেউ হেথা।
বলতে গেলে বিপদভারী
হবে কঠিন আইন জারী
বুঝবে শেষে মজা
জেলে বসে সেলের মাঝে
খাটতে হবে সাজা।
পঁয়ত্রিশ টাকা চালের কেজি
পেট ভরে না ভাতে
ক্ষুধার জ্বালায় উদর জ্বলে
ঘুম ধরে না রাতে।
সবকিছুর দাম আকাশ ছোঁয়া
তাওতো আবার যায় না পাওয়া
কিবা বলি ভাই
হাহাকারে ভরলো যে দেশ
শান্তি কোথাও নাই।
কৃষি কাজে সার মেলে না
পেলেও কঠিন দাম
জল সেচিতে তেল কেনা দায়
কেমনে চলে পাম্প।
বিনা দোষে দোষী হয়েও
খাটছে কেহ জেল
দেশে এখন চলছে বুঝি
পাগলা রাজার খেল।
যতই দুঃখ কষ্টে থাকুক
আহা বলতে নাই
সুখেই আছি মুখেই কেবল
বলতে হবে তাই।
কান্না ভুলে হাসতে হবে
দেশকে ভালবেসে
জান ও মাল যে সব হারাবে
নইলে অবশেষে।
মিথ্যাচারের অপবাদে
ভরেও যদি এদেশ খানা
তবুও কোন প্রতিবাদের
কথা কিন্তু বলতে মানা।

***

আজব দেশ

- সৈয়দ ফায়েয
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

এক যে আছে আজব দেশ!
অপরাধের নেইকো শেষ
অপরাধীরা ছাড়া পায়
নির্দোষরা মার খায়
জেলখানার অন্ধকারে
কাঁদছে মযলূম অকাতরে
এক যে আজব দেশ!
হকের কথা বল না বেশ
হকের কথা বলতে গেলে
সবাই ধরে মাথার কেশ
আল্লাহ মোদের সহায় হ'লে
যুলূমবাজরা হবে শেষ।

***

বন্দি নেতা ডঃ গালিব

- সিরাজুদ্দীন বিন নূরুল ইসলাম
বড় রংপুর কারামতিয়া আলিয়া মাদরাসা
মাহিগঞ্জ, রংপুর।

প্রিয় মানুষ প্রিয় নেতা
ডঃ গালিব স্যার,
যার বিরহে হৃদয় আমার
করছে হাহাকার।
যার লেখনি ও বক্তব্যে
পেতাম আলোর দিশা,
কাটত মনে পুঞ্জীভূত
আঁধার অমানিশা।
প্রিয় পত্রিকা আত-তাহরীকে
সম্পাদকীয় তাঁর,
সমকালীন প্রেক্ষাপটে
লেখনি ক্ষুরধার।
কতদিন হয়ে গেল
বন্ধ সে লেখনি,
তাঁর সে লেখার স্বাদ পেতে
দিন যে আমি গুনি।
বন্দি নেতা ডঃ গালিব
জাতির রাহবার,
আর কতদিন বন্দি থেকে
সইবে অত্যাচার?
ওগো, আল্লাহ! তোমার কাছে
করছি মুনাজাত,
স্যারকে তুমি জেল থেকে দাও
অচিরেই নাজাত॥

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী দল বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১। মুসলিম উম্মাহ ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। ৭২টি দল জাহান্নামে যাবে এবং ১টি দল জান্নাতে যাবে।
২। নাজী (মুক্তিপ্রাপ্ত) দল হচ্ছে আহলেহাদীছ জামা'আত।
৩। ছাহাবায়ে কেরাম।
৪। আহলেহাদীছ জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।
৫। শরী'আতের উৎস দু'টি। যথা- কুরআন ও হাদীছ।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধাঁ)-এর সঠিক উত্তর

১। বেগুন। ২। মেঘ। ৩। ডিম। ৪। চোখ। ৫। তেঁতুল।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (হাদীছ বিষয়ক)

১। হাদীছ কোন ধরনের অহী?
২। কোন খলীফা সরকারীভাবে হাদীছ সংকলনের নির্দেশ দেন?
৩। কোন দু'টি হাদীছ গ্রন্থের সবগুলো হাদীছ ছহীহ?
৪। ইমাম বুখারী কতটি হাদীছ সংগ্রহ করেছিলেন?
৫। ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে মোট কতটি করে হাদীছ রয়েছে?

** সংগ্রহেঃ আহমাদ সাঈদ আল-আশিক*
ইসলামিক স্টাডিজ, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী ক্যাম্পাস।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধাঁ)

১। একটু খানি গাছে, রাঙা বউটি নাচে।
২। হায় তরমুজ করব কি, বোঁটা নাই ধরব কি?
৩। উড়তে পাখী উমুর ঝুমুর, বসতে পাখী লেদা,
আহার করতে যায় পাখী, লেজ থাকে তার বাঁধা।
৪। জলে জন্ম ডাঙ্গায় কর্ম,
মিস্তিরি গড়ে মস্তকে চড়ে।
৫। রাজার বেটা হুঁরুলী গাছ কাটে কুরুলী,
যখন রাজা হাঁকে ফুল পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

ভুগরইল, শাহমখদুম, রাজশাহী ২৯ এপ্রিল মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ ফজর ভূগরইল পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সোনামণি আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া শাখার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হাসীবুল ইসলাম এবং কবিতা আবৃত্তি করে সোনামণি মিস আঁখী।

মধ্যভুগরইল, শাহমখদুম, রাজশাহী ৩০ এপ্রিল বুধবারঃ অদ্য সকাল সাড়ে ৭-টায় মধ্যভুগরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি উপস্থিত সোনামণিদেরকে মুসলমানদের পারস্পরিক হক্ব প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া শাখার পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান, সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, রবীউল ইসলাম ও আবু রায়হান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ইলা খাতুন এবং জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি মুক্তা খাতুন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নওদাপাড়া মাদরাসার ছাত্র মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৩ মে রবিবারঃ অদ্য বাদ ফজর নওদাপাড়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে সোনামণি আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া শাখার দায়িত্বশীল ও সোনামণিদের নিয়ে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস ও আবুল কালাম আযাদ। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে আব্দুল্লাহিল কাফী এবং জাগরণী পরিবেশন করে সাইফুল্লাহ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোনামণি মারকায শাখার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ রবীউল আউয়াল।

উত্তর নওদাপাড়া, রাজশাহী ৪ মে রবিবারঃ অদ্য বাদ ফজর উত্তর নওদাপাড়া (কাসিমপুর) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম বুরহানুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি সোনামণি সংগঠন, সাধারণ জ্ঞান ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব আবুল কালাম আযাদ ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া শাখার পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি জাহিদুল ইসলাম ও জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি আল-আমীন।

আমার মামা

সাদিয়া নিশাত শামা, সাতক্ষীরা।

আমার নাম শামা
রেখেছেন আমার মামা।
আমার মামা তিনটা,
থাকে ফ্লাটের পাঁচতলা।
বড় মামা চাকরি করে
মেঝ মামা অনার্স পড়ে
বাকী আছে একটি মামা
তিনি হ'লেন ছোট্ট মামা
অনেক বুদ্ধি সে রাখে
ইজি কাজে বিজি থাকে।
***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

দেশে বেকার ১০ কোটি, ৪ কোটি লোক ৩ বেলা খাবার পায় না

গত এক বছরে নতুন করে শতকরা ২০ ভাগ লোক দরিদ্রদের কাতারে যোগ দিয়েছে। গত দেড় বছরে বেকার হয়েছে ১ কোটি মানুষ। একই সময়ে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০ কোটিতে। ৪ কোটি লোক বর্তমানে কোনদিনই ৩ বেলা খাবার পায় না। এদের মধ্যে নারী, শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সংখ্যাই বেশী। গত ২৬ এপ্রিল 'অর্থনৈতিক অবস্থা ও দ্রব্যমূল্য' শীর্ষক সেমিনারে আলোচকবৃন্দ এ তথ্য তুলে ধরেন। সেমিনারে ডঃ আবুল বারাকাত বলেন, গত দেড় বছরে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বেড়েছে ৩০-৩০০ ভাগ। গড়ে এ হার ৫০ ভাগ। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, গত দেড় বছরে দেশে ৫০ হাযার শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ৫০ হাযার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে। হকার ও দোকান উচ্ছেদে বেকার হয়েছে ৩০ লাখ, নির্মাণ শিল্পের ৮০ লাখ লোক বেকার হয়েছে, বার্ডফ্লুতে ১০ হাযার কোটি টাকার বিনিয়োগ মুখ থুবড়ে পড়ায় ৫০ লাখ লোক, সিডরে ৫০ লাখ লোক বেকার হয় এবং ম্যানুফেকচার শিল্পে যরূরী বিধিমালার ভীতির কারণে ৫০ লাখ লোকের নতুন কর্মসংস্থানের কথা থাকলেও তা হয়নি।

অভাবের তাড়নায়...

(ক) ১০ হাযার টাকায় সন্তান বিক্রি : দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর যন্ত্রণা সইতে না পেরে ১ বছরের কোলের শিশুকে ১০ হাযার টাকায় বিক্রি করেছে হতভাগী মা রেণু বেগম। মধুপুরের (টাঙ্গাইল) ধনবাড়ীর দরিদ্র ঘরের সন্তান রেণু বেগমের ১৫ বছর আগে বিয়ে হয় মধুপুর পৌরসভার টুনিয়াবাড়ী গ্রামের ইয়াকুব আলীর সঙ্গে। অভাবের সংসারে ইয়াকুব আলী ৫ সন্তানসহ প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে কোন রকমে সংসার চালায়। দ্বিতীয় স্ত্রী রেণু বেগম মধুপুর হাসপাতালের পিছনে নয়াপাড়ায় আন্তাজ আলীর বাড়ীতে থাকে। অন্যের বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করে ৩ সন্তান নিয়ে কোন রকমে তার দিন কাটছিল। ৭ বছরের ছেলে ফরমান, ৩ বছরের মেয়ে ইলিজা ও ১ বছরের কোলের শিশু আরমানকে নিয়ে ঝিয়ের কাজ করে ৩ সন্তান ও নিজের জীবন বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়েছিল তার। উপায়ন্তর না দেখে অভাবের তাড়নায় সে ১ বছরের কোলের সন্তান আরমানকে ১০ হাযার টাকার বিনিময়ে জামালপুর যেলার পলিশা গ্রামের খাদীজা বেগমের কাছে বিক্রি করে দেয়।

সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, অবশেষে রেণু বেগম তার বিক্রি করে দেয়া সন্তানকে ফিরে পেয়েছে। গত ১৩ মে পৌর চেয়ারম্যান শহীদ ও ধুপুর থানার ওসি এএনএম গোলাম মোস্তফা শিশুটিকে উদ্ধার করে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেন। ১৫ দিন পর শিশুটিকে ফিরে পেয়ে মা খুশিতে আত্মহারা হয়ে কেঁদে ফেলেন এবং উদ্ধারকারী সবার জন্য দো'আ করেন। শিশুটিকে লালন-পালনের জন্য পৌর চেয়ারম্যান সরকার শহীদ অভাবী মাকে ভিজিএফ কার্ড প্রদানসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা ও ওসি তার মাতা জেবুন্নেসা ফাউন্ডেশন সন্দ্বীপ-এর পক্ষ থেকে ৫ হাযার টাকা অনুদান দেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

(খ) এনজিওর কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে না পেরে আত্মহত্যা : মধুপুরে (টাঙ্গাইল) এনজিওর ঋণের কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে না পেরে দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় গলায় ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে পাহাড় অঞ্চলের কমল বর্মণ। জানা যায়, উপযেলার পাহাড়ি অঞ্চলের বেরীবাইদ গ্রামের দিনমজুর ভাড়াটে ভ্যানচালক কমল চন্দ্র বর্মণ দু'টি এনজিও হ'তে যথাক্রমে ১৪ হাযার ও ৫ হাযার টাকা ঋণ নিয়েছিল। বর্তমানে পাহাড়ি অঞ্চলে প্রচণ্ড অভাব বিরাজ করায় কর্মহীন অবস্থায় অনাহারে অর্ধাহারে প্রাণে বেঁচে থাকাই দায় হয়ে পড়েছে। এর উপর ২টি এনজিওর উপর্যুপরি কিস্তির টাকার চাপে মনের দুঃখে গত ২৭ এপ্রিল কমল বর্মণ বাড়ির পাশের গাছে গলায় রশি দিয়ে আত্মহত্যা করে। কমলের স্ত্রী সুমিত্রা বর্মণ জানায়, এখন ২টি শিশু সন্তান নিয়ে তার বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে।

ভয়ংকর বটুলাইনাম বিষ নিষ্ক্রিয় করার পন্থা উদ্ভাবন করেছেন ডঃ আশরাফ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক, বর্তমানে মেরিল্যান্ডের পটোম্যাক সিটির বাশিন্দা বিজ্ঞানী ডঃ সৈয়দ আশরাফ আহমাদ জীবদেহে ভয়াবহ বটুলাইনাম নিউরোটক্সিন বিষক্রিয়ার প্রতিষেধক আবিষ্কারের পথকে সুগম করার ক্ষেত্রে কয়েকটি ছোট ছোট পেপটাইড (জৈব রাসায়নিক পদার্থ) ডিজাইন তৈরী ও পরীক্ষা করেছেন। এগুলো এই বিষের ঔষুধ আবিষ্কারে অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। উল্লেখ্য, বর্তমানে আক্রান্ত হওয়ার পর বটুলাইনাম নিউরোটক্সিন বিষক্রিয়ার কোন ঔষুধ নেই। পৃথিবীতে যত রকমের বিষ রয়েছে বটুলাইনাম নিউরোটক্সিন তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ। এক আউন্সের শত কোটি ভাগ বা এক গ্রামের কোটি ভাগ পরিমাণ বিষ একজন মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে। ক্লষ্টিডিয়াম বটুলাইনাম নামে এক ধরনের জীবাণু এই বিষ তৈরী করে থাকে।

বাংলাদেশে হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪.৪%-৭.৫% হেপাটাইটিস বি এবং ১%-৩% মানুষ হেপাটাইটিস সি ভাইরাসে আক্রান্ত। এই ভাইরাসের কারণে তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি হেপাটাইটিস, লিভার সিরোসিস, লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে অসংখ্য মানুষ মারা যাচ্ছে। দেশে এই রোগের প্রবণতা দ্রুতগতিতে বেড়েই চলেছে। গত ১৬ মে 'লিভার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ' এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানায়। ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আলী বলেন, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৫০০ মিলিয়নের (৫০ কোটি) বেশী মানুষ হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাসে আক্রান্ত। এর মধ্যে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন মানুষ হেপাটাইটিস বি ও ১৩০ মিলিয়ন হেপাটাইটিস সি ভাইরাস বহন করছে। এই দুই রোগের কারণে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন মানুষ প্রতি বছর মৃত্যুবরণ করে। হেপাটাইটিস বি ভাইরাস এইডস থেকে ১০০ গুণ বেশী সংক্রামক। পৃথিবীতে

যত মানুষ প্রতি বছর এইডস রোগে মারা যায়, তার চেয়ে অনেক বেশী লোক প্রতিদিন হেপাটাইটিস বি রোগে মারা যায়।

প্রথমবারের মত জাহাজ রপ্তানী করল বাংলাদেশ

শিপব্রেকিং থেকে শিপমেকিং দেশে পরিণত হ'ল বাংলাদেশ। সেই সাথে প্রবেশ করল জাহাজ রপ্তানীকারক দেশের তালিকায়। ইউরোপের দেশ ডেনমার্কে গত ১৫ মে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি জাহাজ রপ্তানী করেছে বাংলাদেশ। জাহাজটির নাম 'স্টেলা মেরিস'। সমুদ্রগামী জাহাজের সমতুল্য স্টেলা মেরিস-এর মালামাল বহন ক্ষমতা তিন হাযার টন। এর রপ্তানী মূল্য প্রায় ৫০ কোটি টাকা। নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপযেলার মেঘনাঘাটের আনন্দ শিপইয়ার্ড এন্ড শ্লিপওয়েজ লিঃ জাহাজটির নির্মাতা। জাহাজ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বাণিজ্য ও শিক্ষা উপদেষ্টা ডঃ হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, বিশ্ববাজারে ছোট ও মাঝারি আকারের জাহাজের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সুযোগ অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে। এ শিল্প সম্প্রসারণের সাথে সাথে পশ্চাত সংযোগ শিল্পের সম্প্রসারণের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে এবং এতে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হবে।

উল্লেখ্য, আনন্দ শিপইয়ার্ড ডেনমার্কে ৪টি, জার্মানে ১৪টি এবং আফ্রিকার মোজাম্বিকে ৬টি জাহাজ নির্মাণের কার্যাদেশ পেয়েছে। আনন্দ শিপইয়ার্ড ১ বছরে ২৪টি জাহাজ রপ্তানীর বিপরীতে প্রায় ১৫শ' কোটি টাকার কার্যাদেশ পেয়েছে। স্টেলা মেরিস তৈরীতে সময় লেগেছে ২ বছর। কিন্তু পরবর্তীতে অন্য জাহাজগুলো নির্মাণে নির্মাণ সময় কমে আসবে।

বাংলাদেশ ডি-৮ পর্যটন মন্ত্রীদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত

বাংলাদেশ সর্বসম্মতভাবে আগামী ডি-৮ পর্যটন মন্ত্রীদের সভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে। গত ১৪ মে ইরানের রাজধানী তেহরানে অনুষ্ঠিত ডি-৮ সদস্য দেশসমূহের পর্যটনমন্ত্রীদের প্রথম সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। ইরানের ভাইস প্রেসিডেন্ট এসফানদার রাহীম মাসাঈ এতে সভাপতিত্ব করেন। উল্লেখ্য, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্পেশাল এসিসট্যান্ট টু চিফ অ্যাডভাইজার মাহবুব জামিল এ সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। ডি-৮ সচিবালয়ের কর্মসূচী চূড়ান্তকরণ সাপেক্ষে সংস্থার পর্যটন মন্ত্রীদের দ্বিতীয় সভা আগামী বছর বা এর পরবর্তী বছর বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে।

সঊদী দালাহ গ্রুপ বাংলাদেশ থেকে ৫ হাযার লোক নেবে

সঊদী আরবের দালাহ কোম্পানী বাংলাদেশ থেকে ৫ হাযার কর্মী নিয়োগ করবে। সঊদী আরবের অন্যতম বৃহত্তম জনশক্তি রিক্রুটিং কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট আলওয়া কামেল গত ১৫ মে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্র এবং প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ডঃ ইফতেখার আহমাদ চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে একথা বলেন। উল্লেখ্য, বর্তমানে এই কোম্পানীতে প্রায় ১৫ হাযার বাংলাদেশী কর্মী কর্মরত রয়েছে।

উপদেষ্টা পরিষদে সন্ত্রাসবিরোধী অধ্যাদেশ অনুমোদন

সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে 'সন্ত্রাসবিরোধী অধ্যাদেশ ২০০৮'-এর চূড়ান্ত অনুমোদন করেছে সরকার। গত ১৮ মে প্রধান উপদেষ্টা ডঃ ফখরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে তার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে অধ্যাদেশটির অনুমোদন দেয়া হয়। এই অধ্যাদেশে সন্ত্রাসী কার্যাদেশের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি কাউকে কোন কাজ করতে বা কাজ করা থেকে বিরত রাখতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর আঘাত, আটক বা অপহরণ করলে বা কোন ব্যক্তির সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করলে অথবা এসব উদ্দেশ্যে কোন বিস্ফোরক দ্রব্য, বস্তু, আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্য কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার বা নিজ দখলে রাখলে তিনি সন্ত্রাসী কাজ করেছেন বলে বিবেচিত হবেন।

অধ্যাদেশে সন্ত্রাসী কাজের জন্য মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনুর্ধ্ব বিশ বছর এবং ন্যূনতম তিন বছর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডও আরোপ করা যাবে। এছাড়াও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দ্বারা অপরাধ এবং সন্ত্রাসী কাজের সহায়তার অন্যান্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থ যোগান দিলে তা দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। এই অপরাধের জন্য অনধিক বিশ বছর এবং কমপক্ষে তিন বছর কারা ও অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়াও কোন সংগঠন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকলে তা নিষিদ্ধ ঘোষণাসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের বিধানও রাখা হয়েছে।

অধ্যাদেশ নিয়ে কোন সংক্ষুব্ধ সংগঠন ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের কাছে পুনঃপরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবে। সরকার শুনানী গ্রহণ করে আবেদন পাওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে তার নিষ্পত্তি করবে। পুনঃপরীক্ষার আবেদন নামঞ্জুর হ'লে সংক্ষুব্ধ সংগঠন ত্রিশ দিনের মধ্যে হাইকোর্টে আপিল করতে পারবে। এই অধ্যাদেশের দশটি অধ্যায়ে ৪৪টি ধারা আছে।

হাইকোর্টের রায়

আটকেপড়া পাকিস্তানীরা বাংলাদেশের নাগরিক

বাংলাদেশে আটকেপড়া পাকিস্তানীদের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। ভোটার তালিকাভুক্ত করার জন্য দায়েরকৃত এক রিট পিটিশনের প্রেক্ষিতে গত ১৮ মে বিচারপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ এবং বিচারপতি মুহাম্মাদ আশফাকুল ইসলামের ডিভিশন বেঞ্চ এ আদেশ দেন। এ আদেশ অনুসারে বাংলাদেশের ১১৬টি ক্যাম্পে বসবাসরত প্রায় ৩ লাখ উর্দুভাষী পাকিস্তানীদের মধ্যে যারা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নাবালক ছিলেন কিংবা যুদ্ধের পরে জন্ম নিয়েছেন তারা বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে আইনগত স্বীকৃতি পেলেন। সেই সঙ্গে ভোটার তালিকায় তাদের নাম তোলা এবং জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের আদেশ দেয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশনকে। মিরপুর-১১ নম্বর সেক্টরের ক্যাম্পের সংগঠন স্ট্যান্ডেড পাকিস্তানী ইয়ূথ রিহ্যাবিলিটেশন মুভমেন্ট-এর সভাপতি সাদাকাত খানসহ ১১ আটকেপড়া পাকিস্তানীর রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই রায় দেয়া হয়।

বিদেশ

বিশ্বব্যাপী ১৬ হাযার খৃষ্টান ধর্ম প্রচারক মিশনারী তৎপরতায় নিয়োজিত

বার্মিংহাম, লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ' ব্রিটেনের মুখপত্র মাসিক 'ছিরাতে মুস্তাকীম' (উর্দূ) পত্রিকা একটি ফরাসী পত্রিকার বরাত দিয়ে লিখেছে যে, জনকল্যাণমূলক কাজের ছদ্মাবরণে পৃথিবীর ১৭০টি দেশে ১৬ হাযার খৃষ্টান ধর্ম প্রচারক খৃষ্টান ধর্ম প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে নিয়োজিত রয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশ মুসলিম দেশ রয়েছে। কিছুদিন পূর্বে আফগানিস্তানে তালেবান অধীনস্থ এলাকায় দক্ষিণ কোরিয়ার যে ১২৩ নাগরিককে যিম্মী করা হয় তাদের যোগসূত্রও ঐসব খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকদের সাথে রয়েছে বলে ফরাসী পত্রিকাটির দাবী। পত্রিকাটির ভাষ্য মতে, আফগানিস্তানে শুধু দক্ষিণ কোরিয়ার ২ হাযার খৃষ্টান ধর্ম প্রচারক খৃষ্টান ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত রয়েছে। তারা আফগান মুসলমানদেরকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করছে।

[সৌজন্যে: মাসিক মা'আরিফ, আযমগড়, ভারত, জানুয়ারী ২০০৮, পৃঃ ৭১-৭২]

ব্রিটেনে মানুষের চেয়ে ইঁদুরের সংখ্যা বেশী!

ব্রিটেনের 'দ্য সান' পত্রিকার তথ্য মতে ব্রিটেনে মানুষের চেয়ে ইঁদুরের সংখ্যা বেশী। দেশটিতে একজন মানুষের অনুপাতে একাধিক ইঁদুর থাকার অনুমান করা হয়েছে। পত্রিকাটি বলছে, ব্রিটেনে ইঁদুরের সংখ্যা আনুমানিক ৮০ মিলিয়ন (৮ কোটি) এবং মানুষের সংখ্যা ৬১ মিলিয়ন (৬ কোটি ১০ লাখ)। পত্রিকাটির ভাষ্য মতে, ২০০০ সালের পর ব্রিটেনে উদ্বেগজনকহারে ইঁদুরের সংখ্যা ৩৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে মানুষের মধ্যে প্লেগ ও অন্যান্য অসুখ-বিসুখ ছড়িয়ে পড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইঁদুরের সংখ্যা বৃদ্ধির দু'টি কারণ রয়েছে। (১) ব্রিটেনে ১৫ দিন পরপর অলি-গলি ও বিভিন্ন স্থানের ময়লা-আবর্জনা ও পরিত্যক্ত জীর্ণ-শীর্ণ আসবাবপত্র পরিষ্কার করা হয়। ফলে এসব অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দীর্ঘদিন পর্যন্ত পড়ে থাকার কারণে ইঁদুরের বংশবিস্তার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। (২) প্রচণ্ড শীত কাল এবং প্রবল বৃষ্টিপাতের সময় নালা-নর্দমা ও সর্বসাধারণের চলাচলের পথ থেকে নিরাপদ স্থানের ইঁদুর খোঁজে মনুষ্য বসতিতে থাকা খুব পসন্দ করে।

প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় নার্গিসের তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড মিয়ানমার

গত ২৬ এপ্রিল নিম্নচাপ থেকে ২৮ এপ্রিলে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় নার্গিস ৬ দিনে ১ হাযার ২৭০ কি.মি. দীর্ঘ পথে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে নানামুখী মোড় ও বাঁক নিয়ে ভারত, বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের কয়েক কোটি উপকূলবাসীকে সপ্তাহব্যাপী প্রচণ্ড শঙ্কা ও উৎকণ্ঠায় ফেলে অবশেষে গত ৩ মে ভোরে চূড়ান্তভাবে ইয়াঙ্গুনে আঘাত হানে। ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১২০ থেকে ১৫০ মাইল। হারিকেনের তীব্রতায় এ ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে রাজধানী ইয়াঙ্গুনের হাযার হাযার ঘর-বাড়ী, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, রাষ্ট্রীয় বেতার ষ্টেশনসহ ইয়াঙ্গুনের অনেকগুলো জাতীয় স্থাপনার মারাত্মক ক্ষতিসাধিত হয়েছে। বহু ঘর-বাড়ীর ছাদ উড়ে গেছে। হাযার হাযার গাছপালা ও বিদ্যুতের খুঁটি বিধ্বস্ত হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড়ে এ পর্যন্ত মিয়ানমারে ১ লাখ ৩৪ হাযার লোক মারা গেছে। ৫৬ হাযার লোক নিখোঁজ রয়েছে। তবে দুই লক্ষাধিক লোক ঘূর্ণিঝড়ে নিহত হয়েছে বলে আশংকা করা হচ্ছে। ইয়াঙ্গুনের ৯০ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে শুধু বোগালে শহরেই ১০ হাযার লোক মারা গেছে। নার্গিসের আঘাতে আকিয়াব বন্দর লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। রাজধানী ইয়াঙ্গুন সহ পাঁচটি রাজ্যে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বিশাল এলাকার ক্ষেতের ফসল বিনষ্ট হয়ে গেছে। প্রায় দেড় লাখ গবাদিপশু মারা গেছে। ঘূর্ণিঝড়ে ইর্রাওয়াদ্দী, ইয়াঙ্গুন, বাগেয় কারেন ও মন অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। ধান ক্ষেতগুলোতে এখনো লাশের পর লাশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। পচা লাশের দুর্গন্ধে পরিবেশ ভারী হয়ে উঠেছে। বেঁচে থাকা লোকজন আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে গাদাগাদি করে কোন রকমে বেঁচে আছে। দুর্গত এলাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানির তীব্র সংকট দেখা দেয়ায় সংক্রামক ব্যাধি ও কলেরা ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে ২০ শতাংশ শিশু ডায়রিয়ায় আক্রান্ত। দুর্গত ২৪ লাখ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ নেই। ঝড়ে ৫০ শতাংশ ক্লিনিক ও ২০ শতাংশ হাসপাতাল ধ্বংস হয়ে যাওয়াই চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে।

খাদ্য নেই, ত্রাণ নেই, ঔষুধ নেই- যেন এক সাক্ষৎ মৃত্যুপুরী ইয়াঙ্গুনসহ আক্রান্ত এলাকাগুলো। অথচ দুর্গত ২৪ লাখ লোকের অবিলম্বে খাদ্য ও ত্রাণসামগ্রী দরকার। অন্যথা লক্ষ লক্ষ বনী আদম ক্ষুৎ-পিপাসায় জর্জরিত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।

উল্লেখ্য, ঘূর্ণিঝড়টি প্রথমত বাংলাদেশে আঘাত হানার সম্ভাবনা থাকলেও পরবর্তীতে তা মিয়ানমারে আঘাত হানে। বিশেষজ্ঞদের মতে, নার্গিস বাংলাদেশে আঘাত হানলে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ হ'ত সিডরের পাঁচগুণ বেশী। আরো উল্লেখ্য যে, মিয়ানমার সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেখানকার ঘূর্ণিদুর্গতদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ৩৩ জন সামরিক ও বেসামরিক সদস্যের একটি সম্মিলিত মেডিকেল টিম প্রেরণ করেছে।

মুসলিম শাসন অবসানের ৫২৫ বছর পর স্পেনে মসজিদ নির্মাণ

স্পেনে মুসলিম শাসন অবসানের ৫২৫ বছর পর এই প্রথমবারের মত লামাগা নগরীতে একটি সুরম্য মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এর আয়তন ৬ হাযার বর্গমিটার। এতে এক হাযার মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারবেন। এটি নির্মাণে ২ বৎসর সময় লেগেছে এবং ব্যয় হয়েছে প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ ইউরো, যার সিংহভাগ সঊদী সরকার বহন করেছেন। মসজিদে নতুন ইসলামিক সেন্টারও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ অধ্যাপক!

১৮ বছর বয়সেই ডক্টরেট করার পর নিউঅর্লিন্স ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করছেন ডঃ আলেয়া সবুর। শুধু তাই নয়, তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলের কনকাক ইউনিভার্সিটিতে কোষবিজ্ঞানের গবেষক-শিক্ষক হিসাবে। নিউইয়র্ক সিটির লং আইল্যান্ডের মেয়ে আলেয়া সবুর চতুর্থ গ্রেডে অধ্যয়নকালেই অসাধারণ মেধার পরিচয় দেন এবং

তাকে সরাসরি দ্বাদশ গ্রেডে উন্নীত করা হয়। সে সময় সারাবিশ্বে আলোচনার ঝড় উঠেছিল আলেয়া সবুরকে কেন্দ্র করে। এরপর ব্যাচেলর ডিগ্রী নেন ১৪ বছর বয়সে নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটির স্টনিব্রুক কলেজ থেকে। এরপর তিনি পিএইচ.ডি. করেন ড্রেক্সেল ইউনিভার্সিটি থেকে। ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৮ বছর বয়সে দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে অবস্থিত কনকাক ইউনিভার্সিটিতে এডভান্স টেকনোলজি ফিউসন ডিপার্টমেন্টে ফুলটাইম ফ্যাকাল্টি প্রফেসর হিসাবে নিয়োগ পেয়ে 'গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ড'সে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, আলেয়া সবুর ৩০০ বছরের গিনেস রেকর্ড ভঙ্গ করলেন। ১৭১৭ সালে ১৯ বছর বয়সী কলিন ম্যাকলোরিন প্রফেসর হিসাবে নতুন রেকর্ড গড়েছিলেন।

মস্কো বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর

রাশিয়ানরা এখনও বিশ্বে সবচেয়ে ধনী জাতিতে পরিণত হ'তে পারেনি। কিন্তু তাদের শহর মস্কো পরিণত হয়েছে বিশ্বের ব্যয়বহুল শহরে। এর আগে 'ব্যয়বহুল' পদবী ব্যবহার করা হ'ত টোকিও'র জন্য। কিন্তু গত দু'বছর ধরে মস্কোর গায়ে এই তকমা লেগে গেছে। এখানে তেল, মুদ্রাস্ফীতির উচ্চহার এবং মধ্যমানের হোটেলের অভাব ট্যুরিষ্টদের জন্য ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। মস্কোর নাগরিকরা ইতিমধ্যে মধ্যেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রতিদিন বিক্ষোভ করছেন। মস্কো শহরটি ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ। তাই এখানকার হোটেলগুলো সব উচ্চমানের।

ঋণের ভারে জর্জরিত ভারতীয় কৃষকদের আত্মহত্যার প্রবণতা

ভারতে ঋণের ভারে জর্জরিত হাযার হাযার কৃষক আত্মহত্যা করছে। সরকারী এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০০২ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত গড়ে প্রতিবছর ১৭ হাযার ৫০০-এরও বেশী কৃষক আত্মহত্যা করেছে। 'মাদ্রাজ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে'র কে নাগরাজ বলেন, ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত কমপক্ষে ১ লাখ ষাট হাযার কৃষক আত্মহত্যা করেছে। ১৯৯০-এর দশক থেকে কৃষিতে ভর্তুকি কমিয়ে দেয়া, খরা, বিশ্বব্যাপী তীব্র প্রতিযোগিতা, মহাজনদের অত্যাচার, উচ্চ ফলনশীল বীজের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি ভারতের কৃষিখাতকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে।

আমেরিকার দৈনিকগুলোর সার্কুলেশন কমেছে

'নিউইয়র্ক টাইমস'সহ আমেরিকার ৫৩০টি দৈনিক পত্রিকার প্রচার দৈনিক গড়ে ৩.৫৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। সাপ্তাহিক ছুটির দিন শনি ও রোববারে হ্রাস পেয়েছে গড়ে ৪.৫৯ শতাংশ করে। 'অডিট ব্যুরো সার্কুলেশন' (এবিসি) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। ইন্টারনেটে পত্রিকার পাঠক ক্রমেই বৃদ্ধি এবং অনলাইনে তাৎক্ষণিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সব খবরই পড়তে পারায় আমেরিকায় পত্রিকা বিক্রির সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে বলে মিডিয়া জগতের বিশ্লেষকরা জানান। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত কার্যদিবসে নিউইয়র্ক টাইমসের বিক্রি গড়ে ৩.৯ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১০ লাখ ৭৭ হাযার ২৫৬ হয়েছে। শনি ও রোববারের সার্কুলেশন ৯.২ শতাংশ কমে ১৪ লাখ ৬০ হাযার হয়েছে। একইভাবে নিউজ ডে'র সার্কুলেশন ৪.৭ শতাংশ কমে কার্যদিবসে ৩ লাখ ৭৯ হাযার ৬১৩ হয়েছে এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিন ৪.৮ শতাংশ কমে ৪ লাখ ৪১ হাযার ৭২৮ হয়েছে। ডেইলি নিউজের সার্কুলেশন কমেছে ২.১ শতাংশ এবং নিউইয়র্ক পোষ্টের কমেছে ৩.১ শতাংশ। ডেইলি নিউজের সার্কুলেশন হচ্ছে ৭ লাখ ৩ হাযার ১৩৭ এবং নিউইয়র্ক পোষ্টের সার্কুলেশন ৭ লাখ ২ হাযার ২৮৮।

৭০ হাযার বছর আগে পৃথিবীর জনসংখ্যা দুই হাযারে নেমেছিল!

প্রায় ৭০ হাযার বছর আগে মানব প্রজাতির অস্তিত্ব প্রায় ধ্বংস হতে বসেছিল। ঐ সময় বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনসংখ্যা দুই হাযারে নেমেছিল। তবে প্রস্তরযুগের পর তা আবার বাড়তে থাকে। গত ২৪ এপ্রিল প্রকাশিত একটি নতুন জেনেটিক গবেষণায় এ তথ্য পাওয়া গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের 'জার্নাল অব হিউম্যান জেনেটিকস'-এ গবেষণা প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। গবেষণায় আরো উল্লেখ করা হয়, এক লাখ ৩৫ হাযার থেকে ৯০ হাযার বছরের মধ্যে পূর্ব আফ্রিকায় পর পর কয়েকবার ভয়াবহ অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। ফলে জনসংখ্যা কমতে শুরু করে এবং ৭০ হাযার বছর আগে তা নেমে আসে দুই হাযারে। এরপর তারা পুনরায় একত্রিত হয় এবং ছোট ছোট গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

চীনে ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহত ৮০ হাযার

চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সিচুয়ান প্রদেশে গত ১২ মে ৭ দশমিক ৯ মাত্রার ভূমিকম্পে নিহত হয়েছে ৮০ হাযার লোক। নিহতের সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। মিয়ানইয়ান শহরে ১৮ হাযার লোক মাটিচাপা পড়েছে। নিখোঁজ রয়েছে প্রায় এক লাখ লোক। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণ ও উদ্ধার কাজের জন্য চীনের স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রায় ২৩ লাখ সেনা ও হাযার হাযার কর্মী নিয়োজিত রয়েছে। দুর্যোগকবলিত এলাকায় ১০ হাযার ফ্লাশ লাইট, ৪০ হাযার ব্যাটারি এবং ২ লাখ মোমবাতি পাঠানো হয়েছে।

ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল থেকে একশ কি.মি. দূরে মানজুতে কমপক্ষে ৪ হাযার ৮শ লোক মাটির নীচে চাপা পড়ে মারা গেছে। বেচুইন কাউন্টিতে একটি স্কুলভবন ধসে কমপক্ষে এক হাযার স্কুল ছাত্র ও শিক্ষক নিহত হয়েছে। বেচুইন কাউন্টিতে ৫ হাযার লোক মারা গেছে এবং সেখানকার ৮০ ভাগ বাড়িঘর ধসে পড়েছে। ভূমিকম্পে ৫০ লাখ লোক বাস্তুচ্যুত হয়ে তাঁবুতে বসবাস করছে। সরকার ভূমিকম্পকবলিত এলাকার জন্য ২ কোটি ৯০ লাখ ডলারের ত্রাণ তহবিল গঠন করেছে। ভূমিকম্পে ৪৭ লাখ বাড়ীঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। কোন কোন এলাকায় ৮০ শতাংশ বাড়ীঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। লক্ষাধিক লোক আহত হয়েছে। মাটির নীচে চাপা পড়াদের জীবিত থাকার আশা নেই বললেই চলে। ভূমিকম্পে সিচুয়ান প্রদেশের পাহাড়বেষ্টিত ডুজিয়াংয়ান জিনযান এলাকাটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সিচুয়ান, গানসু ও শানস্কী প্রদেশে ২ লাখ ১৬ হাযার স্কুল ভবনের মধ্যে ৭ হাযার ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে চীন সরকার ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতার ফলে দুর্যোগ মোকাবিলায় চীনের ভূমিকা বিশ্বব্যাপী প্রসংসিত হয়েছে।

মুসলিম জাহান

হজ্জ ও ওমরার দো'আ ও পদ্ধতি সম্বলিত অভিনব যন্ত্র আবিষ্কার

সঊদী আরবের ডঃ আব্দুল্লাহ আর-রশীদ হজ্জ ও ওমরা পালনকারীদের জন্য 'আল-মা'তূফ আল-আকছারাবী' নামে একটি অভিনব যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। এর ওযন মাত্র ৩০ গ্রাম। এতে হজ্জের স্থান সম্পর্কিত আয়াত সমূহ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত তাওয়াফ ও সাঈর পদ্ধতি এবং তাওয়াফ ও সাঈকালীন পঠিতব্য মাসনূন দো'আসমূহ রয়েছে। এ যন্ত্রের মাধ্যমে ঐ সকল হাজী ও ওমরা পালনকারীগণ খুবই উপকৃত হ'তে পারবেন, যারা হজ্জ ও ওমরার দো'আসমূহ এবং তাওয়াফ ও সাঈর পদ্ধতি মনে রাখতে পারেন না।

[সৌজন্যঃ উর্দূ মাসিক 'মা'আরিফ', আযমগড়, ইউ.পি, ভারত, জানুয়ারী ২০০৮, পৃঃ ৭০-৭১]

বাহরাইনে সুরম্য কুরআন মিউজিয়াম

বাহরাইনের রাজধানী মানামায় অবস্থিত 'বায়তুল কুরআন' যাদুঘরকে পৃথিবীর বিখ্যাত ইসলামী যাদুঘরগুলোর অন্যতম হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই যাদুঘরে বিভিন্ন যুগ ও লেখন রীতির কুরআন মাজীদের দুর্লভ-দুষ্প্রাপ্য কপি রয়েছে। উপরন্তু এখানে একটি মসজিদ, একটি মাদরাসাতুল কুরআন (কুরআন শিক্ষা কেন্দ্র) এবং প্রদর্শনীর জন্য একটি হলরূম রয়েছে। এটির নির্মাণ শুরু হয় ১৯৮৪ সালে এবং ১৯৯০ সালে উদ্বোধন করা হয়। এর পাঁচটি বিভাগ রয়েছে। রয়েছে একটি ঝর্ণা ও মিনার, যা খৃষ্টীয় ১২ শতকের মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ মিউজিয়ামে রক্ষিত কুরআনের কিছু পাণ্ডুলিপি চীন এবং স্পেন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নোক্ত ঠিকানায় লগিং করুনঃ www. baitalquran.com

[ঐ, পৃঃ ৭১]

সঊদী আরবে আন্তর্জাতিক অনুবাদ সেন্টার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

সঊদী আরবের 'কুল্লিইয়াতুল লুগাহ ওয়াত-তারজামাহ' (ভাষা ও অনুবাদ অনুষদ)-এর ডীন ডঃ মুহাম্মাদ আল-মাহিন্নার বরাত দিয়ে 'আরব নিউজ' জানিয়েছে, সঊদী আরবে একটি আন্তর্জাতিক অনুবাদ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে। যার অধীনে আন্তর্জাতিক সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বিভিন্ন ধরনের মৌলিক গ্রন্থাবলী আরবীতে অনুবাদ করা হবে এবং অনুবাদ সাহিত্যে ছাত্রদের দক্ষতা অর্জনেরও ব্যবস্থা করা হবে। ডঃ মাহিন্না এই সেন্টার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, সঊদী আরবে অনারবদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এই সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'কুল্লিইয়াতুল লুগাহ ওয়াত-তারজামাহ' এর তত্ত্বাবধানে ৪ হাযার ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ১০টি ভাষায় জ্ঞান অর্জন ও অনুবাদের ব্যবস্থা রয়েছে। ৩০% ছাত্র ইংরেজী এবং অন্যরা ফরাসী, জার্মানী, হিস্পানী, ইতালী, রাশিয়ান, তুর্কী, ফারসী, জাপানী ও হিব্রু ভাষা শিখছে। পাকিস্তানের সহযোগিতায় উর্দূ ভাষা শিক্ষা ও উহা অনুবাদ করার নিয়ম-নীতি শিক্ষা দানের বিষয়টি প্রকল্পাধীন রয়েছে এবং আগামী বছর ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় এম.এ. ডিগ্রী প্রদানেরও পরিকল্পনা রয়েছে। অমুসলিমদের সাথে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং ইসলাম সম্পর্কে সৃষ্ট ভ্রান্তি দূরীকরণও এই সেন্টার প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য।

[ঐ, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২০১]

পাকিস্তানে পৃথিবীর মুসলিম বিজ্ঞানীদের নির্দেশিকা তৈরী

পাকিস্তানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমিটি পৃথিবীর ঐ সকল মুসলিম বিজ্ঞানীদের 'ডিরেক্টরি' (নির্দেশিকা) তৈরী করার পরিকল্পনা করেছে যারা প্রাণীবিদ্যা, রসায়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছেন। বিজ্ঞান কমিটি ইতিমধ্যে ৪১টি দেশের মুসলিম বিজ্ঞানীদের এই নির্দেশিকা ১৬ খণ্ডে সমাপ্ত করেছে। আফগানিস্তান, আলবেনিয়া, আযারবাইজান, আলজেরিয়া, বাংলাদেশ, বাহরাইন, ব্রুনাই দারুস সালাম, বুরকিনা ফাসো, ক্যামেরুন, চাঁদ, কমরো দ্বীপপুঞ্জ, ডেজি বাউটি, মিসর, গিনিবিসাউ, গ্যাবন, গাম্বিয়া, ইরান, ইরাক, ইন্দোনেশিয়া, জর্ডান, কাযাকিস্তান, কুয়েত, কিরগিযিস্তান, লেবানন এবং লিবিয়ার মুসলিম বিজ্ঞানীদের জীবনবৃত্তান্ত সম্বলিত নির্দেশিকাটির চার খণ্ড পূর্বেই সমাপ্ত হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মৌরিতানিয়া, মোজাম্বিক, মরক্কো, নাইজেরিয়া, জর্ডান, পাকিস্তান, ফিলিস্তীন, কাতার এবং সঊদী আরবের মুসলিম বিজ্ঞানীদের বিস্তারিত তথ্যও প্রস্তুত করা হয়েছে।

[ঐ, পৃঃ ২০২-২০৩]

সংকটের আবর্তে পাকিস্তানের জোট সরকার

নওয়াজ শরীফের 'পাকিস্তান মুসলিম লীগ'-এর ৯ মন্ত্রী গত ১৩ মে পদত্যাগ করায় বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে পাকিস্তানের জোট সরকার। প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ যেসব বিচারপতিকে বরখাস্ত করেছিলেন তাদের পুনর্বহাল প্রশ্নে জারদারী-নওয়াজ মতবিরোধ দেখা দেয়ায় ৯ মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। মন্ত্রীগণ প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানির কার্যালয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। নওয়াজের সহযোগীদের গিলানী বলেন, 'আসুন আমরা শেষ মুহূর্তের চেষ্টা চালাই। যাতে সমস্যার কোন সমাধান বেরিয়ে আসে'। উল্লেখ্য, বরখাস্ত বিচারকদের পুনর্বহাল ইস্যুতে জোটের প্রধান শরীক দল 'পাকিস্তান পিপলস পার্টি'র (পিপিপি) প্রধান আসিফ আলী জারদারির সঙ্গে লন্ডনে তিন দিনের আলোচনা ১১ মে কোন সমঝোতা ছাড়াই শেষ হওয়ার পর এক সংবাদ সম্মেলনে নওয়াজ শরীফ সরকার থেকে বেরিয়ে আসার ঘোষণা দেন। নওয়াজ শরীফ বিচারপতিদের পুনর্বহাল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ১২ মে সর্বশেষ সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন। কিন্তু জারদারী তা বাস্তাবায়ন না করায় মুসলিম লীগের মন্ত্রীরা মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। এর ফলে মাত্র তিন মাস বয়সী জোট সরকার আবার সংকটের আবর্তে নিমজ্জিত হ'ল। অনিশ্চয়তার দোলাচলে পড়ে গেল পাকিস্তানের ভবিষ্যত।

Contents

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বিশ্বের সবচেয়ে পাতলা হ্যান্ডসেট!

সবচেয়ে পাতলা মোবাইল হ্যান্ডসেটের রেকর্ড ভাঙল 'প্যানটেক আইএমএস-২৩০'। এর আগে সবচেয়ে পাতলা হ্যান্ডসেট ছিল স্যামসাং ইউ-৬০০, যার প্রস্থ মাত্র ১০.৯ মিলিমিটার। আর এই মোবাইলটির প্রস্থ সাকুল্যে মাত্র ৯.৯ মিলিমিটার, যা আগের যে কোন হ্যান্ডসেটের চেয়ে অনেক কম। উন্নত প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে তা হ'ল, সেটা কতখানি ক্ষুদ্রায়তন করা যাচ্ছে এবং তা কতখানি ব্যবহারবান্ধব। আর সেদিকে লক্ষ্য রেখেই মোবাইল কোম্পানীগুলো একের পর এক চিকন মোবাইল ফোনের রেকর্ড ভেঙ্গে চলেছে। উল্লেখ্য, মোবাইল সেটটি আপাতত শুধু কোরিয়াতেই পাওয়া যাচ্ছে। এর আনুমানিক মূল্য প্রায় ৫৩৫ ডলার।

আংশিক দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিল কৃত্রিম চোখ

দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তিরাও পৃথিবীর আলো দেখতে পাবে। বছর কয়েক আগে 'বায়োনিক আই' বা কৃত্রিম চোখ আবিষ্কার করে বিজ্ঞানীরা অনেকের মনেই আশার আলো সঞ্চার করেছিলেন। এবার সত্যি সত্যি কৃত্রিম চোখ বসিয়ে আংশিক দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। কৃত্রিম চোখ বসানোর পর দু'জন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী আংশিক দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন। লন্ডনের মুরফিল্ড চক্ষু হাসপাতালের সার্জনরা ৫০ বছর বয়সী দু'জনের চোখের পেছনে বায়োনিক চোখ স্থাপন করে। তারা বংশগত রেটিনিস পিগমেনলটোসা ব্যাধিতে ভুগছিলেন।

চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চোখের পেছনে একটি ছোট ইলেকট্রিক গ্রাহকযন্ত্র ও ইলেকট্রোড প্যানেল বসান। এরপর তা রেটিনার সঙ্গে যুক্ত করেন। এক জোড়া চশমায় একটি ছোট ক্যামেরা ও ট্রান্সমিটার বসানো হয়েছে, যা কৃত্রিম চোখে তারহীন সংকেত পাঠায়। এরপর এটি মস্তিষ্ক থেকে চোখে সংযোগকারী স্নায়ুতে আরেকটি বার্তা পাঠাতে রোগীর অবশিষ্ট রেটিনা স্নায়ুকে উদ্দীপ্ত করে। এতে তারা হাল্কা ও কাল চিহ্ন দেখতে সক্ষম হন, যা দৃষ্টিশক্তির মৌলিক একটি দিক।

সামুদ্রিক মাছের তেল থেকে শস্য

সম্প্রতি এক গবেষণায় জানা গেছে, সামুদ্রিক প্রাণী বা উদ্ভিদকণার জিন যেসব খাদ্যশস্যে পাওয়া যায়, এ ধরনের খাদ্যশস্য থেকে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড তৈরী করা সম্ভব। সাধারণত তৈলাক্ত সামুদ্রিক মাছের তেলে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড পাওয়া যায়। এ ধরনের তেল গবাদিপশুর খাদ্যের সঙ্গে খাওয়ানো হ'লে উৎকৃষ্ট মানের ওমেগা-৩ সমৃদ্ধ মাংস, দুধ ও ডিম পাওয়া যাবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের লিপজিন প্রজেক্টের গবেষকেরা এ তথ্য জানিয়েছেন। বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ এবং প্রাণিকণা ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডের উৎস। এ ধরনের ফ্যাট বিভিন্ন রোগ, বিশেষ করে হৃদরোগের হার অনেকটা কমিয়ে আনে। এ ফ্যাটের সবচেয়ে ভাল উৎস বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ, যেমন- স্যামন মাছ প্রভৃতি। দেখা গেছে, ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড এসব মাছের খাদ্যে বিভিন্ন সামুদ্রিক জীবকণা, লতাপাতা থেকে সৃষ্টি হয়। গবেষকেরা তেলজাতীয় বিভিন্ন শস্যের জিনের সঙ্গে 'থেলাসিওসিরা পেসোডোনানা' নামের সামুদ্রিক এক কোষবিশিষ্ট অনুজীবের জিনের সমন্বয় ঘটিয়ে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রোষ্টেট ক্যান্সার রোধে টমেটো

সালাদ হিসাবে আমরা প্রায়ই টমেটো খেয়ে থাকি। তরকারি হিসাবেও টমেটোর ব্যবহার কম নয়। টমেটোর বিভিন্ন পুষ্টিগুণ রয়েছে, যা আমরা সবাই জানি। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে ত্বকের সুরক্ষায় যে টমেটোর চাটনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, সেই তথ্য এতদিন চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের জানা ছিল না। সম্প্রতি ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের এক গবেষণায় দেখা গেছে, খাবারের সঙ্গে নিয়মিত টমেটোর চাটনি ব্যবহার করলে ত্বকের এবং প্রোষ্টেট ক্যান্সার থেকে নিরাপদ থাকা যায়। অকালে চামড়া কুঁচকে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে না।

টমেটোতে রয়েছে এন্টি-অক্সিডেন্ট লাইকোপিন। প্রোষ্টেট ক্যান্সার প্রতিরোধে এই উপাদানটি অত্যন্ত কার্যকর। বিশেষ করে টমেটো যখন সিদ্ধ করে চাটনি বা পেষ্ট বানানো হয়, তখন এই উপাদানটি বেশী ঘনীভূত অবস্থায় পাওয়া যায়। ম্যানচেষ্টার এবং নিউ ক্যাসল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা আরো বলেছেন, এই উপাদানটি ত্বকে ইউভি রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাবকেও ঠেকিয়ে রাখে। পরীক্ষা করার জন্য গবেষকরা ১০ জন স্বেচ্ছাসেবককে দৈনিক খাবারের সঙ্গে নিয়মিত ৫৫ গ্রাম টমেটোর চাটনি এবং ১০ গ্রাম জলপাই তেল খেতে দেন। অপর ১০ জনকে শুধু জলপাই তেল খেতে দেয়া হয়। তিন মাস পর দেখা যায় টমেটোর চাটনি খেয়েছে যারা তাদের ত্বক অন্যদের চেয়ে অনেক বেশী সতেজ এবং রোগ প্রতিরোধক। যারা টমেটো খায়নি তাদের ত্বকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে এবং ত্বক অপেক্ষাকৃত কুঁচকে গেছে। এ থেকেই গবেষকরা মত দিয়েছেন, টমেটোর চাটনি ত্বকের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে কার্যকর একটি খাবার।

উচ্চ ক্যালরিসমৃদ্ধ খাবারে পুত্র সন্তানের সম্ভাবনা বাড়ে

নিয়মিত সকালে উচ্চ ক্যালরিসমৃদ্ধ খাবার খেলে গর্ভবতী মহিলাদের পুত্র সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশী। এ তথ্য জানিয়ে গবেষকরা বলছেন, গর্ভবতী মহিলার খাদ্যই আসল। ছেলে না মেয়ে কি হবে তা নির্ভর করে গর্ভবতী মা কি খাচ্ছে তার উপর। গর্ভবতী মহিলাদের খাদ্য তাদের সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে কোন ভূমিকা রাখে কি-না, তা নিয়ে গবেষণা করেন ব্রিটেনের ইউনিভার্সিটি অব এক্সেটারের অধ্যাপক ফ্লোনা ম্যাথুউস ও তার কয়েকজন সহকর্মী। এ গবেষণার অংশ হিসাবে তারা ৭৪০ জনকে বেছে নেন, যারা এই প্রথমবারের মত মা হ'তে যাচ্ছেন। গর্ভধারণের আগে ও পরে এই গর্ভবতী মায়েরা কী খাচ্ছেন তার বিস্তারিত রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা করা হয়। গবেষণায় দেখা যায়, গর্ভসঞ্চারকালে প্রতিদিন যেসব মহিলা উচ্চ ক্যালরিসমৃদ্ধ খাবার খেয়েছেন, তাদের মধ্যে শতকরা ৫৬ জনেরই পুত্র সন্তান হয়েছে। পক্ষান্তরে যাদের খাবারে ক্যালরির পরিমাণ খুব কম ছিল, তাদের মধ্যে পুত্র সন্তান জন্মদানের হার মাত্র ৪৫ শতাংশ। যাদের পুত্র সন্তান হয়েছে তারা দিনে গড়ে ২২০০ ক্যালরির বেশী খাবার খেয়েছেন, পক্ষান্তরে যাদের কন্যা সন্তান হয়েছে তারা দিনে গড়ে ১৮০০ ক্যালরিসমৃদ্ধ খাবার খেয়েছেন।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

ইসলামী জালসা

রশিদপুর, সিরাজগঞ্জ ২৪ মার্চ সোমবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলার উল্লাপাড়া থানাধীন রশিদপুর গোরস্থান সংলগ্ন মাঠে এক ইসলামী জালসা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ শেখ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত জালসায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের সাবেক সহকারী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী' প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তযা, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন, মাওলানা আব্দুস সাত্তার (সিরাজগঞ্জ), এলাকা 'আন্দোলন'-এর সদস্য আব্দুল হাদী, আব্দুল হান্নান, আব্দুল মালেক ও মাওলানা মুয্যাম্মিল হক্ব প্রমুখ।

কুলিহার, নওগাঁ ২৫ মার্চ মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর নিচকুলিহার মধ্যপাড়া শাহী জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে এক ইসলামী জালসা অনুষ্ঠিত হয়। চকউলী ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ জনাব এ.কে.এম. ইয়াকূব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত জালসায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ১২ নং কুলিহার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ডাঃ মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম প্রামানিক। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের সাবেক সহকারী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, কাশপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ আতাউর রহমান ও 'আন্দোলন'-এর কর্মী মাওলানা আতাউর রহমান প্রমুখ।

আনন্দনগর, নওগাঁ ২৬ মার্চ বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলার আনন্দনগর দারুল উলূম সালাফিয়া মাদরাসা ময়দানে এক ইসলামী জালসা অনুষ্ঠিত হয়। সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্জ কফীলুদ্দীন সোনা-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত জালসায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নওগাঁ যেলা শাখার উপ-পরিচালক ডাঃ সুলতান আহমাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চকপ্রসাদ সিনিয়র মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুস সোবহান ও জনাব মুহাম্মাদ ফারূক ছিদ্দীকী। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আবুযর সালাফী (রাজশাহী), মাওলানা ইসমাঈল হোসাইন তুফানী (নওগাঁ), মুহাম্মাদ আবূ নো'মান বিন আব্দুর রহমান (গাইবান্ধা) প্রমুখ।

বোয়ালিয়া, সাতক্ষীরা ৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর বোয়ালিয়া দাখিল মাদরাসা ময়দানে এক ইসলামী জালসা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইসলামী জালসায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের সাবেক সহকারী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী' প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন প্রমুখ।

মোহনপুর, রাজশাহী ২৩ এপ্রিল বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলার মোহনপুর থানাধীন কৃষ্ণপুর দারুল উলূম মাদরাসা ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কৃষ্ণপুর এলাকার উদ্যোগে এক ইসলামী জালসা অনুষ্ঠিত হয়। মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি রাজশাহী ক্যাম্পাসের খণ্ডকালীন প্রভাষক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইসলামী জালসায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন তানোর থানার বাগধানী আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা শামসুল হুদা বিন আব্দুল্লাহ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন নো'মানুদ্দীন এবং জাগরণী পরিবেশন করে মোহনপুর থানার জাহানাবাদ আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম জনাব আব্দুস সাত্তার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কৃষ্ণপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম জনাব ইমদাদুল হক্ব।

মনিপুর, গাজীপুর ২ মে শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর মনিপুর বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে এক ইসলামী জালসা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা রফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইসলামী জালসায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা জনাব আলাউদ্দীন সরকার। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর সদস্য ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আলমগীর হোসাইন (সিরাজগঞ্জ), মাওলানা কফীলুদ্দীন বিন আমীন (গাযীপুর), মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুছাদ্দিকুল আনোয়ার, মাওলানা আছমত আলী প্রমুখ।

তাবলীগী সভা

আজগানা, টাঙ্গাইল ২৭ মার্চ বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাঙ্গাইল যেলার মির্জাপুর থানার অন্তর্গত আজগানা মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা তরুণ মাহমূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। তিনি বলেন, আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহীই হচ্ছে একমাত্র অভ্রান্ত ও সত্য। দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তির জন্য অহী-র পথ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। তিনি সবাইকে আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ছায়াতলে ফিরে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান।

রশিদপুর, সিরাজগঞ্জ ২৮ মার্চ শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রশিদপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ শাখার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখার সভাপতি আলহাজ্জ আবুল হাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মুয্যাম্মিল হক্ব ও অত্র শাখার সদস্য মুহাম্মাদ আব্দুছ ছবূর প্রমুখ।

শরীফপুর, গাযীপুর ১১ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাযীপুর যেলার উদ্যোগে স্থানীয় শরীফপুর 'আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা জনাব আলাউদ্দীন সরকার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা রফীকুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মাওলানা রাশেদ আলী, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন বিন আমীন, মাওলানা আছমত আলী, মাওলানা মুছাদ্দিকুল আনোয়ার, জনাব জাহিদ হোসাইন ও যাকির হোসাইন প্রমুখ।

ঢাকা ৮ ও ৯ মে'০৮ বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার যৌথ উদ্যোগে সোনারগাঁও-এর অন্তর্গত নয়াপুর বাজার বাইতুন নূর জামে মসজিদে গত ৮ ও ৯ মে রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার দু'দিন ব্যাপী মাসিক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন বাদ মাগরিব এবং দ্বিতীয় দিন বাদ আছর অনুষ্ঠান শুরু হয়। ঢাকা যেলার বিভিন্ন মহল্লার বিপুল সংখ্যক কর্মী উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ইসমাঈল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার সাবেক সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, পথভোলা মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথে ফিরিয়ে আনতে দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব আপনার, আমার সকলের। আর এজন্য তাবলীগের বিকল্প নেই। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর চার দফা কর্মসূচীর মধ্যে ১ম দফা কর্মসূচী হচ্ছে তাবলীগ। তিনি সমবেত সকলকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের নির্ভেজাল দাওয়াতী কাফেলায় সক্রিয়ভাবে যোগদান করে যথাযথভাবে তাবলীগী দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার অর্থ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ ফযলুল হক্ব, 'যুবসংঘ' নাজিরা বাজার শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ শফীউদ্দীন, সহ-সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন, ধর্মশুর জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল বারী, লস্করবাড়ী বাইতুন নূর জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ হোযাইফা, ঢাকার (বংশাল) হাজী আব্দুর রশীদ লেনের আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আবুল হাশেম, মাইনুল ইসলাম, সিক্কাটুলী মহল্লার আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আবুল হোসাইন, আশরাফ হোসাইন, সুরিটোলা মহল্লার মুহাম্মাদ শামসুল হক্ব, আনাস উল্লাহ প্রমুখ।

যুবসংঘ

কমিটি গঠন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৬ এপ্রিল বুধবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর উদ্যোগে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এম.এ শেষ বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ছাত্র সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব

মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আরবী সাহিত্য বিভাগের এম.এ শেষ বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম।

সমাবেশে প্রধান অতিথি বলেন, ছাত্রসমাজ জাতির ভবিষ্যত। তারাই আগামী দিনে দেশ ও জাতির কর্ণধার হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে। সুতরাং তরুণ ও ছাত্রসমাজের যদি নৈতিক অবক্ষয় ঘটে তাহ'লে জাতি চরমভাবে বিপর্যস্ত হবে। স্বাধীনচেতা ছাত্রসমাজ আজ নিজের প্রকৃতি ভুলে ব্যক্তিপূজা, দলপূজা ও লেজুড়বৃত্তিতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। কল্যাণকামী উন্মুক্ত চেতনার অধিকারী তরুণ ছাত্রসমাজ এভাবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলতে বসেছে। এই নৈতিক অবক্ষয় রোধে প্রয়োজন আল্লাহভীতি ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অভ্রান্ত আদর্শ। তবেই সার্বিক দুর্নীতিমুক্ত একটি সর্বোন্নত সমাজ তারা উপহার দিতে পারবে ইনশাআল্লাহ। তিনি বিশেষ করে আহলেহাদীছ ছাত্রসমাজকে লক্ষ্য করে বলেন, আহলেহাদীছগণ অদ্যাবধি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পতাকা বহন করে আসছেন। তাঁরা ইসলামের নামে ডুপ্লিকেট আদর্শ ও আমলে যেমন বিশ্বাসী নন, তেমনি মুসলিম নামের কোন ব্যক্তির রচিত থিওরীতেও বিশ্বাসী নন। অনুরূপ আল্লাহ্র অহী বিরোধী অনৈসলামী মতবাদ ও দর্শনের তারা ধার ধারে না। আহলেহাদীছ ছাত্রসমাজ তাদের সেই চিরন্তন আদর্শ ভুলতে বসেছে। ছাত্রদের শিক্ষাগুরু প্রতিনিধি আহলেহাদীছ শিক্ষক মণ্ডলীও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় নিজেদের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে চুপসে গেছেন। তাই ক্রমেই কুরআন-সুন্নাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বানুভূতি বিলুপ্ত হচ্ছে। অথচ আহলেহাদীছগণই যে, যুগে যুগে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহ্র প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করে এসেছেন, তাও তারা ভুলে গেছেন। সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী, শাহ ইসমাইল শহীদ, সৈয়দ নেছার আলী তিতুমীর, মাওলানা বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী নামগুলোও তারা ভুলে গেছে। তিনি আহলেহাদীছ ছাত্রসমাজকে ইসলাম, দেশ ও জাতির খেদমতে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান।

সমাবেশে দাওয়া এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামকে আহ্বায়ক এবং আরবী সাহিত্য বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট 'যুবসংঘ' ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। সমাবেশে আহলেহাদীছদের মধ্যমণি দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** মিথ্যা মামলায় প্রায় সাড়ে তিন বছর যাবৎ অন্যায়ভাবে কারাগারে আটকে রাখার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয় এবং অবিলম্বে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে তাঁর নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করা হয়।

নারী উন্নয়ন নীতিমালা সংশোধন করে পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন করুন

নারী উন্নয়ন নীতিমালা সংশোধন করে পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হবে। নইলে এদেশের মুসলমানরা তা কিছুতেই মেনে নেবে না। গত ১ মে'০৮ বৃহস্পতিবার বংশালস্থ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলা কার্যালয় মিলনায়তনে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত শিক্ষা বৈঠকে নেতৃবৃন্দ এই আহ্বান জানান। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয আব্দুল হামীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত শিক্ষা বৈঠকে আলোচনায় অংশ নেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জালালুদ্দীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ইসমাঈল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা তাসলীম সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা শফীকুল ইসলাম ও মাওলানা ছফীউল্লাহ খান প্রমুখ। বক্তাগণ আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানান।

ডাঃ রায়হানুদ্দীনের শয্যা পার্শ্বে 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অন্যতম সুধী, সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা আলতাফ হুসাইনের পিতা প্রাইমারী স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ডাঃ মুহাম্মাদ রায়হানুদ্দীন বার্ধক্য জনিত কারণে বেশ কিছুদিন থেকে শয্যাশায়ী। গত ১৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁর বাসভবনে তাঁকে দেখতে যান 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। মুমূর্ষু অবস্থায় নেতৃবৃন্দকে কাছে পেয়ে তিনি অনেক আশার বাণী শুনান এবং তাওহীদী দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়ার সাহস দেন। তিনি বলেন, মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের কারণে আহলেহাদীছরা যেন চরম কোনঠাসা হয়ে গিয়েছিল। গত ১৩ এপ্রিল'০৫ সালে আমাদের কদমতলায় অনুষ্ঠিত বিশাল সম্মেলন দেশ-বিদেশের সকল আহলেহাদীছদের প্রাণ সঞ্চারে যুগিয়েছে। মৃত্যু পর্যন্ত সহযোগিতা করার ঐকান্তিক আশা আমার আছে। কিন্তু সময় শেষ। তিনি বলেন, পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেওয়ার আগে আমার সবচেয়ে বড় আশা আহলেহাদীছ আন্দোলনের আমীর **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** কারামুক্ত অবস্থায় এক পলক দেখার, তা না হ'লে অন্ততঃ তিনি মুক্তি পেয়েছেন এই খবরটি কানে শুনার। তাই কোনদিন তাঁর জন্য দো'আ করতে আমি ভুলিনি। তিনি সবার কাছে আন্তরিক দো'আ চান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, সাবেক অর্থ সম্পাদক শাহীদুয্যামান ফারূক, সাবেক প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল গফূর, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক মাওলানা রুস্তম আলী এবং সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ। উল্লেখ্য, ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাবস্থায় গত ১৮ জানুয়ারী '০৮ তারিখেও কেন্দ্রীয় ও ঢাকা যেলার নেতৃবৃন্দ তাঁকে দেখতে যান।

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৩২১)ঃ একটি ইসলামী বইয়ে লেখা আছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিসওয়াক করলে পরিবার থেকে বরকত উঠে যায় এবং দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। উক্ত কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ওমর ফারূক
বাঁকড়া, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন। এটি সামাজিক কুসংস্কার বা ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। তবে দাঁড়িয়ে বা বসে যেকোন ভাবে নিয়মিত মিসওয়াক করা সুন্নাত *(ছহীহ বুখারী, মিশকাত ৫/৩৮৭; তিরমিযী, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৯০)*।

প্রশ্নঃ (২/৩২২)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি সব সময় কালো পাগড়ী পরতেন? তাঁর পাগড়ী পরার কোন কারণ ছিল কি? টুপি পরে ছালাত আদায় করার চেয়ে পাগড়ী পরে ছালাত আদায় করলে বেশী নেকী পাওয়া যায়, কথাটি কি হাদীছ সম্মত? সমাজে সাদা, সবুজ, নীল, আকাশী, কমলা নানা রঙের পাগড়ী দেখা যায়। কালো রং ছাড়া অন্য রঙের পাগড়ী পরা এবং টুপি ছাড়া পাগড়ী পরা যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আবুল হোসাইন মিয়া
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

উত্তরঃ পাগড়ী পরা 'সুনানে জাওয়ায়েদ' বা অভ্যাসগত সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। যা টুপি ছাড়া এবং টুপিসহ দু'ভাবেই পরা যায় *(যাদুল মা'আদ, পৃঃ ১৩০)*। শরী'আত নিষিদ্ধ রং ব্যতীত যেকোন রঙের পাগড়ী পরিধান করা যায়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কালো পাগড়ী পরিধান করেছেন। আমর ইবনু হুরাইছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মিম্বরে দেখেছি। তখন পাগড়ীর উভয় পার্শ্ব তাঁর উভয় কাঁধের উপর ঝুলছিল *(ছহীহ মুসলিম হা/১৩৫৯; মিশকাত হা/১৪১০)*।

উল্লেখ্য যে, পাগড়ী পরে ছালাত আদায় করলে অধিক নেকী হবে এমনটি ধারণা করা ঠিক নয়। কারণ পাগড়ী পরার ফযীলত সংক্রান্ত হাদীছ সমূহ জাল। মূলতঃ এটি যীনাত বা সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক ছালাতের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও' *(আ'রাফ ৩১)*। আরো উল্লেখ্য যে, টুপির উপর পাগড়ী পরা বা না পরা সংক্রান্ত তিরমিযীতে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ তিরমিযী হা/১৭৮৪; মিশকাত হা/৪৩৪০)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩২৩)ঃ বিবাহকে অস্বীকার না করে শুধু দাইয়ুছ, অবাধ্য সন্তানের অভিভাবক হওয়া এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য যদি কেউ অবিবাহিত থাকে এবং শরী'আতের অন্য সমস্ত ইবাদাত করে তাহ'লে ঐ ব্যক্তি জান্নাতে যাবে কি?

-হানযালাহ বিন শহীদুল্লাহ
চাঁদপুর, রূপসা, খুলনা।

উত্তরঃ বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত, যা পালন করার জন্য ইসলাম উৎসাহ প্রদান করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা উহা দৃষ্টি অবনত রাখে, লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। আর যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না সে যেন ছিয়াম পালন করে' *(ছহীহ বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮০)*। প্রশ্নোল্লিখিত কারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত থেকে বিমুখ থাকা ঠিক নয়। কারণ বান্দাকে এ সমস্ত কাজ করেই আল্লাহ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হবে *(মুলক ২)*। তবে বিশেষ কারণ বশতঃ কেউ বিবাহ থেকে বিরত থাকলে তা জান্নাতের পথে প্রতিবন্ধক হবে না।

প্রশ্নঃ (৪/৩২৪)ঃ আমি দু'বছর ধরে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরী করছি। চাকরী পাওয়ার আগে আমার পিতা আমার স্ত্রীকে ৮২ হাযার টাকা দিয়ে একটি বেসরকারী হাইস্কুলে চাকরী নিয়ে দেন। উক্ত চাকরীর উপার্জিত অর্থ কি হালাল?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ ঘুষ দেওয়া ও নেওয়া উভয়টিই হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়কে লা'নত করেছেন *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৭৫৩)*। সুতরাং উক্ত মাধ্যমে যা কিছু অর্জিত হবে তা হারামের অন্তর্ভুক্ত হবে। এতদ্ব্যতীত নারীদের জন্য পর পুরুষদের সাথে একই কর্মস্থলে চাকরী করাও শরী'আত সম্মত নয়। অতএব হারাম থেকে বেঁচে থাকার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত আছে। তাই স্বল্প হ'লেও শরী'আত সম্মত পদ্ধতিতে রূযী অন্বেষণ করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৫/৩২৫)ঃ গোসলের আগে ওযূ করলে সেই ওযূতে ছালাত আদায় করা যাবে কি? গোসলের সময় লজ্জাস্থানে দৃষ্টি পড়লে বা খালি হাত স্পর্শ করলে ওযূ নষ্ট হবে কি?

-মাওলানা আসাদ

সিনিয়র শিক্ষক, সেগুনবাগিচা হাইস্কুল
তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০।

উত্তরঃ গোসলের পূর্বে যে ওযূ করা হয় সে ওযূতেই ছালাত আদায় করা যায়। পুনরায় ওযূ করার প্রয়োজন নেই। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গোসলের পর আর ওযূ করতেন না *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৪৫)*। লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযূ নষ্ট হবে কি হবে না এ মর্মে দু'টি ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ত্বালক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে বলা হয়েছে যে, ওযূ নষ্ট হবে না। আর বুসরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে বলা হয়েছে, ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে। উভয় হাদীছের সারমর্ম হচ্ছে কামভাব সহ স্পর্শ করলে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে, আর কামভাব ব্যতীত স্পর্শ করলে ওযূ নষ্ট হবে না *(আলবানী, মিশকাত হা/৩১৯-৩২০ এর টীকা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (৬/৩২৬)ঃ যদি কোন ব্যক্তি তার পালিত ছাগলকে খুব ভালবাসে এবং ছাগলটাও ঐ ব্যক্তিকে ভালবাসে, তাহ'লে ক্বিয়ামতের দিন উভয়ের সাথে সাক্ষাৎ হবে কি? মৃত্যুর পর ঐ লোকটির কষ্ট হ'লে ছাগলটা বুঝতে পারবে কি? জান্নাতে মানুষ যা চাইবে আল্লাহ তাই প্রদান করবেন। তাহ'লে উক্ত ব্যক্তি যদি ঐ ছাগলটা চায় তাহ'লে তাকে তা দেয়া হবে কি?

-সাদিয়া আফরিন
কালিশংকরপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ 'আলামে বারযাখে' অর্থাৎ মৃত্যুর পর থেকে হাশরের পূর্ব পর্যন্ত এক মুমিনের সাথে অন্য মুমিনের সাক্ষাৎ হ'তে পারে। কিন্তু অন্য কোন প্রাণীর সাথে সাক্ষাৎ হবে মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব' *(তূর ২)*। উক্ত ছাগলটি তার মালিকের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হ'তে পারবে না। কারণ উহা বিবেকহীন। তবে মৃত ব্যক্তিকে কবরে যখন কঠোর শাস্তি দেওয়া হয় তখন মানুষ এবং জিন ছাড়া অন্য সকল জীব-জন্তু তার চীৎকার শুনতে পায় মর্মে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে *(আহমাদ, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩১)*।

উক্ত ব্যক্তি যদি জান্নাতী হয় এবং ছাগলটি চায়, তাহ'লে তা পাবে *(হা-মীম-সাজদাহ ৩১)*। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আনছারী ছাহাবীরা জান্নাতে চাষাবাদ করতে চাইবে তখন আল্লাহ তাদের উহা করার সুযোগ করে দিবেন' *(ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/৫৬৫৩)*।

প্রশ্নঃ (৭/৩২৭)ঃ আমি অন্তঃসত্ত্বা থাকাবস্থায় ২৮ দিন ছিয়াম পালন করতে পারিনি এবং ফিদইয়া দেওয়াও সম্ভব হয়নি। এখন আমার করণীয় কি?

-নাওরিন সুলতানা
সাভার, ঢাকা।

উত্তরঃ অন্তঃসত্ত্বা থাকা অবস্থায় ছিয়াম পালন করতে কষ্টকর হ'লে ছিয়াম পালনের বিনিময়ে ফিদইয়া দিতে পারবে। আর ফিদইয়া না দিলে সুস্থ অবস্থায় ক্বাযা আদায় করবে। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলা মুসাফির, অন্তঃসত্ত্বা এবং দুগ্ধ দানকারিণীর ব্যাপারে ছিয়ামের ছাড় দিয়েছেন। অন্তঃসত্ত্বা, দুগ্ধদানকারিণী ছিয়াম ভঙ্গ করবে। অতঃপর ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করবে অথবা সাথে সাথে ফিদইয়া প্রদান করবে *(তিরমিযী হা/৭১৫, সনদ ছহীহ)*। সুতরাং ছিয়ামের সময় ফিদইয়া না দিলে পরে ক্বাযা আদায় করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৮/৩২৮)ঃ শুনেছি তাক্বদীর অনুযায়ী ছেলে ও মেয়ের মাঝে বিবাহ সংঘটিত হয়। তাহ'লে যাচাই-বাছাইয়ের পরও কি তাক্বদীর অনুযায়ী বিবাহ হয়, না তাক্বদীরে নির্ধারিত মেয়ে ছাড়াও যাচাই-বাছাই করে অন্য কোন মেয়ের সাথেও বিবাহ হয়?

- হানযালা
চাঁদপুর, রূপসা, খুলনা।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করেছেন আসমান-যমীন সৃষ্টির ৫০ হাযার বছর পূর্বে এবং তিনি যার ভাগ্যে যা লিপিবদ্ধ করেছেন তাই ঘটবে *(ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯)*। কাজেই যাচাই-বাছাই পূর্বক যে মেয়ের সাথে বিবাহ হয় সেটাই তার তাক্বদীর। যাচাই-বাছাই তাক্বদীরে পৌঁছার প্রচেষ্টা মাত্র। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক বস্তুর তাক্বদীর লিপিবদ্ধ রয়েছে এমনকি অপরাগতা এবং জ্ঞানও তাক্বদীরের অন্তর্ভুক্ত' *(ছহীহ মুসলিম হা/৭০)*।

প্রশ্নঃ (৯/৩২৯)ঃ একদা ছালাত রত অবস্থায় ইমাম বেহুঁশ হয়ে গেলে কিছু মুক্তাদী ছালাত ছেড়ে দেয়, আর কেউ কেউ ঐ অবস্থায় মুওয়াযযিনের ইমামতিতে অবশিষ্ট ছালাত আদায় করে। প্রশ্ন হ'ল, এই ছালাত সঠিক হয়েছে কি?

-ফযলুল হক্ব
ধনারুহা, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ইমামের কোন অসুবিধা হ'লে তিনি অন্যকে দায়িত্ব দিবেন *(ফাতাওয়া উছায়মীন, ১৫তম খণ্ড, পৃঃ ১৫৪)*। তিনি বেহুঁশ হয়ে যাওয়ার কারণে সে সুযোগ গ্রহণ করতে পারেননি। ফলে মুওয়াযযিনের ইমামতিতে যারা ছালাত আদায় করেছেন তাদের ছালাত সঠিক হয়েছে। কিন্তু উক্ত সমস্যার কারণে যারা ছালাত ছেড়ে দিয়েছেন তারা পুনরায় ছালাত আদায় করে নিবেন।

ইমাম হঠাৎ বেহুঁশ হয়ে গেলে পিছন থেকে একজন ইমাম হয়ে বাকী ছালাত সম্পন্ন করবেন। কেননা কারণবশত ইমাম পরিবর্তন হ'তে পারে *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১৫/১৫৪*

Contents

পৃঃ)। তবে এমতাবস্থায় অজ্ঞান ব্যক্তির সেবার জন্য কোন কোন মুছল্লীর এগিয়ে আশা যরূরী।

প্রশ্নঃ (১০/৩৩০)ঃ জনৈক বক্তা বলেছেন, আমরা নবীর নাম শুনলে 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলি। কিন্তু আল্লাহ্‌র নাম শুনলে কিছুই বলি না। অথচ নবী থেকে আল্লাহ্‌র মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। তাই আল্লাহ্‌র নাম শুনলে جل شأنه الله পড়তে হবে। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

- হাফেয ওয়াহীদুযযামান
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দরূদ বা রহমত কামনা করা কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ। যারা তাঁর প্রতি দরূদ পড়ে তাদের জন্য ফযীলতও বর্ণিত হয়েছে *(ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৯২১)*। সুতরাং তার নাম পড়লে বা শুনলে দরূদ পড়তে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর প্রতি দরূদ পড়' *(আহযাব ৫৬)*। কিন্তু আল্লাহ্‌র নাম শুনলে উক্ত বাক্য বলতে হবে মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে আল্লাহ্‌র নাম পড়া বা লিখার সময় তাঁর মহত্ত্ব বর্ণনার উদ্দেশ্যে عَزَّ وَجَلَّ বলা যায়। যা বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/১০৪৭; মিশকাত হা/২৪৭)*।

প্রশ্নঃ (১১/৩৩১)ঃ জনৈক ইমাম বলেছেন, সাধ্যমত চেষ্টা করেও কেউ যদি ঋণ পরিশোধ করতে না পারে, তাহ'লে আল্লাহ তা মাফ করে দিবেন। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-হাফেয ওয়াহীদুযযামান
পাঁচদোনা, নরসিংন্দী।

উত্তরঃ ঋণ বান্দার হক্ব। তাই ঋণ পরিশোধ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। আপ্রাণ চেষ্টা করেও যদি পরিশোধ করতে না পারে তাহ'লে তাকে ঋণ দাতার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। কেননা বান্দার হক্ব আল্লাহ ক্ষমা করেন না *(ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৭)*।

প্রশ্নঃ (১২/৩৩২)ঃ আমরা জানি, যে গৃহে পশু-পাখি বা প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। কিন্তু টিনের তৈরী মসজিদে টিনের গায়ে গরু মার্কা, ঘোড়া মার্কা ইত্যাদি সীল দেখা যায়। উক্ত মসজিদে ছালাত হবে কি এবং রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করবে কি?

-এফ.এম. নাছরুল্লাহ বিন হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে। তবে ঐ সমস্ত ছবিগুলিকে মুছে ফেলা বা কোন কিছু দিয়ে ঢেকে দেওয়া উচিত। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ঘরে ছবি ও কুকুর থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না' *(ছহীহ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৮৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হেলান দেওয়ার জন্য আয়েশা (রাঃ) একটি ছবিযুক্ত বালিশ নিয়ে আসেন। তিনি তখন ঘরে প্রবেশ না করে বললেন, আয়েশা! ছবিওয়ালা ব্যক্তিদেরকে ক্বিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে তোমরা যা অঙ্কন করেছ তা জীবিত করো। অন্য হাদীছে বলা হয়েছে, 'তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে এবং ছবিতে প্রাণ দিতে বলা হবে। কিন্তু তারা প্রাণ দিতে সক্ষম হবে না' *(ছহীহ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯২, ৪৪৯৯)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৩৩৩)ঃ জনৈক শিক্ষক বলেন, কৌশলে স্ত্রী সহবাস করলে পুত্র সন্তান হয়। উক্ত শিক্ষকের কথা কি সঠিক?

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত ব্যক্তির বক্তব্য মিথ্যা ও বানোয়াট। কারণ এ মর্মে শারঈ কোন বিধান নেই। তবে স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময় যার বীর্য রেহেমে আগে প্রবেশ করবে সন্তান তার সদৃশ হবে মর্মে হাদীছে এসেছে *(ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৪)*। সন্তান মেয়ে হবে না ছেলে হবে তা বলা হয়নি। এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন।

প্রশ্নঃ (১৪/৩৩৪)ঃ ছালাত চলাকালীন সময় বিদ্যুৎ চলে গেলে ছালাত রত ব্যক্তি আলো জ্বালাতে পারে কি?

- ছাদ্দাম ও আশরাফুল ইসলাম
আলাদীপুর দারুল হুদা সালাফিইয়াহ মাদরাসা
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ ছালাতরত অবস্থায় বিদ্যুৎ চলে গেলে আলো জ্বালানো যাবে না। আলো না থাকা এমন কোন সমস্যা নয় যা ছালাতের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। বরং আলো জ্বালাতে গেলে ছালাতের প্রতি একাগ্রতা বিনষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলো বিহীন ঘরেও ছালাত আদায় করেছেন *(ছহীহ বুখারী হা/৫১৩, 'ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৩৩৫)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজরতের পূর্বে এবং পরে কতবার হজ্জ করেছিলেন?

- মুহাম্মাদ ইউসুফ
নিজপাড়া হাজীপাড়া
বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জীবনে মাত্র একবার হজ্জ করেছেন। আর ৪ বার ওমরাহ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় অবস্থানকালে ৯ম বছর পর্যন্ত হজ্জ আদায় করেননি; দশম বছরে হজ্জের ঘোষণা দিয়ে বিশাল জামা'আত সহকারে বিদায়ী হজ্জ আদায় করেন *(ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫)*। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত,

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৪টি ওমরাহ পালন করেছিলেন। তন্মধ্যে ৩টি পৃথক পৃথকভাবে। আর একটি হজ্জের সঙ্গে যিলহজ্জ মাসে *(ছহীহ বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/২৫১৮)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৩৩৬)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুম'আর দিনে কিংবা সাধারণ বক্তব্য দেওয়ার সময় হাতে লাঠি নিয়েছেন কি? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

- বকুল
বাউসা মাঝপাড়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ হাতে লাঠি নিয়ে জুম'আর খুৎবা প্রদান করা সুন্নাত। হাকাম ইবনু হাযন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জুম'আর দিন হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিতে দেখেছি *(ছহীহ আবুদাঊদ, সনদ হাসান, হা/১০৯৬; ইরওয়াউল গালীল হা/৬১৬, ৩/৭৮; বায়হাক্বী ৩/২০৬, সনদ ছহীহ; বুলূগুল মারাম হা/৪৬৩)*। অনুরূপ ঈদের মাঠে এবং অন্যান্য স্থানেও বক্তব্যের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাতে লাঠি নিয়েছেন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/১১৪৫, সনদ হাসান; ইরওয়াউল গালীল হা/৬৩১, ৩/৯৯; আহমাদ ৩/৩১৪, সনদ ছহীহ)*।

উল্লেখ্য, মিম্বর তৈরীর পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাতে লাঠি নেননি বলে ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) দাবী করেছেন। কিন্তু উক্ত কথার পক্ষে কোন দলীল নেই। শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত দলীল বিহীন বক্তব্য উল্লেখ করে শুধু জুম'আর দিনের বিষয়টি সমর্থন করেছেন। তবে ঈদের খুৎবা সহ অন্যান্য বক্তব্যের সময়ে হাতে লাঠি নেওয়া যাবে বলে উল্লেখ করেছেন *(আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৬৪, ২/৩৮০-৩৮৩ পৃঃ)*।

মূল কথা হ'ল, মিম্বর তৈরীর পরও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিয়েছেন। কারণ মিম্বর তৈরী হয়েছে ৫ম হিজরীতে। আর হাকাম বিন হাযন মক্কা বিজয়ের সময় ৮ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আগমন করেন এবং জুম'আর দিনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিতে দেখেন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/১০৯৬; ইরওয়াউল গালীল হা/৬১৬, ৩/৭৮)*। দ্বিতীয়তঃ হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দেওয়ার হাদীছটি ব্যাপক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সব সময় লাঠি নিয়েছেন বলে প্রমাণিত হয়। তৃতীয়তঃ মিম্বর তৈরীর পর রাসূল (ছাঃ) হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দেননি- একথার কোন প্রমাণ নেই। চতুর্থতঃ ছাহাবীদের মধ্যেও মিম্বরে দাঁড়িয়ে হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় *(তারীখে বাগদাদ ১৪/৩৮ পৃঃ)*। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বর তৈরীর পরেও হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা প্রদান করেছেন। উল্লেখ্য, হাকাম বিন হাযন (রাঃ) কত সালে ইসলাম গ্রহণ করেছেন সে ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া গেলেও আল্লামা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী বলেন, ৮ম হিজরীই সঠিক *(ইতহাফুল কেরাম, শরহে বুলূগুল মারাম, পৃঃ ১৩২)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৩৩৭)ঃ জনৈক ব্যক্তি বলেন, ক্বিয়ামত হওয়ার সময় সবকিছু ধ্বংস হবে, কিন্তু মসজিদ, মাদরাসা ও সিনেমা হল ধ্বংস হবে না। কারণ মসজিদ ডাকবে মুছল্লীদেরকে, মাদরাসা ডাকবে আলেমদেরকে এবং সিনেমা হল ডাকবে ঐ লোকদেরকে যারা সিনেমা দেখত। আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা ধ্বংস হওনি কেন? তখন তারা বলবে, আমাদের যারা ব্যবহার করত তাদের ফায়ছালা না হওয়া পর্যন্ত আমরা ধ্বংস হব না। উক্ত কথাগুলির যথার্থতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন। আল্লাহ তা'আলার সত্তা ব্যতীত সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে *(আর-রহমান ২৬-২৭)*। তবে উক্ত বস্তু সমূহ ক্বিয়ামতের দিন স্ব স্ব আমলকারী সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। সেজন্য এগুলির বলবৎ থাকা যরূরী নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যমীনের উপর সংঘটিত সবকিছু সম্পর্কে যমীন সেদিন বলে দিবে' *(যিলযাল ৩-৪)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৩৩৮)ঃ ডাক্তাররা কোন রোগীকে প্যাথলজিতে পরীক্ষা করার জন্য পাঠালে পরীক্ষা মূল্যের শতকরা ৩০ থেকে ৪০ টাকা ডাক্তারকে দেওয়া হয়। উক্ত টাকা গ্রহণ করা হালাল হবে কি?

- আসাদুল্লাহ
চোরকোল, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ একজন মুসলিম চিকিৎসকের উচিত অপর মুসলিমের কল্যাণ কামনা করা ও সুচিকিৎসা করা। বিধায় বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্যাথলজিতে রোগীকে পাঠিয়ে সেখান থেকে পারিশ্রমিক হিসাবে কোন অংশ গ্রহণ করলে শরী'আতে এটা দোষণীয় নয়। তবে চিকিৎসক যদি স্রেফ নির্দিষ্ট প্রাপ্যাংশ ভোগের স্বার্থে অপেক্ষাকৃত মন্দ প্যাথলজিতে পাঠায় তাহ'লে উহা প্রতারণার শামিল হবে। এরূপ অপকৌশল শরী'আতে গর্হিত অন্যায় বলে বিবেচিত। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে আমাদেরকে ধোঁকা দিবে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(ছহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭০ 'ধোঁকা দেয়া' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৩৩৯)ঃ জনৈক খত্বীব বলেছেন যে, আমার বাড়ী, আমার গাড়ী, আমার স্ত্রী, আমার সম্পদ ইত্যাদি বলা যাবে না, বললে শিরক হবে। বরং বলতে হবে ইনশাআল্লাহ আমার বাড়ী। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-হাফেয ওয়াহীদুযযামান
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ ইমাম ছাহেবের উক্ত দাবী সঠিক নয়। নিজের সম্পদ হিসাবে কেউ এ ধরনের কথা বলতে পারে, তবে অহংকার বসে নয় *(ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৬৯)*। যদিও আল্লাহ তা'আলাই সবকিছুর মালিক। তিনি বলেন, 'যা কিছু

আকাশ সমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে আছে সব আল্লাহ্‌রই' *(বাক্বারাহ ২৮৪)*। দ্বিতীয়তঃ এগুলো বলতে হ'লে 'ইনশাআল্লাহ' বলতে হবে সেটাও সঠিক নয়। কারণ ভবিষ্যতের কোন কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করলে 'ইনশাআল্লাহ' বলতে হয় *(ছফফাত ১০২)*।

প্রশ্নঃ (২০/৩৪০)ঃ মৃত্যু যন্ত্রণা ও কবরের আযাব থেকে বাঁচার সহজ উপায় জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হুসাইন
নারায়ণখোর, মনিরামপুর, পাকুড়, ভারত।

উত্তরঃ কোন মুসলিম ব্যক্তি শরী'আতের যথাযথ অনুসারী হয়ে চললে কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাবে। সেই সাথে নিয়মিতভাবে 'সূরা মূলক' প্রতিদিন তেলাওয়াত করলেও কবরের আযাব থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশা করা যায় *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১৪০)*। এছাড়া মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে প্রার্থনা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতে জাহান্নাম ও কবরের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ প্রার্থনা করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৩৯)*।

প্রশ্নঃ (২১/৩৪১)ঃ একই জানাযার ছালাত কোন ব্যক্তি দু'বার দু'জাম'আতে আদায় করতে পারবে কি? অনুরূপ একই ব্যক্তি কোন জানাযার দু'বার ইমামতি করতে পারবে কি?

-সুলতান আহমাদ
চীফ ইন্সট্রাকটর, টি,টি,সি
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইমাম হোক আর মুক্তাদী হোক কেউই একই জানাযা একাধিকবার পড়তে পারবে না। এ মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না *(আল-মুক্বনে, আশ-শারহুল কাবীর, আল-ইনছাফ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৮১)*।

প্রশ্নঃ (২২/৩৪২)ঃ সূরা কাহফের ১০৩-৪নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'তাদের আমল সমূহ বরবাদ হয়ে গেছে, অথচ তারা মনে করে আমরা ভাল আমল করছি'। এখানে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং কোন কারণে আমল নষ্ট হয়ে যায়? উক্ত অবস্থা থেকে পুনরায় ফিরে আসার উপায় কি? আমল বরবাদ হ'লে ঐ আমলকারী কি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

- সুলায়মান
বোয়ালকান্দি, এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ অত্র আয়াত দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তিদের বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর দেওয়া পদ্ধতি ছাড়াই ইবাদত করে এবং তাকে সঠিক মনে করে। অথচ তারা ভুল পথে রয়েছে। তাদের আমল পরিত্যাজ্য *(তাহক্বীক্ব তাফসীর ইবনে কাছীর, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২০০)*। উক্ত ব্যক্তিকে সকল প্রকার শিরক-বিদ'আত ও ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে মুক্ত হয়ে কেবল আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পন্থায় আমল করতে হবে এবং পূর্বের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য খালেছ অন্তরে আল্লাহ্‌র নিকট তওবাহ করতে হবে। তবে আগের আমলগুলো আল্লাহ্‌র অপসন্দনীয় হওয়ায় সেগুলি শারঈ আমল হিসাবে গণ্য হবে না। তারা তওবা করে খাঁটি মুসলিম না হ'লে জাহান্নামী হবে। আল্লাহ বলেন, 'আমি কি তোমাদেরকে আমলের ক্ষেত্রে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করব? তারা সেই লোক, পার্থিব জীবনে যাদের আমল বরবাদ হয়ে থাকে; যদিও তারা মনে করে যে, তারা ভাল কাজ করছে। তারা সেই লোক যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে থাকে। এতে করে তাদের আমলগুলি নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং ক্বিয়ামত দিবসে আমি তাদের জন্য মীযান স্থাপন করব না। জাহান্নামই তাদের প্রতিফল, যেহেতু তারা অবাধ্য হয়েছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও নবী-রাসূলগণকে বিদ্রূপাত্মক বিষয়ে গণ্য করেছে' *(কাহফ ১০৩-১০৬)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৩৪৩)ঃ আমার বৃদ্ধা মা গত রামাযানে অসুস্থতার কারণে কয়েকটি ছিয়াম পালন করতে পারেননি। আমি ঐ দিনগুলিতে একজন ছায়েমকে খাদ্য প্রদান করেছি। মা বর্তমানে সুস্থ। তাকে কি এখন উক্ত ছুটে যাওয়া ছিয়াম পালন করতে হবে?

- হেলালুদ্দীন
গুলশান, ঢাকা।

উত্তরঃ বৃদ্ধা মাতার পক্ষ থেকে প্রত্যেক ছিয়ামের পরিবর্তে একজন ছায়েমকে খাদ্য খাওয়ানোর কারণে তাকে আর ছিয়াম পালন করতে হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম তাদেরকে প্রত্যেক ছিয়ামের বদলে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করতে হবে' *(বাক্বারাহ ১৮৪; তিরমিযী হা/৭১৫, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৩৪৪)ঃ ফাতিমা (রাঃ) কি ঋতুবতী মহিলা ছিলেন? অনেকে বলেন, তিনি ঋতুবতী ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর কতদিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল?

- আউয়ুব ও মুসলিমুদ্দীন
বেড়ুঞ্জ, দুপচাচিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ ফাতিমা (রাঃ) মহিলা হিসাবে ঋতুবতী ছিলেন এটাই স্বাভাবিক। কেননা তিনি আদি মাতা হাওয়া (আঃ)-এর বংশধর। আর হাওয়া (আঃ) নিজেই ঋতুবতী ছিলেন *(ফাৎহুল বারী ১/৪৭৭ পৃঃ)*। ফাতিমা (রাঃ) ঋতুবতী ছিলেন না মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। বিশুদ্ধ মতে ফাতিমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছয়মাস পরে মৃত্যুবরণ করেছিলেন *(ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ, ১৩তম খণ্ড, পৃঃ ৭৫)*।

Contents

প্রশ্নঃ (২৫/৩৪৫)ঃ সালাম বিনিময়ের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আখতারুযযামান
আল-হাদীছ এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ সালাম এমন একটি সুন্নাত যার মাধ্যমে পরস্পরের মাঝে সৌহার্দ ও সখ্যতা গড়ে উঠে। সালাম দিলে জওয়াব দেওয়া যরূরী। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয়ের কথা বলে দিব না, যা তোমাদের মাঝে ভালবাসা বৃদ্ধি করবে? তা হচ্ছে- তোমরা পরস্পরের মাঝে সালামের প্রচলন ঘটাবে *(ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩১)*। তিনি বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন সে যেন তাকে সালাম প্রদান করে এবং তাদের উভয়ের মাঝে গাছ অথবা প্রাচীর আড়াল হওয়ার পর পুনরায় যদি সাক্ষাৎ হয় তখনও সে যেন তাকে সালাম দেয়' *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, হা/৫২০০)*। ছোটরা বড়দেরকে, চলন্ত ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে, আরোহী ব্যক্তি পথচারীকে এবং অল্প সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোককে সালাম প্রদান করবে *(ছহীহ বুখারী, হা/৬২৩১)*। তবে উভয়ে যদি পথিক হয় তাহ'লে যে আগে সালাম দিবে সেই উত্তম ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হবে *(ছহীহ ইবনে হিব্বান, হা/১৯৩৫, যাদুল মা'আদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৬)*। অপর এক হাদীছে আছে, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে আগে সালাম দিবে *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ হা/৫১৯৮)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ইহুদী ও নাছারাদেরকে আগে সালাম দিবে না *(ছহীহ মুসলিম হা/২১৬৭)*। কিন্তু তারা যদি সালাম দেয় তাহ'লে তাদের সালামের জওয়াবে শুধু 'ওয়া আলাইকুম' বলবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৭)*। পথচারী দল যদি উপবিষ্ট দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তাহ'লে পথচারীদের পক্ষ থেকে একজন সালাম দিলেই যথেষ্ট হবে। অনুরূপ উপবিষ্টদের পক্ষ থেকে একজন সালামের জওয়াব দিলেই যথেষ্ট হবে *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, হা/৫২১০)*। মুছাফাহার সময় কেবল উভয়ে ডান হাতে মুছাফাহা করবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৮০, সনদ হাসান)*। দুই হাতে মুছাফাহা করার কোন ভিত্তি নেই। অনুরূপ মুছাফাহা শেষে বুকে হাত লাগানোরও কোন ভিত্তি নেই।

প্রশ্নঃ (২৬/৩৪৬)ঃ আমরা জানি পবিত্র কুরআন সাত ক্বিরাআতে নাযিল হয়েছে। এই সাত ক্বিরাআত কি কি? আমরা যে ক্বিরাআত পড়ি তার নাম কি?

-আমীনুল ইসলাম
ধোবাউড়া, বালিগাঁও, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন আরবী সাত লুগাতে বা ভাষায় নাযিল করা হয়েছে কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক। তৎকালীন আরবে কুরাইশ, হুযাইল, ছাক্বীফ, হাওয়ায়িন, কেনানাহ তামীম এবং আয়মান নামক প্রসিদ্ধ সাতটি গোত্র বসবাস করত। এসব গোত্রের আঞ্চলিক ভাষায় কোন কোন শব্দে কিছু পার্থক্য ছিল। মহান আল্লাহ তাদের উপর অনুগ্রহ করে সাত ক্বিরাআতে পবিত্র কুরআন নাযিল করেন। এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক শব্দে বা প্রত্যেক বাক্যেই সাত রকম পঠন পদ্ধতি ছিল। বরং কিছু কিছু শব্দের মধ্যে এই পার্থক্য পরিলক্ষিত হ'ত *(মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ যাজবী (৮৩৩ হিঃ), আন-নশর ফি কুরআনিল আশর, পৃঃ ৭৫-৭৮)*। যেমন- সূরা বাণী ইসরাঈলের ১৩ নং আয়াতের يَلْقَاهُ -কে يُلَقَّاهُ পড়া। বাক্বারার ১০ নং আয়াতের يَكْذِبُوْن -কে تُكَذَّبُوْن পড়া ইত্যাদি। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ, যাতে মানুষের জন্য সহজসাধ্য হয়। এতে করে অর্থে ও ভাবে কোন পরিবর্তন ঘটে না *(শায়খ ইবনে বায, মাজমূউ ফাতাওয়া, ৫/৩৯৭-৩৯৮ পৃঃ)*। মূলকথা হ'ল এ ভিন্নতা ছিল স্ব স্ব গোত্রের পরিভাষা ও উচ্চারণ ভঙ্গির কারণে। তবে এর অর্থ অভিন্ন।

তৃতীয় খলীফা ওছমান (রাঃ) কুরআন সংরক্ষণের স্বার্থে সব রীতিকে বাদ দিয়ে শুধু কুরাইশের পঠন রীতিতে পবিত্র কুরআন সংকলন করেন এবং তা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দেন। যা অদ্যাবধি চালু আছে।

প্রশ্নঃ (২৭/৩৪৭)ঃ সূরা আলে ইমরানের ১৪৪ নং আয়াতের প্রকৃত তাফসীর কি? এক শ্রেণীর লোকেরা বলছে 'সমস্ত রাসূলগণ গত হয়েছেন। অর্থাৎ ঈসা (আঃ)ও মৃত্যুবরণ করেছেন। ঈসা (আঃ) জীবিত না মৃত? দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ আসাদ
সেগুনবাগিচা, তোপখানা রোড, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতের ব্যাপারে তারা যে তাফসীর করেছেন তা সঠিক নয়। ঈসা (আঃ)-কে উক্ত আয়াত থেকে পৃথক করা হয়েছে। তিনি মৃতুবরণ করেননি বরং তাকে দুনিয়া থেকে জীবিত অবস্থায় উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। তিনি পুনরায় দুনিয়াতে আগমন করবেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি আপনাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেব এবং শেষ যামানায় স্বাভাবিক মৃত্যুদান করব' *(আলে ইমরান ৫৫)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলূল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, অচিরেই তোমাদের নিকট মারইয়ামের পুত্র আগমন করবেন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন, ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন এবং খিনযীরকে হত্যা করবেন' *(ছহীহ বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০৫)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৩৪৮)ঃ জিনদের আদি পিতা বা মাতার নাম জানিয়ে বাধিত করবেন। ইবলীস কি জিনদের আদি পিতা?

- মুহাম্মাদ তযীমুদ্দীন
বাটিকামারি, চারঘাট, রাজশাহী।

Contents

উত্তরঃ ইবনু যায়েদ এবং হাসান (রহঃ)-এর মতে, ইসলীস জিনদের আদি পিতা, যেমন আদম (আঃ) মানব জাতির আদি পিতা *(তাফসীরে কুরতুবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৮)*। সাঈদ ইবনু যুবাইর, ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ হ'তে বর্ণিত, পূর্বে ইবলীসের নাম ছিল আযাযীল এবং পরে তার নাম হয় ইবলীস। ইবনু জুরাইয বলেন, আসমানে ইবলীসের নাম ছিল হারিছ *(আল-মুনতাযাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৭)*। কেউ কেউ মনে করেন জিনদের আদি পিতা মূসার *(আল-মুনতাযাম ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৪)*। তার মাতা সম্পর্কে কোন কিছু জানা যায় না।

প্রশ্নঃ (২৯/৩৪৯)ঃ একদিন শয়তান মনে করল যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাগরিবের ছালাত দেরী করাবে। তাই শয়তান তাঁকে প্রশ্ন করল, কোন কোন প্রাণী ডিম দেয় আর কোন কোন প্রাণী বাচ্চা দেয়। তখন তিনি বললেন, যেগুলোর কান ছোট সেগুলো ডিম দেয় আর যেগুলোর কান বড় সেগুলো বাচ্চা দেয়। উক্ত ঘটনার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শমসের আলী
খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লিখিত ঘটনার শারঈ কোন ভিত্তি নেই।

প্রশ্নঃ (৩০/৩৫০)ঃ জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন, একজন মানুষের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা যায় এমন মূল্যের স্বর্ণ ব্যবহার করতে পারে। কারণ হঠাৎ পথে-ঘাটে মৃত্যু হ'লে ঐ স্বর্ণ বিক্রি করে তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। তার এ কথা কি সঠিক?

- আব্দুল্লাহ আল-মামূন
ষাঁড়ব্রুজ, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। এটি একটি সামাজিক কুসংস্কার। কারণ পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা সরাসরি হারাম। এতে কোন শর্তারোপ করা হয়নি *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৪০১, সনদ জাইয়িদ)*। তাছাড়া ছাহাবায়ে কেরামের মাঝেও এই প্রথা চালু ছিল না। সুতরাং এটি পরিত্যাজ্য।

প্রশ্নঃ (৩১/৩৫১)ঃ মায়ের পদতলে (সন্তানের) জান্নাত। এ হাদীছটি কি ছহীহ?

- মুহাম্মাদ মুহসিন আকন্দ
জোরবাড়িয়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছ ছহীহ *(আহমাদ, নাসাঈ, বায়হাক্বী, সনদ জাইয়িদ, তাহক্বীক্বে মিশকাত, হা/৪৯৩৯; ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৯৪১)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩৫২)ঃ আমাদের এলাকায় মৃতকে দাফনের সময় কবরের উপর বাঁশের ফালা দেওয়ার পর আগে কাদা দিয়ে লেপা হয়। অতঃপর সাধারণ মাটি দেওয়া হয়। এই পদ্ধতির ছহীহ কোন ভিত্তি আছে কি?

- আব্দুল খাবীর
আখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কবরে বাঁশের ফালা দেওয়ার পর কাদা দিয়ে লেপন করতে হবে মর্মে শরী'আতে কোন নির্দেশনা পাওয়া যায় না। এটা হয়ত কবরকে হেফাযতের জন্য করা হয়। ইসলামী শরী'আতে 'লাহদ' ও 'শাক্ব' দু'ধরনের কবর তৈরীর বিধান আছে। যাকে এদেশে যথাক্রমে পাশখুলি ও বাক্স কবর বলা হয়। কবর গভীর, প্রশস্ত, সুন্দর ও বিঘত খানেক উঁচু করা বাঞ্ছনীয় *(আহমাদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৭০৩)*। কবর বন্ধ করার পর উপস্থিত সকলে তিন মুষ্টি করে মাটি কবরের মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে ছড়িয়ে দিবে' *(ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, হা/১৫৬৫; মিশকাত হা/১৭২০)*।

উল্লেখ্য, কাদা লেপন করা, চেগার ও জাল দিয়ে ঘেরা এগুলো কোনটিই শারঈ বিধান নয়। বরং কবরকে সংরক্ষণের মাধ্যম মাত্র। এগুলোকে শারঈ বিধান মনে করা ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৫৩)ঃ পবিত্র কুরআনে যাকাত বন্টনের খাত সমূহ থাকা সত্ত্বেও অন্য হক্বদারকে বঞ্চিত করে সমুদয় মাল একটি খাতে ব্যয় করা যাবে কি?

- মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান
ষষ্টিতলা, যশোর।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে যাকাত বন্টনের ৮টি খাত বর্ণনা করেছেন। উক্ত ৮টি খাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে তা বন্টন করতে হবে। তবে একান্ত প্রয়োজনে ইমাম বা সর্দার ৮টি খাতের মধ্যে কোন একটি খাতের হক্বদারকে যদি সাময়িকভাবে অধিক উপযোগী মনে করেন তাহ'লে অন্যান্য খাতগুলি বাদ দিয়ে উক্ত হক্বদারকে দিয়ে দিতে পারেন। ওমর, আব্বাস ও হুযায়ফা (রাঃ) সহ অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এমনটি বলেন। ইবনু জারীর (রহঃ) বলেন, কুরআনে বর্ণিত খাতগুলির দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয় যে ৮টি খাতকে সমানভাবে বন্টন করতে হবে; বরং ৮টি খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বন্টন করতে হবে *(তওবা ৬০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ; তাহক্বীক্বে তাফসীর ইবনে কাছীর, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২১৮-১৯)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৫৪)ঃ জনৈক মাওলানা বলেছেন, কেউ যদি কোন জিনিস বন্ধক রাখে তবে গ্রহীতা তা ব্যবহার করতে পারবে না। ব্যবহার করলে সূদ হবে। আমরা ১০,০০০ বা ২০,০০০/= টাকা দিয়ে জমি বন্ধক রাখি। টাকা ফেরত দিলে জমি ফিরিয়ে দেই। এটা কি শরী'আত সম্মত? বন্ধকী জিনিস কি ব্যবহার করা যাবে?

- ডাঃ মুহাম্মাদ গাযী
ঘোণা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ঋণদাতা বন্ধককৃত বস্তু হ'তে কোন উপকার গ্রহণ করতে পারবে না। কারণ তা সূদের অন্তর্ভুক্ত। বরং উক্ত বস্তুর লাভ-লোকসান সবকিছুই ঋণগ্রহীতা ভোগ করবে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, ঋণ থেকে যে উপকার গ্রহণ করা হয় তা সূদের অন্তর্ভুক্ত *(ফাতাওয়া লাজনাতুত দায়েমাহ, ১৪তম খণ্ড, পৃঃ ১৭৮)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, রেহেনে বেধে রাখা বস্তু হ'তে তার মালিককে বঞ্চিত করা যাবে না। লাভ যা তা তার হবে এবং লোকসানও তাকেই নিতে হবে *(দারাকুৎনী হাকেম, হাদীছ হাসান; বুলূগুল মারাম হা/৮৪৮)*। সুতরাং উক্ত পদ্ধতিতে জমি লেনদেন করলে নিশ্চিত সূদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে বন্ধককৃত বস্তু যদি গাভী বা ঘোড়া হয় তাহ'লে তার লালন-পালনে যে খরচ হয়, তার বিনিময়ে গাভীর দুধ পান করতে পারবে এবং ঘোড়ায় সওয়ার হ'তে পারবে। উল্লেখ্য যে, বন্ধক নেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঋণগ্রহীতা যেন ঋণের ব্যাপারে অস্বীকার না করে। অনুরূপ বন্ধক নেওয়ার উদ্দেশ্য এ নয় যে, ঋণগ্রহীতা তা ভোগ করবে।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৫৫)ঃ মদ্যপানের অপরাধে ওমর (রাঃ) আবু শাহমা নামক তার এক ছেলেকে নিজ হাতে শাস্তি দিয়েছিলেন। যার ফলে তার মৃত্যু হয়। অতঃপর কবরের উপর দুর্রা মারেন। ঘটনাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মায়া মৃগ
বালুবাগান, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এর ছহীহ কোন ভিত্তি নেই *(আল-ইছাবা, ১২তম খণ্ড, পৃঃ ১৯৮, হা/৬২৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৫৬)ঃ মক্কা বিজয় কিভাবে হয়েছিল? সন্ধির মাধ্যমে না আক্রমণের মাধ্যমে? সঠিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ ইউসুফ
বলরামপুর, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মক্কা বিজয় হওয়া সম্পর্কে জমহূর ছাহাবা ও বিদ্বানদের নিকট দু'টি মত রয়েছে। কারো মতে, মক্কা বিজয় হয়েছে কেবল সন্ধির মাধ্যমে। কারণ সেখানে গনীমতের মাল বন্টন হয়নি। আর কারো মতে, মক্কা বিজয় হয়েছে যুদ্ধের মাধ্যমে। কারণ মক্কায় প্রবেশের সময় খালিদ বিন ওয়ালিদের সাথে সামান্য লড়াই হয়েছিল *(যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৭-৭৯)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৫৭)ঃ ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগীদের কক্ষে ঔষধ খাওয়ার দু'আ বলে লেখা আছে 'বিসমিল্লাহির রহমা-নির রহীম, আল্লাহ শাফী, আল্লাহ কাফী'। উক্ত দো'আ কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?

- মাওলানা মুযাফফর রহমান
আখড়াখোলা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ঔষধ খাওয়ার নির্দিষ্ট কোন দো'আ পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রেও শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ কিছু খাবে তখন সে যেন 'বিসমিল্লাহ' বলে। বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে সে যেন বলে 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখেরাহু' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩২৬৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৫৮)ঃ মোবাইল সহ বিভিন্ন টেপ রেকর্ডার-এর মাধ্যমে কুরআন তেলাওয়াত শুনলে ছওয়াব হবে কি?

- সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মীরবাড়ী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ কুরআন তেলাওয়াত মানুষের মাধ্যমে বা যেকোন আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে হোক যদি ছওয়াবের উদ্দেশ্য শুনা হয়, তাহ'লে ছওয়াব পাবে। আল্লাহ বলেন, 'যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে শুন এবং নিশ্চুপ থাক, যাতে তোমাদের উপর রহমত হয়' *(আ'রাফ ২০৪)*। উল্লেখ্য যে, কোন যন্ত্রে গানের সাথে কুরআন রেকর্ড করা ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৫৯)ঃ কোন ক্লাব ঘরকে যদি মসজিদে রূপান্তর করা হয়, তাহ'লে উক্ত মসজিদে ছালাত হবে কি?

- বদীউযযামান
দর্শন হাট, পিয়ারপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ক্লাব কর্তৃপক্ষ যদি তাদের মালিকানা ছেড়ে দেয় এবং মসজিদের নামে ওয়াকফ করে দেয় তাহ'লে তাতে ছালাত আদায় করা যাবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/২৩৩-৩৪)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৩৬০)ঃ রামাযান মাসে বেজোড় রাত্রিতে বিভিন্ন মসজিদে সময় ক্ষেপণের জন্য ইবাদত করার পাশাপাশি ওয়াযের ব্যবস্থা করা হয়। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এর দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মুহসিন
বংশাল, ঢাকা।

উত্তরঃ রামাযান মাসের শেষ দশকে বেজোড় রাত্রিতে ইবাদত করার গুরুত্ব অপরিসীম। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা রামাযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে কদর অন্বেষণ কর' *(বুখারী, মিশকাত হা/২০৮৩)*। তবে দীর্ঘক্ষণ রাত জাগার কৌশল হিসাবে ওয়ায মাহফিল করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। উক্ত ফযীলতপূর্ণ রাতগুলি কেবল দীর্ঘ সময় ধরে ছালাত আদায়, তাসবীহ-তাহলীল ও কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অতিবাহিত করা একান্ত কর্তব্য।